উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৫,১০৬.৮১ (-৩১.৪৬)

নিফটি : ২৫,৯৮৬.০০ (-৪৬.২০)

সঞ্চার সাথী ডাউনলোডের হিড়িক

ফোনে আড়িপাতা হবে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। তাতে কী! সাধারণ মানুষের মধ্যে বরং হিড়িক পড়েছে বিতর্কিত সঞ্চার সাথী অ্যাপ ডাউনলোডের। » ৭

হুমায়ুনকে গ্রেপ্তারের বার্তা

বাবরি মসজিদ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে মনে করছেন রাজ্যপাল। তাই বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে গ্রেপ্তার করতে নবান্নে চিঠি দিলেন বোস। » ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১২°	২৮°	১৩°	২৮°	১৫°	২৭°	১৪°

আজ ভারতে আসছেন পুতিন » ৭

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 4 December 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 195

চেয়ারম্যান পদ বিক্রি হচ্ছে, অভিযোগ বৈশিষ্ট্যর

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৩ ডিসেম্বর : পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান পদত্যাগের পর দিন দশেক কেটে গিয়েছে। একে তো এখনও নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হয়নি। তার ওপর আবার সেই চেয়ারম্যান বাছাই নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জলঘোলা। চেয়ারম্যানের পদ কেনাবেচা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন পুরাতন মালদা পুরসভারই বরিষ্ঠ কাউন্সিলার বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদী।

বৈশিষ্ট্য নিজে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। সেইসঙ্গে তিনিও নাকি ভাবী চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন। তবে এদিন তিনি যা অভিযোগ করেছেন, তারপর সেই সুযোগ তাঁর আর কতখানি থাকবে তা নিয়ে সন্দিহান রাজনৈতিক মহল। কী বলেছেন বৈশিষ্ট্য? অভিযোগ করেছেন, চেয়ারম্যান পদ পাইয়ে দেওয়ার নামে এক দালালচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এর বিনিময়ে চলছে মোটা অঙ্কের টাকার দরদাম। বৈশিষ্ট্যর কথায়, 'চেয়ারম্যান পদ খালি রয়েছে বলে দালাল জুটে গিয়ে দালালি শুরু করেছে। কাটমানির মাধ্যমে চেয়ারম্যান পদ নিয়ে দরকষাকষি চলছে। এগুলো দালালদের কারবার।' তিনি আরও সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, 'এসব টাকাপয়সা আদৌ দলের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না আমার সন্দেহ রয়েছে।' তাঁর দাবি, 'চেয়ারম্যান নিয়ে এই দরদামের ফলে স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে গ্রুপ তৈরি হয়ে গিয়েছে। দলের কর্মীদের মনোবল ভেঙে গিয়েছে।'

এরপর আটের পাতায়

৩২০০০ চাকরি বহাল আপনি থাকছেন স্যর...

তাঁর প্রতিক্রিয়া

গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাটাতেই কেলেঙ্কারি ছিল। সেই কারণেই আমি পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকেই বাতিল করেছিলাম। তবে ডিভিশন বেঞ্চ নিশ্চয়ই কিছু বিষয়ে চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
-অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্নীতি মানলেও মানবিক কোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : কার্যত এক যাত্রায় পৃথক ফল। দীর্ঘদিন চাকরি করলেও আদালতের কোপ থেকে রেহাই পাননি স্কুল সার্ভিস কমিশন নিযুক্ত প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নিযুক্ত প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষকের জীবনে চরম স্বস্তি নেমে এল হাইকোর্টের নির্দেশে। বিচারপতি পদে থাকাকালীন তাঁদের নিয়োগ বাতিল করে দিয়েছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। একই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায়কে বাতিল করে দিলেন।

এই ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ হয়েছিল টেট-এর মাধ্যমে। এসএসসি ও টেট-উভয় ক্ষেত্রে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে একাধিক মামলা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকরা যে স্বস্তি পেলেন, তা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের ভাগ্যে হয়নি। আগেই তাঁদের নিয়োগ বাতিলে সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। টেট-এ দুর্নীতির মামলায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিল বুধবার।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'সত্যের জয় হল। একইভাবে এসএসসি'র যোগ্য চাকরিহারাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া যায়, তাহলে বৃত্তটা সম্পূর্ণ হবে।' আইনগত যুক্তির চেয়েও এই রায়ের পিছনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে স্বীকার করেছে কিন্তু আদালত।

কিন্তু সেই দুর্নীতির প্রভাব যাতে চাকরিরত শিক্ষকদের ওপর না পড়ে, সেদিকে নজর রেখেই চাকরি রাখার পক্ষে এই রায় বলে বেঞ্চ জানিয়েছে। এই রায়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বাসের আবহ ৩২ হাজার শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারে। তাঁরা যেমন স্বস্তি পেয়েছেন, তেমনই আপাতত ধাক্কা থেকে রেহাই মিলেছে রাজ্য সরকার ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের।

মুর্শিদাবাদে থাকাকালীন বুধবার খবরটি পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সেখানে তিনি বলেন, 'ডিভিশন বেঞ্চের বিচারকরা মানবিক দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখেছেন। শিক্ষকদের পরিবার রক্ষা পেয়েছে, আমি খুশি। কথায় কথায় কোর্টে গিয়ে চাকরি খেয়ে নেওয়া ঠিক নয়।

এরপর আটের পাতায়

বিচারপতিদের মন্তব্য

- ৯ বছর ধরে যাঁরা চাকরি করছেন, তাঁদের চাকরি বাতিল হলে কর্মরত শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের অস্তিত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে
- চাকরি করার সময় এই প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি
- পরীক্ষকদের অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বা টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে তেমন প্রমাণও পাওয়া যায়নি
- কয়েকজন অসফল প্রার্থীর জন্য গোটা প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে দেওয়া যায় না
- প্রমাণিত প্রতারণা ও অপ্রমাণিত দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে
- ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ ছাড়া গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় না
- দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে তা সরাসরি প্রভাব ফেলেছে এর কোনও প্রমাণ নেই

একইদিনে জোড়া শতরান। একে অপরকে শুভেচ্ছা বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। যদিও দিনের শেষে ব্যর্থ হয়ে গেল সব। ৪ বল বাকি থাকতেই কাঙ্ক্ষিত জয় ছিনিয়ে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। রায়পুরে।

ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না : মুখ্যমন্ত্রী

ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে অভয়বার্তা

গৌতম দাস

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : শুভেন্দু অধিকারীর নাম নিলেন না বটে তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে মালদায় এসে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা যে মন্তব্য করেছিলেন তার জবাব দিলেন মালদার মাটিতে দাঁড়িয়ে। হিন্দু ভোটারদের এককাট্টা হওয়ার ডাক দিয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যে হারে মালদায় মুসলিম ভোট বাড়ছে, তাতে হিন্দুদের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মেরুকরণের এই চেষ্টার মোকাবিলায় বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্র করলেন ওয়াকফ আইন এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর)। মালদার গাজোলে কলেজ মাঠে তৃণমূলের জনসভায় তিনি বলেন, 'কোনও কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্ম নিয়ে বিভাজন করছে। তাদের উদ্দেশে বলি, ওয়াকফ আইন কেন্দ্র এনেছে। আমরা করিনি। আমরা বরং এর বিরোধিতা করছিলাম। সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করেছিলাম।'

শুধু একথায় থেমে না থেকে মুখ্যমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন কেন্দ্রের উদ্দেশে। তাঁর কথায়, 'আমরা যতদিন আছি, এইসব জায়গায় হাত দিতে দেব না। হিন্দু হোক, শিখ হোক, খ্রিস্টান হোক, আমি বেঁচে থাকতে কারও ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখবেন। আমি সব ধর্মকে ভালোবাসি।' বুধবার দুপুরে তিনি হেলিকপ্টারে কলেজ মাঠে পৌঁছান। হেলিপ্যাড থেকে হেঁটে মঞ্চে যান। আদিবাসী নাচ-গানে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।

আদিবাসী শিল্পীদের সঙ্গে পা মেলালেন মমতা। গাজোলে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

> আমি কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না। কাউকে পুশব্যাকও করতে দেব না। আজকে আমি ভোট চাইতে আসিনি। আপনাদের মনের দুশ্চিন্তা দূর করতে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। আমি আপনাদের পাহারাদার।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

যদিও মালদা মোতুয়ালি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাজিদুর রহমানের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী ওয়াকফ নিয়ে যা বলছেন, তা পরিষ্কার নয়। ওয়াকফ সংশোধনী আইন ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য মানতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধে বিধানসভায় কোনও বিল এনে আটকানো যায় কি না, আমার জানা নেই। স্বাভাবিকভাবে আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, দরগা-যেগুলো রেজিস্টার্ড ওয়াকফ নয়, সেগুলো খতিয়ান ১-এ চলে যাচ্ছে। জেলা কালেক্টরকে মাথায় রাখা হচ্ছে।'

এরপর আটের পাতায়

বুথে নজর দিন, বঙ্গ সাংসদদের নির্দেশ নমোর

মোদির সঙ্গে বৈঠকে বাংলার বিজেপি সাংসদরা। বুধবার।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : হোমটাস্ক দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সতর্কও করলেন বিজেপির বাংলার সাংসদদের। আলটপকা মন্তব্য সম্পর্কেও সংযত থাকার নির্দেশ দিলেন। বিশেষ করে এসআইআর-এ কত লোকের নাম বাদ যাবে তা নিয়ে বাংলার বিজেপি নেতাদের প্রকাশ্যে নানা পরিসংখ্যান পেশে তিনি যে বিরক্ত, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। জানিয়ে দিয়েছেন, কত নাম বাদ যাবে তা না বলে বলতে হবে- অবৈধ একজনের নামও এসআইআর-এ থাকতে দেওয়া যাবে না।

সংসদ ভবনে নিজের দপ্তরেই বুধবার ওই বৈঠক করেন নরেন্দ্র মোদি। যিনি বিহার দখলের পরই বার্তা দিয়েছিলেন, এরপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে বিজয় পৌঁছাবে বাংলায়। সেই লক্ষ্যেই তিনি বাংলার সাংসদদের মাটি কামড়ে লড়াই করতে হবে বলে নির্দেশ দিলেন। বাংলা জিততে গেলে যে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, তা-ও স্পষ্ট করে দেন। বৈঠক ছিল প্রায় কুড়ি মিনিটের মতো।

কিন্তু সেজন্য যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কতটা প্রস্তুত ছিল, তা বোঝা গিয়েছে, বৈঠকের আগে প্রত্যেক সাংসদের হাতে তাঁদের কাজের রিপোর্ট কার্ড ধরিয়ে দেওয়ায়। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কয়েকজন প্রশংসা পেলেও সার্বিকভাবে যে তিনি অসন্তুষ্ট, বুঝিয়ে দিয়েছেন মোদি।

এরপর আটের পাতায়

রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে বুধবার কাজে যোগ দিলেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। তাঁকে স্বাগত জানালেন ডিজি রাজীব কুমার। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে রিচাকে।

মোবাইল-বিক্ষোভে ৫ ঘণ্টা ঘেরাও স্বাস্থ্যকর্তা

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : মোবাইল কেনা নিয়ে ধুন্ধুমার মহারাজায়। কয়েকশো আশাকর্মী বুধবার সেখানে রায়গঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক তথা বিএমওএইচ ডাঃ আলতামাজ আলিকে প্রায় ৫ ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন। পরে অবশ্য আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটে।

প্রশাসনের তরফে আশাকর্মীদের স্মার্টফোন কেনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাহলে পোষণ অ্যাপে তথ্য আপলোড করতে সুবিধা হবে। রায়গঞ্জের আশাকর্মীদের অভিযোগ, মোবাইল কেনা নিয়ে শর্ত চাপিয়ে দিয়েছেন বিএমওএইচ। কোন কোম্পানির মোবাইল কিনতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অথচ অনেকেই ইতিমধ্যে মোবাইল কিনে ফেলেছেন। তাহলে তাঁরা এখন কী করবেন?

এদিকে বিএমওএইচের দাবি, সমস্যা আসলে মোবাইল কেনার 'প্রমাণ' দেওয়া নিয়ে। অনেকেই মোবাইল কেনার ভাউচার জমা দিয়েছেন। কিন্তু মোবাইল দেখাতে বললে দেখাতে পারছেন না। দু'পক্ষের এই চাপানউতোরের জেরে এদিন দুপুর ১২টা থেকে ঘেরাও শুরু হয়। চলে প্রায় ৫টা পর্যন্ত।

এদিন কয়েকজন আশাকর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তাঁরা একবার মোবাইল কিনলেও আবার নতুন করে মোবাইল কেনার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছেন বিএমওএইচ। তাঁরা ভাউচার জমা করলেও মানতে চাইছেন না। এমনকি মঙ্গলবার যাঁরা ভাউচার জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের তা ফেরত দিয়ে মোবাইল সহ জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই প্রতিবাদে এদিন ব্লকের ১৪টি অঞ্চল থেকে কয়েকশো আশাকর্মী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। আশাকর্মী চায়না সাহা বলেন, 'আমরা সাম্মানিক পাই মাত্র ৫ হাজার টাকা। অতিরিক্ত কাজ করলে জোটে আরও ২ হাজার। ইতিমধ্যে আমরা মোবাইল কিনে ফেলেছি।

মোবাইল হাতে বিক্ষোভে শামিল আশাকর্মীরা। রায়গঞ্জে।

কিন্তু বিএমওএইচ মানতে চাইছিলেন না। তিনি যে কোম্পানি বলে দিয়েছেন সেই কোম্পানির কিনতে হবে। ভাউচার জমা নিচ্ছিলেন না। তাই দুপুর থেকে ঘেরাও করে রেখেছিলাম আমরা। বিকেলে দাবি মেনে নেওয়ার পর ঘেরাও তুলি।' আরেক আশাকর্মী টুলু রক্ষিত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী টাকা দেওয়ার আগেই মোবাইল কিনে ফেলেছি। ভাউচার জমা দেওয়ার পর বলছে মোবাইলও জমা দিতে হবে। এটা নিয়েই ক্ষোভ আমাদের।' শেষপর্যন্ত আশাকর্মীরা কথা দিয়েছেন যে, এই মোবাইল নষ্ট হলে তবেই নতুন মোবাইল কিনবেন। এখন সম্ভব নয়।

আর বিএমওএইচ বলেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের অর্ডার আছে মোবাইল কিনে বিল সহ জমা করতে হবে। তাঁরা নভেম্বরে ফোন কেনেননি। তাই গত ১৬ নভেম্বর নোটিশ দেওয়া হয়। এরপর মঙ্গলবার কয়েকটি বিল জমা করেছেন। বিলগুলির সঙ্গে মোবাইল জমা করতে বলেছিলাম। ফোনটা জমা করেননি।'

শেষপর্যন্ত এদিন ২৫০টি বিল জমা নেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে সিএমওএইচ সুকান্ত বিশ্বাসকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

ডিব্রুগড়ে নতুন সিক লাইনের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/জিএসইউ/০৩ তারিখঃ ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিব্রুগড়ে-ডিব্রুগড় কোচিং ডিপোতে নতুন সিক লাইনের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ১৪,৩৪,১৫,৯৯৪.৪০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮,৬৭,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৯-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা, গতি শক্তি ইউনিট, তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নিউ জলপাইগুড়িতে রাণিং কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরও_২০এ_২০২৫-২৬ তারিখঃ ২৯-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়িতেঃ নিউ জলপাইগুড়ির মহানন্দা রাণিং কক্ষে ২৪ মাসের (০২ বৎসরের) এক সময়সীমার জন্যে দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৫,৩৫,০৯,৯৮২.১৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,১৭,৬০০/- টাকা। ডাক বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ওপি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উচ্চ ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন কোটিং-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_টিআরডি_৫২_২৫-২৬, তারিখঃ ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ইএল_টিআরডি_৫২_২৫-২৬, কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনেঃ ওএলএস স্থানে (ফেস-II) সীমিত বৈদ্যুতিক ক্লিয়ারেন্সে ২৫ কেভি ওএইচই-এর জন্য উপযুক্ত উচ্চ ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন কোটিং-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৩০,৫৪,৫০৫.৯০ টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৬৫,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/৫২_২০২৫/কে/১১২১, তারিখঃ ২৭-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৫২_২০২৫, কাজের নামঃ (ক) "সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার-এর অধীনে কমিউনিটি হল ও সিনিয়র ইনস্টিটিউট-এর নবীনীকরণ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (খ) "সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে আরপিএফ ব্যারাক, ও.টি. পারা, কাটিহারে সমস্ত স্টাফদের জন্য কভার শেড সহ বেডমিন্টন কোর্ট-এর ব্যবস্থা"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (গ) "ডিভিশনাল হাসপাতাল, কাটিহারঃ ছাদের লিকেজ, আই সোলেশন ওয়ার্ড, ফিজিওথেরাপিস্ট ইউনিট-এর মেরামত ও আপগ্রেডেশন"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৭০,৫২,৯০৮.০০ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৪১,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৯৭, তারিখ ০১.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ (ক) সাহিবগঞ্জ স্টেশনে হেরিটেজ পরিকাঠামো সংক্রান্ত বাংলো নম্বর ২এ, ২বি এবং ৮৮-র উন্নয়ন ও সংস্কার। (খ) সাহিবগঞ্জ স্টেশনে হেরিটেজ পরিকাঠামো সংক্রান্ত সাহিবগঞ্জ ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন ও সংস্কার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮৫,৮২,৬০৯.৯৮ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ১,৭১,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ নেই। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১২.২০২৫ থেকে ৩০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(MLD-250/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পরিচালন এবং বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০২ তারিখঃ ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. মেক-এপিডিজে- ২০২৫-০২। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন এবং নিউ কোচবিহার স্টেশনে ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে তাৎক্ষণিক জলযোগান পদ্ধতির পরিচালন এবং বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (এএমওসি)। টেন্ডার রাশিঃ ১,৪৮,২৬,৭৩৫.৫৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৪,১০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখঃ ২২-১২-২০২৫ তারিখে এবং খোলা যাবে সেই একই তারিখে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ওএইচই মডিফিকেশনের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৫-২৬, কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেঃ কালচিনি স্টেশনে নতুন প্ল্যাটফর্ম নং ২ নির্মাণ এবং নিউ মাল জংশন স্টেশনে পিপি শেড সম্প্রসারণের কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত ওএইচই মডিফিকেশনের কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৮২,৫৮,০৫১.২৯ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৬৫,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

অ্যালেনে ভর্তির ফি-তে ছাড়

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট, কোটা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেলের প্রবেশিকা পরীক্ষার কোচিং-এর একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। এখানে ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি শুরু হয়েছে। ২০ ডিসেম্বরের আগে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করলে শিক্ষার্থীরা ভর্তির ফি-তে বিশেষ ছাড় পাবে।

প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বিনোদ কুমাওয়াত বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা আয়োজিত ট্যালেন্টএক্স পরীক্ষার ফল ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। যে সমস্ত শিক্ষার্থী স্কলারশিপের জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তারা যদি ২০ ডিসেম্বরের আগে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে তাহলে ট্যালেন্টএক্স স্কলারশিপের পাশাপাশি তারা ভর্তির ফি-তে ছাড়ের সুবিধাও পাবে।'

এলআইসির নয়া আধিকারিক

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : এলআইসি ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন রামাকৃষ্ণান চান্দের। কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁর এই নিযুক্তির কথা জানিয়েছে। রামাকৃষ্ণান ১৯৯০ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে এলআইসিতে যোগ দিয়েছিলেন। এরপর নানান গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তিনি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হওয়ার আগে চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার এবং এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ ইনভেস্টমেন্ট পদে ছিলেন তিনি।

আবেদনপত্র হাতে দাঁড়িয়ে চাঁদু শেখ। ছবি : এপঙ্কজ ঘোষ

'দিদি'র সাক্ষাৎ হল না, ক্ষুণ্ণ চাঁদু

গৌতম দাস

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : সালটা ১৯৯৪। রাজ্যে রমরমিয়ে চলছে বামফ্রন্ট সরকার। কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় গাজোলে ঘটে যায় এক নৃশংস ঘটনা। বর্গার দাবি না ছাড়ার জন্য জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয় বর্গাদার চাঁদু শেখের পরিবারকে। ঘরে শিকল তুলে লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। ঘর থেকে বের হতে না পেরে জীবন্ত পুড়ে মারা যান চাঁদুর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রোকেয়া বিবি, আট বছরের মেয়ে আখতারি বানু, পাঁচ বছরের ছেলে জাহাঙ্গির হোসেন এবং বছর তিনেকের ছেলে এন্তাজুল হোসেন। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন চাঁদু নিজেও। কোনওরকমে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা জেলা হাসপাতালে। দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকনাপাড়ার এই ঘটনা সেই সময় আলোড়ন তুলেছিল গোটা রাজ্যে। ঘটনার পর বাম নেতারা ছুটে গিয়েছিলেন গ্রামে। কলকাতা থেকে চলে এসেছিলেন মমতা। চাঁদুকে নিয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। চাঁদুর পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর চাঁদু শেখ চলে আসেন গাজোল শহরের সরকারপাড়ায়। সেখানেই বাড়ি তৈরি করে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বর্তমানে চাঁদু গুরুতর অসুস্থ। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় এসেছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আবেদনপত্র তুলে দিয়ে তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলার। কিন্তু সেই আশা এদিন আর পূরণ হয়নি। দেখা হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। এদিন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে কেঁদে ফেলেন চাঁদু। বলেন, 'সেই সময়কার কংগ্রেস নেত্রী বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছিলেন আমার জন্য কিছু করবেন। আগে বেশ কয়েকবার দিদির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। মালদায় এলেই মুখ্যমন্ত্রী আমার কথা বলেন। বর্তমানে আমি খুব অসুস্থ। তাই দিদির কাছে আমার কথা তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখা হল না।' তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীর হাতে আবেদনপত্র তুলে দিয়েছেন চাঁদু। তাঁর আশা, নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

INVITATION OF QUOTATIONS
ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI

1. Tender/Quotations are invited for various items/construction works for the Quarter Ending December 2025 & March 2026.

2. Please visit the School Website www.apsbinnaguri.org regularly for details & submission of quotations.

Principal, APS Binnaguri

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/২৮/২০২৫-২৬, তারিখ: ২৭-১১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।

ক্রম. নং.:১; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/১১৬৮/ওটি/১৮৭/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৯-১২-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বল জয়েন্ট রোল লিঙ্ক ফ্লেক্সিবেল জয়েন্ট (অ্যান্টি রোল বার লিঙ্ক) ডিআরজি নং:– সি৫৩৯৭৩ আরইবি বিআরইডি ৮৪১৬ আরইভি-৩আর৩ মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন:– ১৭.৫৩১.১০০.০৩ সংশোধনী নং-০১, ১৭.৬১৭.১০০.০২, এমডিটিএস-১৪৮ আরইভি-০১ অথবা সর্বশেষ এবং এমডিটিএস-১২২ আরইভি-০৩ অথবা সর্বশেষ (ওয়ারেন্টির সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৪৮ মাস) (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ পরিদর্শন: না, স্টেজ সংখ্যা: ০) [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৫৯৬, ফিয়াট বগির জন্য রাবার-মেটাল বন্ডেড আইটেমের সেট] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমাণ – ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ৩৫৫২টি, (ii) পরিমাণ – নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ২০৩৮টি, (iii) পরিমাণ – নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৪টি। পি.এল. নং – ৩৩৫০০০২২।

ক্রম নং:২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫৬৭৯এ/ওটি/১৮৮/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-১২-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৮২২ অনুযায়ী, সর্বশেষ সংশোধন, যদি থাকে, সহ ৬০ কেজি থিক ওয়েব সুইচ এক্সপানশন জয়েন্ট (টিডব্লিউএসইজে) প্রস্তুতকরণ ও সরবরাহ। [ওয়ারেন্টি সময়সীমা: ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ পরিদর্শন: হ্যাঁ, স্টেজ: ১] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচেস, থিক ওয়েব সেজ এবং এন্ড ফোরজিং সাব আইটেম: থিক ওয়েব সেজ] আইটেম টাইপ:পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ: জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ১০২ সেট। পি.এল. নং: ৬০০৬০৮৩৬০১৭৫।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

উত্তরের পুরোনো স্থাপত্য রক্ষার উদ্যোগ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের কোন পুরোনো স্থাপত্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করবে আর কোনটি স্টেট হেরিটেজ কমিশন করবে, তার তালিকা তৈরির তোড়জোড় শুরু করল স্টেট হেরিটেজ কমিশন। অবশ্যই তার আগে হেরিটেজ তকমা দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট স্থাপত্যকে। আগামী ১০ ডিসেম্বর কোচবিহারের ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশন আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে সম্ভাব্য হেরিটেজ সম্পত্তির তালিকা উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা থেকে জমা নেবে কমিশন। তারপর তালিকা থেকে কোন সম্পত্তিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হেরিটেজ ঘোষণা করে সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, তা দেখবে কমিশন।

উত্তরবঙ্গের আট জেলা থেকে ইতিহাস ও হেরিটেজ বিষয়ে অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির কোন কোন সম্পত্তি ১০০ বছরের বেশি পুরোনো, তার তালিকা জেলাগুলি থেকে জমা নেবে কমিশন। যা থেকে বাছাই করে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কোন সম্পত্তি রাজ্য কমিশন সংরক্ষণ করবে আর কোনগুলি এএসআই করবে, তার তালিকাও করা হবে বলে জানান রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সদস্য ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-029/2025-26** Last date of online bid submission 03/01/2026 Hrs 09:00 AM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO, Banarhat Block

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DINHATA-I DEVELOPMENT BLOCK
P.O- DINHATA, DIST - COOCHBEHAR, P.S- DINHATA, PIN - 736135

E-tender are invited from bonafide resourceful Contractor /Bidder for NIT No- Din-I/BDO/APAS/12/25-26, dated- 25.11.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/13/25-26, dated- 25.11.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/04/25-26 (2nd Call), dated- 25.11.2025, Din-I/BDO/APAS/14/25-26, dated- 27.11.2025, Din-I/BDO/APAS/15/25-26, dated- 27.11.2025, of the BDO, Dinhata-I Dev Block under APAS fund. Details are shown in **w.w.w.wbtender.gov.in.** The last date for submission of tender upto 24.12.2025 at 5.00 P.M., 25.12.2025 at 5.00 P.M., 25.12.2025 at 5.00 P.M., 27.12.2025 at 5.00 P.M., 29.12.2025 at 5.00 P.M. respectively.

Sd/-
Block Development Officer
Dinhata-I Development Block
Dinhata : Coochbehar

কাটিহার মণ্ডলে বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৩-২০২৫/জিইএমকে (ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৫/বি/৬৯৪৮০৭০)/১১২৮ তারিখঃ ২৯-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে- ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ইমার্জেন্সী ব্রেকডাউনের পুনরুদ্ধার এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিয়মিত ভিত্তিক মানুষ এবং সামগ্রী পরিবহনের জন্যে ফিল্ড এসএসই-ইন-চার্জের হেতু ০২ টি বহু উপযোগী বাহন (চার চাকাযুক্ত বাণিজ্যিক বাহন) পিক আপ ভ্যান) ভাড়া করা (এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/কিশনগঞ্জ, এসএসই/টিএল এণ্ড এসি/আইসি/কিশনগঞ্জ-০১ ভেহিকেল এবং এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/বারসোই-০১ ভেহিকেলের জন্যে)। টেন্ডার রাশিঃ ৪৩,৬৬,৫১২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৭,৩৪০/- টাকা। ডাক বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএসসিএইজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Amiya Kumar Sinha S/o Late Narendra Nath Sinha, রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা ইংলিশ বাজার, পোঃ ও জেলা মালদহ পঃবঃ, পিন-৭৩২১০১, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় আমার ও আমার বাবার পদবী Singha, আমার স্ত্রী Ila Ray D/o Sitesh Chandra Ray-র বদলে Ila Singha W/o Amiya Singha, আমার বড় ছেলে Anirban Singh Parmer S/o Amiya Kumar Singh Parmer-র বদলে Anirban Singha S/o Amiya Kumar Singha আমার ছোট ছেলে Aniruddha Singh Permar S/o Amiya Kumar Singh Permar থাকায় গত 28.11.2025 তারিখে E.M. Malda Court এ Affidavit বলে আমার ও বাবার পদবী Singha থেকে Sinha, আমার স্ত্রীর পদবী Singha থেকে Ray কারণ সে একই ব্যক্তি। আমার বড় ছেলের পদবী Singha থেকে Singh Parmer কারণ সে একই ব্যক্তি। ছোট ছেলে Aniruddha Singh Permar S/o Amiya Kumar Singh Permar. উভয় ছেলের পিতা Amiya Kumar Sinha, Amiya Kumar Singha, Amiya Kumar Singh Parmer, Amiya Kumar Singh Permar এই নামগুলি যথাক্রমে এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (M-115446)

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB - 63 1999 0889106 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 03-12-2025 E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rafikul Akanda এবং Rafiqul Akand, S/o. Osman Akanda@ Osman Akand এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Rafikul Akanda হিসেবে ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। চিলাখানা, থানা : তুফানগঞ্জ, জেলা : কোচবিহার। (C/118928)

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১০২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৪৩-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ এডিইএন/II/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ১ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে এসএসই পিওয়ে/তুফানগঞ্জের অধীনের ৯১/৭-১৪৮/৩ কিলোমিটার থেকে (নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ) নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ খণ্ডে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,৩৭,৫৫,৪৬৬.১৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬৮,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ-বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে (আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি) উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9830364767. (K)

Walk in Interview

WBVHA FSW (TI Project), Requires Project Manager & Accountant cum MNE, Qulf - PG in Social Science & B.Com with Computer knowledge, 5 years' Experience in same field. Hon'm Rs. 21000/- & 16,000 per month + T.A. Documents Required : Educational Qualificaton Certificates, Experience Certificate, Residential Proof. Date of Interview 08/12/25 at Babupara DIC Office Siliguri (Ph. : 8918962700/ 8367806473). (C/119178)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্র নং B/2025/1929342 নাম ভুল থাকায় গত 24-11-25, J.M. 2nd Court (Newly Created) দিনহাটা অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার কন্যা Ishita Das এবং Radha Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। সুনিশ্চিত এবং যথাযথ সংশোধনের জন্য জন্ম শংসাপত্রে Radha Barman এর পরিবর্তে Ishita Das হবে। এই হলফনামা পেশ করলাম। - Biswajit Das, গ্রাম ও পো : কিশামত আদাবাড়ি, থানা : সিতাই, জেলা : কোচবিহার। (C/118926)

আমি Dipu Das, পিতা : Late Jiten Das, ঠিকানা : দত্তপাড়া ঝিল কলোনি, ওয়ার্ড নং ১২, পোঃ ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। ড্রাইভিং লাইসেন্সে (No: WB6919910894783) আমার নাম ভুলবশত Dipak Ch. Das উল্লেখ থাকায় গত ০২/১২/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Dipak Ch. Das থেকে Dipu Das করা হল। Dipak Ch. Das এবং Dipu Das একই ব্যক্তি। (C/118755)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে

5 DEC. শিলিগুড়ি হোটেল মেয়র, সেবক রোড
6 7 8 DEC. জলপাইগুড়ি হোটেল জেলা প্রিতম
8th Dec. upto 3 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

আজ টিভিতে

বৃন্দাবন বিলাসিনী সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ক্লাসরুম, দুপুর ১.৩০ দাদা, বিকেল ৪.৩০ পাগলু-টু, সন্ধে ৭.৩০ দুরন্ত প্রেম, রাত ১০.৩০ মন শুধু তোকে চায়
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মনে মনে, দুপুর ১২.০০ প্রতিশোধ, ২.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, বিকেল ৫.০০ মায়ের অধিকার, রাত ১০.৩০ জোয়ার ভাঁটা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ নবাব নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ প্রেম আমার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অনুভব
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি দ্য চ্যালেঞ্জ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল
জি সিনেমা : সকাল ১০.৪৪ এক রিস্তা, দুপুর ২.১৮ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, বিকেল ৫.২৩ দবং, রাত ৮.০০ জাট, ১১.০২ এনিমি
জি বলিউড : বেলা ১১.৩২ কুদরত কা কানুন, দুপুর ২.২২ হমারা দিল আপকে পাস হ্যায়, বিকেল ৫.৪৩ লড়াই, রাত ৯.০০ সুহাগ, ১১.৪৯ মুকদমা
স্টার মুভিজ : দুপুর ২.৪৫ হিটম্যান, বিকেল ৪.১৫ ওয়ার ফর দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, সন্ধে ৬.৩০ অবতার, রাত ৯.০০ সিন্ডারেলা, ১০.০৫ ক্যাপ্টেন আমেরিকা : দ্য ফার্স্ট অ্যাভেঞ্জার

জাট রাত ৮.০০ জি সিনেমা

বড়বউ সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

চিতা ব্লাড ব্রাদার্স রাত ১০.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
কর্মী প্রতিভা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিইপিটিএএম)
মানব সম্ভাবনাকে নিরীক্ষণ, বাস্তবায়ন এবং স্বীকৃতি প্রদান
ডিআরডিও-তে যোগদানের সুবর্ণ সুযোগ এবং গর্বের সহিত দেশের সেবা করুন।

সিনিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-বি এবং টেকনিসিয়ান-এ পদে নিয়োগ
মোট শূন্যপদ : ৭৬৪
বিজ্ঞপ্তি নং : সিইপিটিএএম-১১

সিইপিটিএএম নিম্নের তালিকার বিবরণ অনুসারে, সিনিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-বি এবং টেকনিসিয়ান-এ পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের আবেদনের আহ্বান জানাচ্ছে। আবেদনপত্রটি শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।

ক্রমিক নং.	পদের নাম	বেতনের গঠন (৭ম সিপিসি অনুসারে)	বয়সের সীমা (বছর)*	মোট শূন্যপদ (নং)
০১	সিনিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-বি (এসটিএ-বি)	স্তর ৬ (৩৫৪০০-১১২৪০০)	১৮-২৮	৫৬১
০২	টেকনিসিয়ান - এ (টেক - এ)	স্তর ২ (১৯৯০০-৬৩২০০)	১৮-২৮	২০৩

* ভারত সরকারের নিয়মাবলি অনুসারে বয়সের উপর শিথিলতা বরাদ্দ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, যোগ্যতার মানদণ্ড, প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা, নির্বাচন প্রক্রিয়া, নিবন্ধীকরণের লিংক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য ডিআরডিও-এর সরকারি ওয়েবসাইট www.drdo.gov.in-এর অন্তর্গত "অফারিং" মেনুর "ভ্যাকেন্সি" বিকল্পে উপলব্ধ বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি পড়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদন প্রার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ আপডেটেড নথিগুলি যেমন ফোটো আইডি, প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলির সমর্থনে শংসাপত্র, সংরক্ষণ, শিথিলকরণ ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার আগে গুরুত্ব সহকারে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি পড়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি ডিআরডিও-এর সরকারি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হবে
www.drdo.gov.in
আবেদনের অনলাইন লিংকটি আনুমানিকভাবে ডিআরডিও-এর ওয়েবসাইটে ৯ ডিসেম্বর ২০২৫-এ সক্রিয় হবে।

আগ্রহী সকল আবেদনপ্রার্থীদের আপডেটগুলির জন্য ওয়েবসাইটটি অনুসরণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

CBC 10301/11/0120/2526

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও বন্ধুর সহায়তায় বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। বৃষ : শরীর নিয়ে নানারকম সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। সামান্য কাজ নিয়ে সংসারে অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : মানসিক চাপ কমাতে ঈশ্বরের আরাধনায় মন দিন। সমাজসেবীরা জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। কর্কট : ব্যবসায় আজ নতুন করে লগ্নি না করাই ভালো। আপনার বুদ্ধির কৌশলে কোনও আত্মীয়ের সংসার ভাঙানোর খেলা বিফলে যাবে। সিংহ : নিকটাত্মীয়দের ব্যবহারে অবাক হবেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য ভিনরাজ্যে যাওয়ার বাধা কাটবে। কন্যা : পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে লাভবান হবেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। তুলা : বহুদিনের কোনও আশা আজ পূরণ হবে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। বৃশ্চিক : সৃজনশীল কোনও কাজে সম্মানিত হবেন। পারিবারিক কোনও ঘটনার জন্য আইনি সাহায্য নিতে হতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন। বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, শিল্পী প্রমুখের প্রসার বাড়বে। মকর : সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরোনো মামলা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। একাধিক সূত্রে আয়ের পথ খুলবে। দুপুরের পর ভালো খবর পাবেন। কুম্ভ : সামান্য অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুলের জন্য সমলোচিত হতে পারেন। মীন : কর্মক্ষেত্রে আপনার শ্রম, নিষ্ঠা এবং দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭ অঘোন, সংবৎ ১৪/১৫ মার্গশীর্ষ সুদি, ১২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। বৃহস্পতিবার, চতুর্দ্দশী দিবা ৭।৩৮ পরে পূর্ণিমা শেষ রাত্রি ৫।১৫। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ৩।৯। শিবযোগ দিবা ১। ১৯। বণিজকরণ দিবা ৭। ৩৮ গতে বৃষ্টিকরণ রাত্রি ৬।২৬ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৫। ১৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ৭।৩৮ গতে বায়ুকোণে শেষরাত্রি ৫। ১৫ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ২।৮ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৮ গতে ১।৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৫।১৫ মধ্যে মার্গীপূর্ণিমা বা অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৯। ২৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রায় শুনে কেঁদে ফেললেন শিক্ষকরা

কলঙ্কমুক্ত হলাম

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : আড়াই বছর উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয়েছে তাঁদের। বুধবার বেলা দুটো নাগাদ কলকাতা হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের রায় ঘোষণার কথা ছিল। কিন্তু বেলা ১২টার আগে থেকেই কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, মাটিগাড়া থেকে মেদিনীপুর- রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা হাজির হয়েছিলেন হাইকোর্ট এলাকায়। ক্রমেই যত সময় এগিয়েছে, তাঁদের মধ্যে উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা আরও প্রকট হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে আশঙ্কা করে সকাল থেকেই কলকাতা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে বিশাল বাহিনী নামানো হয় হাইকোর্ট এলাকায়। তিরিক্ষি মেজাজের শিক্ষকদের সামলাতে ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বার বার ওয়াকিটকিতে বিভিন্ন পয়েন্টে থাকা পুলিশ কর্তাদের ক্রমাগত নির্দেশ দিতে থাকেন। ১২ মিনিট ধরে রায় পড়ার পর একক বেঞ্চের নির্দেশ খারিজের খবর বাইরে আসতে সময় লেগেছে ১ সেকেন্ডেরও কম। এক লহমায় বদলে যায় জমায়েতের মেজাজ। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেউ আলিঙ্গনে মাতলেন, কেউ ফোন করে প্রিয়জনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বার্তা- 'কলঙ্কমুক্ত হলাম'। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল পুলিশও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এলাকা ছেড়ে চলে যান পুলিশকর্তারা।

টাউনহলের সামনে থেকে শুরু করে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, অন্যদিকে সেন্টিনারি বিল্ডিংয়ের সামনে জড়ো হয়েছিলেন কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতারাও সাড়ে দশটার মধ্যেই আদালত চত্বরে হাজির হয়েছিলেন। বেলা দুটো বাজতেই উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। হাইকোর্টের মূল ভবনের একতলায় একেবারে কোণে ১১ নম্বর এজলাস। এদিন অবশ্য সাংবাদিক ও আইনজীবী ছাড়া কাউকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাতেও তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ভিড়ের চাপে দরজা খোলা রাখতে হয়। এজলাসের বাইরে ততক্ষণে কয়েকশো শিক্ষক জড়ো হয়েছেন। দুপুর ২টো ২৪ মিনিটে এজলাসে আসেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্র। রায় স্বাক্ষর করেন। তারপরেই ২টো ২৬ মিনিটে রায়ের মূল অংশটুকু পড়া শুরু করেন। ২টো ৩৮ মিনিটে নির্দেশ ঘোষণা হতেই বাইরে শুরু হয়ে যায় মিষ্টিমুখ। একে অপরের গলা জড়িয়ে কাঁদতে থাকেন তাঁরা।

আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম থেকে এসেছিলেন বিশাল ওঁরাও। কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে 'সুসংবাদ' দিয়ে বলেন, 'আমাদের ওপর এতদিন অবিচার হয়েছিল। এবার আমরা বিচার পেলাম।' স্বামীর হাত ধরে কেঁদে ফেললেন মৌসুমি দাস। বললেন, 'কত রাত আমরা ঘুমোতে পারিনি। মাথায় কলঙ্কের বোঝা চেপেছিল। অবশেষে নিশ্চিন্ত।' আলিপুরদুয়ারের কৌশিক সরকার বলেন, 'চাকরিখেকো অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, হায় হায়। আমাদের চাকরি খেয়েছিলেন। এখন সামনে আসুন উনি।'

সত্যের জয়... বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে উচ্ছ্বাস শিক্ষকদের।

এসএসসি নিয়ে কেন ভিন্ন পথ, প্রশ্ন চাকরিহারাদের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : একটি নিয়োগ প্রক্রিয়ার দুর্নীতির দায়ভার এখনও বয়ে চলেছেন এসএসসি'র ২০১৬ সালের প্যানেলের 'যোগ্য' চাকরিহারারা। বুধবার ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার পর আদালতের দিকে প্রশ্ন তুলছে একাধিক মহল। 'যোগ্য' চাকরিহারারা আদালতের রায়কে স্বাগত জানালেও তাঁদের প্রশ্ন, সংবিধান মেনে তাঁদের কেন বিচার করা হল না? দুই ক্ষেত্রে আলাদা সিদ্ধান্ত হয় কীভাবে?

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'আমাদের এখন কাজ যোগ্যদের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া নিশ্চিত করা।' চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল ও রাকেশ আলমের কথায়, 'প্রাথমিকের পরিণতি যে আমাদের মতো হয়নি তাতে আমরা যথেষ্ট খুশি। তবে একটাই আক্ষেপ, দুর্নীতির সাজা দেওয়া হচ্ছে না কেন? আমাদের ক্ষেত্রেও যোগ্যদের চাকরি যাতে বহাল থাকে, সেই বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হব।' শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের মত, 'আদালত দুর্নীতির কথা যখন স্বীকার করে নিয়েছে, তখন রাজ্য সরকারের দুর্নীতি স্পষ্ট।' শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের কিংকর অধিকারীর কথায়, 'আদালতের দু-রকম বিচার দু-জায়গায় হতে পারে না।' যদিও এই রায়ে কিছুটা স্বস্তিতে শিক্ষামহল।

যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : নির্দিষ্টভাবে অযোগ্য চিহ্নিত নন, এমন শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, নির্দিষ্টভাবে দাগি নন, এমন প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, কারা দাগি আর কারা নন। বিচারপতির মন্তব্য, 'যাঁরা দাগি

গ্রুপ সি ও ডি

নন, তাঁদের বয়সসীমায় ছাড় দেওয়ার বিষয়টি আটকাতে পারে না কমিশন। এমনটাও হতে পারে, দাগিদের নিযুক্তিকরণের ফলে ওয়েটিং লিস্টে থাকা যাঁরা দাগি নন তাঁদের অনেকেই চাকরি পাননি।' ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র আবেদন প্রক্রিয়ায় বয়সসীমায় ছাড় দিয়ে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি।

আবেদনকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের অভিযোগ, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া অংশ নিয়েও আবেদনকারীরা অপেক্ষমাণ তালিকায় ছিলেন। রাজ্যের আইনজীবীর অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকায় কোথাও 'নট স্পেসিফিকালি টেন্টেড' বলে ক্যাটিগোরি নেই।

বাদ ৫০ লক্ষের বেশি

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : এসআইআর শুরুর এক মাস পরে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়াল। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'বুধবার পর্যন্ত ৫০ লক্ষ ২২ হাজার ৪১০টি ফর্ম অসংগৃহীত রয়ে গিয়েছে।' নিয়ম অনুযায়ী বিলি করা এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে আপলোড করা না হলে বিএলওরা তাকে অসংগৃহীত হিসাবেই উল্লেখ করে থাকেন। যদি কোনও এনুমারেশন ফর্ম না ফেরে, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে ওই ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় থাকবে না। এদিন কমিশন মৃত ভোটারদের যে তথ্য জানিয়েছে তার ভিত্তিতে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর অন্তত ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ ভোটার শুনানিতে ডাক পেতে পারে কমিশন। এদিকে রাজ্যে এসআইআরের নজরদারি চালাতে তিন সচিবকে রাজ্যে পাঠাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

মৃত ভোটারহীন বুথের সংখ্যা ফের কমল। মঙ্গলবার ২২০৮টি বুথের থেকে কমে ৪৮০ হয়েছিল। এদিন দ্বিতীয় দফার যাচাই পর্বের পর কমে দাঁড়াল ২৯-এ। এখনও পর্যন্ত ২৯টি বুথে মৃত ভোটার কেউ নেই। যদিও এই তথ্য পুনরায় খতিয়ে দেখার জন্যে সংশ্লিষ্ট বুথগুলির বিএলও এবং ইআরওদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এই ২৯টি বুথের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনাই শীর্ষে। ২২০৮টি বুথের তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছিল, সেই তালিকায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বুথের সংখ্যা ৭৬৬টি। তথ্য যাচাইয়ের পর বুথ সংখ্যা কমে হয়েছে ২০টি। জলপাইগুড়ি, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় একটি করে এবং পুরুলিয়ায় ২টি ও মালদায় ৬টি বুথ রয়েছে। নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ৬৪ হাজার থেকে বেড়ে ৫০ লক্ষ ২২ হাজার ৪১০টি। একইভাবে মৃত ভোটারের সংখ্যাও ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার থেকে বেড়ে হল ২৩ লক্ষ। ভূতুড়ে ভোটারের সংখ্যাও বাড়ল ৩ লক্ষ।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয় কার্তিক চন্দ্র সাহা
তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম

আমার পরমারাধ্য পিতা ৺কার্তিক চন্দ্র সাহা গত ২০/১১/২০২৫ বৃহস্পতিবার ইহলোকের মায়ামমতা ত্যাগ করে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় আগামী ৫/১২/২০২৫ শুক্রবার নিজ বাসভবনে পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। সেই দিন শ্মশানবন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুবান্ধবরা অংশগ্রহণ করে পিতৃদায় হতে মুক্ত করবেন।

ভাগ্যহীন ঃ কালাচন্দ সাহা (বাপি), সাহা ভবন বক্সিরহাট, কোচবিহার।

শোকাহত পরিবারবর্গ : অঞ্জলি রানি সাহা (স্ত্রী), সোমা সাহা (পুত্রবধূ), মিনা সাহা, শিখা সাহা, পূর্ণিমা সাহা (কন্যা), রাধাগোবিন্দ সাহা, বিমল কুমার সাহা, উত্তম সাহা (ভ্রাতা), উমা সাহা, মুক্তি সাহা (ভাগ্নি), কানাইলাল, অনিরুদ্ধ (নাতি), সর্বাণী, কুসুম (নাতনি), ভারতী সাহা, বুলু সাহা, বাবলি সাহা (ভ্রাতৃবধূ), বিরাজ, বিবেক, শুভদীপ (ভাইপো), পিংকি, পূজা, পায়েল (ভাইঝি)।

হুমায়ুনকে গ্রেপ্তারের বার্তা বোসের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : প্রশাসন অনুমতি না দিলেও ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস আটকানো যাবে না বলে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তাঁর এই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে মনে করছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি দিলেন তিনি। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, হুমায়ুনের মন্তব্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন রাজ্যপাল। তবে রাজ্যপাল কাউকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি দিতে পারেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

রাজ্যপালের এই পদক্ষেপে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হুমায়ুন। তিনি বলেন, 'রাজ্যপাল বিজেপির দালালি করেন। সংবিধান যদি তিনি পড়ে থাকেন, তাহলে মনে রাখতে হবে, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। রাজ্যপাল এইভাবে রাজ্য সরকারকে কোনও নির্দেশ দিতে পারেন না। তিনি বিজেপিকে খুশি করার জন্য এই ধরনের কথা বলছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমার দলনেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে তা আমি সংবাদমাধ্যমকে বলতে বাধ্য নই। তবে এইটুকু বলতে পারি আইনের বাইরে আমি কিছু করছি না।'

৬ ডিসেম্বর বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবেন বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন। প্রশাসন বাধা দিলে জাতীয় সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারিও তিনি দিয়েছেন। তবে হুমায়ুনের এই মন্তব্যকে দল যে ভালোভাবে নিচ্ছে না তা স্পষ্ট। এই নিয়ে এদিনই মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকারের (ডেভিড) সঙ্গে কথা বলেছেন মমতা।

রাজ্যের জেনারেল, ওবিসি ও মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ
সহযোগিতায় :- স্কুল শিক্ষা বিভাগ এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

রাজ্যের GENERAL, OBC, MINORITY সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যশ্রী প্রকল্পে বিনামূল্যে JEE / WBJEE / NEET - 2027 এর কোচিং

একাদশ শ্রেণী (Class XI) বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা :
1. মাধ্যমিক / সমতুল পরীক্ষায় অন্তত 65% (OBC) / 70% (GEN, MINORITY) নম্বর প্রয়োজন। 2. পরিবারের বার্ষিক আয় অনূর্ধ্ব : 3,00,000/- ।

300 টাকা মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Sl. No	District	Location	Address	Contact No
1	24 Parganas (North)	Barasat	Noapara Rashbehari Institution For Girls'	7980491213
2	24 Parganas (North)	Barrackpore	Naihati Narendra Vidyaniketan	8910194802
3	24 Parganas (North)	Bashirhat	Bhabla Tantra Sir R.N. Mukherjee High School	9547693365
4	24 Parganas (North)	Bongaon	Bongaon High School	9088596596
5	24 Parganas (North)	Habra	Prafullanagar Vidyamandir (HS), Habra-Prafullanagar	6291304399
6	24 Parganas (South)	Canning	Canning David Sassoon High School	9832589036
7	24 Parganas (South)	Diamond Harbour	Bharat Sevashram Sangha Pranab Vidyapith HS	9614459239
8	24 Parganas (South)	Kakdwip	Sundarban Adarsha Vidyamandir	9735819042
9	24 Parganas (South)	Baruipur	Madarat Popular Academy	9674461209
10	Bankura	Bankura Town	Bankura Girls' High School	8436909827
11	Bankura	Bankura Town	Bankura Christian Collegiate School	9851972512
12	Bankura	Bishnupur	K G Engineering College	9064983267
13	Bankura	Khatra	Khatra Girls' High School	9932441044
14	Howrah	Bagnan	Bagnan Girls' High School	8697803520
15	Howrah	Howrah Sadar	Jogesh Chandra Girls High School	8777383953
16	Howrah	Uluberia	Nona High School	8348003442
17	Purba Bardhaman	Burdwan	Krishnapur High School	8918943234
18	Purba Bardhaman	Kalna	Kalna Maharaja High School	6295333698
19	Purba Bardhaman	Katwa	Katwa Kashirampur Das Institution	7602707070
20	Pashchim Medinipur	Sabang	Sabang Saradamoyee High School	9732208125
21	Pashchim Medinipur	Medinipur Town	Keranitola Sree Sree Mohanananda Vidyamandir	9832125087
22	Paschim Medinipur	Garhbeta III	Gourav Guin Memorial College	9563832484
23	Paschim Medinipur	Ghatal	Ghatal Vidyasagar High School	8942990304
24	Paschim Medinipur	Kharagpur	Kharagpur Traffic High School	6295997083
25	Purba Medinipur	Contai	Contai Kishorenagar Sachindra Sikshasadan	8972758235
26	Purba Medinipur	Egra	Egra Jhatulal High school	7044569613
27	Purba Medinipur	Haldia	Haldia High School	7548901755
28	Purba Medinipur	Mecheda	Hakola High School	9674698248
29	Purba Medinipur	Nandakumar	Basudevpur Maharaja Nandakumar High school	8972758235
30	Purba Medinipur	Tamluk	Rajkumari Santanamoyee Girls' High School	9641817766
31	Birbhum	Rampurhat	Rampurhat J L Vidyabhaban	7872781448
32	Birbhum	Suri	Birbhum Zilla High School	9800189265
33	Cooch Behar	Cooch Behar Town	Maharaja Nripendra Narayan High School	8597656655
34	Uttar Dinajpur	Raiganj	Sudarsanpur Dwarika Prasad Uchcha Vidyachakra	8436510006
35	Dakshin Dinajpur	Balurghat Town	Balurghat High School	9932923534
36	Darjeeling	Siliguri Town	Siliguri Boys' High School	8918639742
37	Darjeeling	Darjeeling Town	Minority Meeting Hall	9609700422
38	Jalpaiguri	Jalpaiguri Town	Ananda Model High School	8391935711
39	Jhargram	Jhargram	Jhargram Kumud Kumari Institution	9635238730
40	Kalimpong	Kalimpong	Jubilee School	8001377249
41	Malda	Chanchal	Chanchal Sidheswari Instituion	9679641846
42	Malda	Malda Town	Malda Bibhutibhusan High School	7797919580
43	Malda	Malda Town	Sujapur High School (HS)	9800209191
44	Nadia	Chakdaha	Chakdaha Ramlal Academy (HS), Old Building	7029321302
45	Nadia	Kalyani	Kalyani University Experimental High School	9903740075
46	Nadia	Nakashipara	Bethuadahari JCM High School	9064671765
47	Murshidabad	Jangipur	Jangipur High School	9002415171
48	Murshidabad	Berhampore	Gorabazar Iswar Chandra Institution	9433555999
49	Murshidabad	Domkal	Dumkal Bhabataran High School (HS)	9734809909
50	Murshidabad	Kandi	Kandi Raj College	9002166556
51	Murshidabad	Lalbag	Kurmitola High School	8250321930
52	Kolkata	Central Kolkata	Sarat Chandra Sur Institute (HS)	7908722360
53	Kolkata	North Kolkata	B.T Road Govt Sponsored HS School	9433053039
54	Kolkata	South Kolkata	Jodhpur Park Boys' High School	6291691563
55	Hooghly	Arambag	Sub-Divisional Library	8345835151
56	Hooghly	Tarakeshwar	Tarakeshwar Girls' Primary School	9732628739
57	Hooghly	Bandel	Bandel Vidyamandir	9093254101
58	Paschim Bardhaman	Durgapur Town	Durgapur TarakNath High School	9076903496
59	Alipurduar	Alipurduar	Alipurduar High School	8906209845
60	Purulia	Purulia Town	Chittaranjan Boys' High School	9601803873

আবেদনপত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। এছাড়াও https://wbbcdev.webstep.in থেকে Download করা যাবে।
24/12/2025 তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জমা করতে হবে।
অথবা Online এ আবেদন করতে হবে :- https://wbbcdev.webstep.in
Scan to apply online

প্রশিক্ষণ রূপায়ণে ncsm | Head Office: Beliaghata, Kolkata - 700105 www.ncsm.co.in | বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: 9903740075 9123906966

রাজ্যের তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্যের তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যশ্রী প্রকল্পে বিনামূল্যে JEE / WBJEE / NEET - 2027 এর কোচিং

একাদশ শ্রেণী (Class XI) বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা :
1. মাধ্যমিক / সমতুল পরীক্ষায় অন্তত 60% (SC) / 50% (ST) নম্বর প্রয়োজন। 2. পরিবারের বার্ষিক আয় অনূর্ধ্ব : 3,00,000/- ।

300 টাকা মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Sl. No	District	Location	Address	Contact No
1	24 Parganas (North)	Bagdah	Helencha High School	9062508020
2	24 Parganas (North)	Barasat	Noapara Rashbihari Institution For Girls'	7980491213
3	24 Parganas (North)	Barrackpore	Naihati Narendra Vidyaniketan	8910194802
4	24 Parganas (North)	Bashirhat	Bhabla Tantra Sir R.N Mukherjee High School	9547693365
5	24 Parganas (South)	Baruipur	Madarat Popular Academy	9674461209
6	24 Parganas (South)	Diamond Harbour	Bharat Sevashram Sangha Pranab Vidyapith HS	9614459239
7	24 Parganas (South)	Canning	Canning David Sassoon High School	9832589036
8	24 Parganas (South)	Namkhana	Namkhana Narayan Vidyamandir	9002218385
9	Bankura	Bankura Town	Bankura Girls' High School	8436909827
10	Bankura	Khatra	Khatra Girls' High School	9932441044
11	Bankura	Bishnupur	K G Engineering College	9064983267
12	Howrah	Bagnan	Bagnan Girls' High School	8697803520
13	Jhargram	Jhargram	Jhargram Kumud Kumari Institution	9635238730
14	Paschim Bardhaman	Durgapur Town	Durgapur TarakNath High School	9076903496
15	Purba Bardhaman	Kalna	Kalna Maharaja High School	6295333698
16	Purba Bardhaman	Burdwan	Krishnapur High School	8918943234
17	Purba Bardhaman	Katwa	Katwa Kashiram Das Institution	7602707070
18	Pashchim Medinipur	Medinipore Town	Keranitola Shree Shree Mohanananda Vidyamandir	9832125087
19	Pashchim Medinipur	Kharagpur	Kharagpur Traffic High School	6295997083
20	Paschim Medinipur	Sabang	Sabang Saradamoyee High School	9732208125
21	Purba Medinipur	Contai	Contai Kishorenagar Sachindra Siksha Sadan	8972758235
22	Purulia	Manbazar	Manbazar Radhamadhab Institution	9064916112
23	Purulia	Purulia Town	Chittaranjan Boys' School	7601803873
24	Alipurduar	Alipurduar	Alipurduar High School	8906209845
25	Alipurduar	Madarihat	Madarihat High School	9434179669
26	Birbhum	Suri	Birbhum Zilla High School	9800189265
27	Birbhum	Rampurhat	Rampurhat J L Vidyabhaban	7872781448
28	Coochbehar	Coochbehar Town	Maharaja Nripendra Narayan High School	8597656655
29	Cooch Behar	Dinhata	Dinhata Soni Devi Jain High School	8370840256
30	Cooch Behar	Mathabhanga	Mathabhanga High School	9775141222
31	Uttar Dinajpur	Raiganj	Sudarsanpur Dwarika Prasad Uchcha Vidyachakra	8436510006
32	Uttar Dinajpur	Islampur	Islampur Girls' High School	8535825379
33	Dakshin Dinajpur	Balurghat Town	Balurghat High School	9932923534
34	Darjeeling	Siliguri Town	Siliguri Boys' High School	8918639742
35	Darjeeling	Darjeeling Town	Minority Meeting Hall	9609700422
36	Jalpaiguri	Jalpaiguri Town	Ananda Model High School	8391935711
37	Jalpaiguri	Malbazar	Malbazar Adarsha Vidyapith	9832086741
38	Jalpaiguri	Dhupguri	Bairatiguri High School (Hs)	8436813588
39	Kalimpong	Kalimpong	Jubilee School	8001377249
40	Malda	Malda Town	Malda Bibhutibhusan High School	7797919580
41	Malda	Chanchal	Chanchal Sidheswari Institution	9679641846
42	Nadia	Krishnanagar	Krishnagar AV High School	9614894091
43	Nadia	Kalyani	Kalyani University Experimental High School	9903740075
44	Nadia	Ranaghat	Ranaghat Debnath Institution for Girls	7029321302
45	Murshidabad	Jangipur	Jangipur High School	9002415171
46	Murshidabad	Berhampore	Gorabazar Ishwar Chandra Institution	9433555999
47	Kolkata	Jodhpur Park	Jodhpur Park Boys' High School	6291691563
48	Hooghly	Arambag	Sub-Divisional Library, Arambag	9732768763
49	Hooghly	Bandel	Bandel Vidyamandir	9093254101
50	Hooghly	Tarakeshwar	Tarakeswar Girls' Primary School	9732628739

আবেদনপত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। এছাড়াও https://wbbcdev.webstep.in থেকে Download করা যাবে।
24/12/2025 তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জমা করতে হবে।
অথবা Online এ আবেদন করতে হবে :- https://wbbcdev.webstep.in
Scan to apply online

প্রশিক্ষণ রূপায়ণে ncsm | Head Office: Beliaghata, Kolkata - 700105 www.ncsm.co.in | বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: 9903740075 9123906966

টুকরো খবর

অনশন

গঙ্গারামপুর ও বামনগোলা, ৩ ডিসেম্বর : শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন, পৃথক রাজ্যের দাবি সহ একাধিক দাবিতে ১০০ ঘণ্টার অনশন কর্মসূচিতে বসলেন কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার কর্মীরা। গঙ্গারামপুর ব্লকের চালুন গ্রাম পঞ্চায়েতের সামড়ায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে বুধবার সকালে অনশন কর্মসূচি সূচনা হয়। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সভাপতি রুবেল সরকারের কথায়, 'আমাদের দাবি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেনে নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' একই দাবিতে বামনগোলা ব্লকের কাংশাতেও শুরু হল ১০০ ঘণ্টার অনশন কর্মসূচি।

শিবির

বুনিয়াদপুর, ৩ ডিসেম্বর : বংশীহারী ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বুধবার সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বুনিয়াদপুর খুচরো বাজার কমপ্লেক্সের সভাকক্ষে এই শিবিরটি আয়োজিত হয়েছিল। ভূমিকম্প, বজ্রপাত, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কী ব্যবস্থা নিতে হবে সেবিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বংশীহারী ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের জাতীয় স্তরের ইনস্পেকটর বিবেক পাটিয়াল ও বুনিয়াদপুর খুচরো বাজারের ব্যবসায়ীরা।

ট্রাক আটক

কুশমণ্ডি, ৩ ডিসেম্বর : বিশেষ অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার রাতে মালদার একটি বালিবোঝাই ট্রাক আটক করল কুশমণ্ডি ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক অভিজিৎ পাল জানান, কয়েকদিন ধরে মালদার কয়েকটি ট্রাক রাতের বেলায় টাঙন নদীর বালি নিয়ে যাচ্ছে বলে খবর ছিল। সেই সূত্রে মঙ্গলবার রাতে অভিযানে নেমে একটি বালিবোঝাই ট্রাক আটক করে কুশমণ্ডি থানায় রাখা হয়। জেলা থেকে নির্দেশ এলে জরিমানা করা হবে বলে তিনি জানান।

ধর্মীয় জলসা

বৈষ্ণবনগর, ৩ ডিসেম্বর : বৈষ্ণবনগর থানার বীরনগর ভীমটোলায় ধর্মীয় জলসা হল বুধবার। মাগরিবের নমাজের পর শুরু হয় জলসা। সেখানে বক্তব্য রাখেন মৌলানা আসলাম আনসারি এবং মৌলানা রফিকুল ইসলাম। জলসা কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, ইসলামি শরিয়তের আলোকে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং সমাজে শান্তি, নৈতিকতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করতে এই আয়োজন।

চুরি

বুনিয়াদপুর, ৩ ডিসেম্বর : বংশীহারী ব্লকের নপাড়ায় মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে (সিএসপি) চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, জানলা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ভেতরে ঢুকে ল্যাপটপ সহ নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। পুলিশ দ্রুত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারির আশ্বাস দিয়েছে। সেইসঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজও।

শীতের পোশাকের খোঁজে। বুধবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

বাদ যেতে পারে ৫০ হাজারের বেশি নাম

এসআইআর-এর 'কোপ' দক্ষিণ দিনাজপুরে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট সার্কিট হাউসে অশ্বিনীকুমার যাদব সহ অন্যরা।

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বাদ যেতে পারে ৫২ হাজার ভোটারের নাম। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) মাধ্যমে এত সংখ্যক নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যা বুধবার স্পষ্ট হয়েছে জেলায় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ বৈঠক থেকে। জেলায় এসআইআর-এর অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এদিন বালুরঘাট সার্কিট হাউসে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন কমিশনের ইলেক্টোরাল রোল অবজার্ভার অশ্বিনীকুমার যাদব। বৈঠকে জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিক ও রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা। যদিও বৈঠক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কমিশনের পর্যবেক্ষক ও প্রশাসনিক কর্তারা মুখ খোলেননি।

এসআইআর শুরু হতেই জেলায় কত ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে, তা নিয়ে কৌতূহল তুঙ্গে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জেলায় মৃত ভোটারের সংখ্যা ৪১ হাজার ৯৭০। এছাড়াও বাদ যেতে পারে ভোটার কিন্তু স্থায়ী ঠিকানায় না থাকা ৮ হাজার ৯৯৪ জন এবং ডুপ্লিকেট হিসেবে ধরা পড়া ১ হাজার ২৩০ জনের নাম। সবমিলিয়ে সংখ্যাটা ৫২ হাজার ১৯৪। এছাড়াও ভিনরাজ্যে বা অন্যত্র সরে যাওয়া ভোটারের সংখ্যা ২১ হাজার ৫১২। এঁদের মধ্যে কতজনের নাম বাদ যাবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে কিছু নাম যে বাদ যাবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে। জেলায় 'অন্যান্য' বিভাগে রয়েছে ২০২টি নাম। খসড়া তালিকা প্রকাশ হলে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৈঠক শেষে সিপিএমের কল্যাণ দাস বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের তরফে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তাতে এখনও জেলায় ১২ হাজার এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ হয়নি।' বিজেপির তরফে বাপি সরকার বলেন, 'জেলা শাসকের পরেও একজন অবজার্ভার পেলাম, এটা আনন্দের বিষয়। এখন থেকে যে বিষয়গুলি জেলা শাসককে দিয়ে সমাধান হবে না, তা অবজার্ভারকে জানাতে পারব। হেয়ারিং শুরু হলে অবজার্ভারের ভূমিকা আরও জরুরি হয়ে উঠবে।' কংগ্রেসের তপন দেবের বক্তব্য, 'চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে এসআইআর-এর প্রভাব বোঝা সম্ভব নয়। তবে অবজার্ভারের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে এবং নানা বিষয়ে প্রশ্নও তোলা হয়েছে। কমিশনের তরফে তার উত্তরও দেওয়া হয়েছে।'

কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি পর্যন্ত জেলায় মোট ভোটার ছিল ১৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৯৬ জন। পরবর্তী সময়ে কিছুটা হলেও বেড়েছে।

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : শিক্ষা ও রেল বিষয়ে কেন্দ্রের দুই মন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করলেন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। বুধবার দুপুরে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রায়গঞ্জ সংলগ্ন মিরুয়ালের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি জানান তিনি। স্মারকলিপিতে বালবটিকা শ্রেণিকক্ষ, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ল্যাবরেটরি, মাল্টিপারপাস হল, ছাত্রীদের জন্য অ্যাক্টিভিটি রুম ইত্যাদির পরিকাঠামো তৈরির দাবি তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন বিকেলে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর দ্বারস্থ হন কার্তিক। সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। মূলত রায়গঞ্জ-ডালখোলা সরাসরি এবং গাজোল-ইটাহার-রায়গঞ্জ রেল যোগাযোগের বিষয়ে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়, সেই বিষয়ে অশ্বিনীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ধান পুড়ল

সামসী, ৩ ডিসেম্বর : রাতের অন্ধকারে পাকা ধানখেতে আগুন লাগিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। এক নিমেষে পুড়ে ছাই দেড় বিঘা জমির ধান। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল-২ ব্লকের মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আটঘরা গ্রামে।

আটঘরার কৃষক রঞ্জন স্বর্ণকার এবছর লিজে দেড় বিঘা জমিতে আমন ধান লাগিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ ধানের পালায় আগুন জ্বলতে থাকে। চাঁচল থেকে দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে রঞ্জন চাঁচল থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দলীয় কাউন্সিলারদের মতবিরোধের জের

অভিভাবক কে, ধন্দে ডালখোলা পুরসভা

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ৩ ডিসেম্বর : ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে স্বদেশচন্দ্র সরকার ইস্তফা দেওয়ার পর তিন সপ্তাহের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করতে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। চেয়ারম্যানের চেয়ারে কে বসতে চলেছেন, তা নিয়ে যেমন রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে, তেমনই চর্চা চলছে শহরবাসীর মধ্যেও।

কেবল ডালখোলা নয়, উত্তরবঙ্গের আরও একাধিক পুরসভায় চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। আর নতুন চেয়ারম্যান বেছে নেওয়া নিয়ে সমস্যাও যে কেবল ডালখোলায় রয়েছে, তা-ও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডালখোলা সবার থেকে আলাদা। কারণ এখানে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মানতে নারাজ তৃণমূলের কাউন্সিলাররা। দলগতভাবে নির্দেশ এসেছিল নতুন চেয়ারপার্সন করা হবে পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুমনা দাসকে। কিন্তু কাউন্সিলারদের একাংশ দলের সেই নির্দেশ মেনে নেননি। তাই এখনও থমকে চেয়ারম্যান গঠন প্রক্রিয়া। এনিয়ে একাধিকবার দলের জেলা সভাপতি সহ স্থানীয় বিধায়ক কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠকে বসেছেন। তা-ও জটিলতা কাটেনি।

বিদ্রোহী কাউন্সিলাররা দলীয় নেতৃত্বকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, চেয়ারপার্সন হিসাবে সুমনা দাসকে তাঁরা মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনগণের মন জয় করার জন্য একজন অভিজ্ঞ চেয়ারম্যান প্রয়োজন। অথচ দল যাঁর নাম ঘোষণা করেছে তিনি এই প্রথমবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে কাউন্সিলার হয়েছেন। চেয়ারপার্সনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁকে বসানো হলে খারাপ প্রভাব পড়বে নির্বাচনে।

ডালখোলা পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ড। সবক'টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার। সূত্রের খবর, ১০ জন কাউন্সিলার দলীয় নির্দেশের বিপক্ষে রয়েছেন। তাঁরা চাইছেন, তাঁদের মধ্য থেকেই চেয়ারম্যান বেছে নেওয়া হোক।

তাহলে আপাতত তৃণমূলের কাছে ৩টি রাস্তা খোলা রয়েছে। প্রথমত, কড়া হাতে হাল ধরে সুমনাকেই পুরসভার মাথায় বসানো। তাতে আবার দলের অন্দরে বিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহীদের দাবি মেনে তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেওয়া। আর তৃতীয়ত, এই দুটির একটি পথেও না হেঁটে, বাকিদের মধ্য থেকে অন্য একজনকে বেছে নেওয়া। দল কোন পথে যাবে?

এব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের ডালখোলা শহর সভাপতি বিকি দত্ত বলেন, 'রাজ্যে এসআইআর চলছে। সেজন্যই চেয়ারম্যান নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছে। তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন চেয়ারম্যান পুরসভার দায়িত্ব নিয়ে নেবেন।'

চেয়ারম্যান হিসাবে দল যার নাম ঘোষণা করেছে তাকে দলীয় কাউন্সিলারদের একাংশ মেনে নিচ্ছে না কেন? এই প্রশ্নের জবাবে বিকি বলেন, 'দলীয় কাউন্সিলারদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নেই। ওপরমহল আগামীতে যা নির্দেশ দেবে তাই মেনে নেওয়া হবে।'

জনপ্রতিনিধিদের একাংশ বিদ্রোহ করে বসে রয়েছেন, অথচ শহর নেতৃত্ব বলছে কোন্দল নেই। এব্যাপারে তাই তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুরের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়ালের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাঁর কথাতেও নির্দিষ্ট দিশার অভাব। তাঁরও দাবি, কাউন্সিলারদের মতবিরোধের 'চ্যাপ্টার ক্লোজড'।

জটিলতা

- ডালখোলা পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ড
- সবক'টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার
- ১০ জন কাউন্সিলার দলীয় নির্দেশের বিপক্ষে রয়েছেন
- তাঁরা চাইছেন, তাঁদের মধ্য থেকেই চেয়ারম্যান বেছে নেওয়া হোক

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

উড়ান।। উত্তরদিনাজপুরের ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

র‍্যালি, অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী দিবস পালন

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পাশাপাশি রায়গঞ্জে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোথাও আবৃত্তি বা আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন যেমন ছিল, তেমনই কোথাও খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি র‍্যালিও বের করা হয়।

এদিন বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য থাকা আইনি পরিষেবা সম্পর্কে জানাতে বুধবার বালুরঘাটের নারায়ণপুরে বিশেষ সচেতনতা শিবির করা হল। সামাজিক অগ্রগতির জন্য বিশেষভাবে সক্ষম-অন্তর্ভুক্ত সমাজ গড়ে তোলার বিষয়ে সর্বশিক্ষা মিশন, বালুরঘাট সদর চক্র সম্পদ উন্নয়নকেন্দ্র এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক), বালুরঘাট সদর চক্রের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান হয়েছে।

এছাড়া জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গঙ্গারামপুর ব্লকের জাহাঙ্গিরপুর গ্রামের শিকারপুর আইসিডিএস সেন্টারে শিবির হয়। কুশমণ্ডি ব্লকের খাগড়াকুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবৃত্তি, কুইজ, ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়েছে।

কুমারগঞ্জের গোপালগঞ্জ নবভারতী প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্রেও দিনটি পালিত হয়। কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বিশেষভাবে সক্ষম অ্যাথলিট গোবিন্দ রায়কে সংবর্ধিত করেন। পতিরাম এফপি-তেও বালুরঘাট পূর্ব চক্রের উদ্যোগে দিনটি পালিত হয়। র‍্যালি এবং খেলাধুলোর সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।

একইভাবে সুচেতনা আবাসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে দিনটি পালন করা হয়। এদিন ছাত্রছাত্রীদের জন্য শৌচালয়ের উদ্বোধন করেন পুর চেয়ারম্যান। এছাড়া মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

অন্যদিকে, রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ার সুযোদয় মূক ও বধির বিদ্যালয়ে দিনটি পালন করা হয়। সেখানে সব প্রশাসনিক কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়েও দিনটি পালন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী হলঘরে প্রতিষ্ঠানের 'সেন্টার ফর ডিফারেন্টলি অ্যাবলড পার্সন' শাখার উদ্যোগে দিনটি পালন করা হয়। পাশাপাশি সক্ষম সংস্থার উদ্যোগে র‍্যালি বের করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সক্ষমের সভাপতি অপর্ণা বসু প্রমুখ। শনিবার সংস্থার কলেজপাড়ার অফিসে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ফিজিওথেরাপি কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হবে। সেখানে বিশেষভাবে সক্ষমরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রত্যেক শনিবার ফিজিওথেরাপি করাতে পারবেন। নিঃশুল্ক এই ফিজিওথেরাপি কেন্দ্রের মাধ্যমে অনেক বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবার উপকৃত হবে বলে জানান সক্ষম সংস্থার উত্তরবঙ্গের কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক দেবাশিস বিশ্বাস।

পাশাপাশি এদিন শহরের ইনস্টিটিউট ময়দানে ওরিয়েন্ট চ্যারিটেবল ট্রাস্টের তরফে দুই শতাধিক প্রতিবন্ধী মানুষকে হুইলচেয়ার, ট্রাইসাইকেল প্রভৃতি সামগ্রী দেওয়া হয়।

দুই ফুলের প্রচারেই অস্ত্র নাগরিকত্ব

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৩ ডিসেম্বর : কাগজে-কলমে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ঢের বাকি। কিন্তু ভোটের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে বছর শেষের আগেই। এসআইআর, সিএএ আবহে দুই প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূল ও বিজেপি তো ভোট অস্ত্রে শান দিচ্ছেই, জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় লড়াইয়ে শামিল সিপিএমও। তিন দলের এই লড়াইয়ে কুমারগঞ্জ ও পতিরামে চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ।

এসআইআর আতঙ্ক কাটাতে বিজেপির হাতিয়ার সিএএ। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আদিবাসীপাড়া, ভোটের ময়দান তৈরি রাখতে সর্বত্রই বিজেপি জোর দিচ্ছে সিএএ সহায়তা শিবির ও জনসংযোগ যাত্রায়। তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, জেলা নেতা রজত ঘোষ, দেবশ্রী সরকার সহ মণ্ডল নেতৃত্ব ব্যস্ত প্রচারে। পর্যায়ক্রমে দলের প্রত্যেকটি সিএএ শিবিরে পা রাখছেন বিধায়ক বুধরাই। আদিবাসী ও হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও চষে বেড়াচ্ছেন।

হাত গুটিয়ে না থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর বিরোধী প্রচারে শান দিয়েছে। প্রায় এক মাস ধরে জেলা ও ব্লক নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে চলছে এসআইআর সহায়তা শিবির। জেলার ওয়ার রুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তাহজুড়ে ব্লকগুলিতে পৌঁছে সেখানকার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করছেন। এসআইআর সহায়তা শিবিরগুলি পরিচালনা করছেন কুমারগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক মাহমুদা বেগম, বর্তমান বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল, ব্লক সভাপতি গণেশ দাসরা।

কুমারগঞ্জ বিধানসভায় সংখ্যালঘু ভোট ফ্যাক্টর হওয়ায় রাজনৈতিক গুঞ্জনও তীব্র সিএএ ইস্যুতে। বিজেপি যখন সিএএ সহায়তা শিবির থেকে ফায়দা তুলতে চাইছে, তখন পালটা প্রচারে নেমেছে রাজ্যের শাসকদল। প্রাক্তন বিধায়ক মাহমুদা বলেন, 'সিএএ-তে আবেদনের অর্থই নিজের ভারতীয় নাগরিকত্ব অস্বীকার করা। এতে সম্পত্তি ও চাকরি রক্ষায় ঝুঁকির মুখে পড়তে হতে পারে।' বিজেপি বিধায়ক বুধরাই পালটা বলছেন, সিএএ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়, দেওয়ার আইন।'

তৃণমূল ও বিজেপি, দুই প্রতিপক্ষের লড়াইয়ের মাঝে নিজস্ব জায়গা তৈরি করতে চাইছে সিপিএম। 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'-কে কেন্দ্র করে কিছুদিন ধরে মাঠে সিপিএম নেতৃত্ব। ঘরে বসে থাকা কর্মীদেরও মাঠে নামানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে কুমারগঞ্জে নেতৃত্ব সক্রিয় হয়ে উঠলেও, পতিরামে সেই সক্রিয়তা নজরে পড়ছে না। সবমিলিয়ে কুমারগঞ্জ-পতিরামে এখন রাজনৈতিক প্রচারের দাপট তুঙ্গে।

ভোট প্রস্তুতি

- বছর শেষের আগেই ভোট প্রস্তুতিতে জোর বিজেপি-তৃণমূলের, মাঠে সিপিএমও
- সিএএ-তে আবেদন করলে এসআইআর-এ ভয় নেই, গ্রামে গ্রামে প্রচার বিজেপি নেতৃত্বের
- আবেদন করলে ভারতীয় নাগরিকত্বকে অস্বীকার, পালটা প্রচারে বলছে তৃণমূল
- বাংলা বাঁচাও যাত্রার মধ্যে দিয়ে জমি পুনরুদ্ধারে সিপিএম, সচেষ্ট ঘরে বসে থাকা কর্মীদের ফেরাতে

পুড়ে ছাই ৩ দোকান

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার গভীর রাতে গাজোলের পাওয়ারহাউসের কাছে তিনিটি দোকানে আগুন লাগে। গাজোলের বিদ্রোহী মোড় থেকে কদুবাড়ি মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তায় পাওয়ারহাউসের কাছে বেশ কয়েকটি আসবাবপত্র এবং অন্যান্য দোকান আছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে কাঠের ব্যবসায়ী সুদর্শন দাস, স্টিলের আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী সুরেশ কীর্তনিয়ার দোকান এবং খোকন দাসের লন্ড্রিতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাজোল থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় দমকলে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে।

রাস্তা নির্মাণ

বুনিয়াদপুর, ৩ ডিসেম্বর : গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতে বুধবার থেকে একটি রাস্তা নির্মাণ শুরু হয়েছে। ওই পঞ্চায়েতের লালপুর এলাকার খোকা মাহাতোর বাড়ি থেকে একলব্য স্কুল পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা পাকা করা হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেডের (ডব্লিউবিএআইসিএল) তরফে রাস্তাটি তৈরি করা হচ্ছে। এই কাজটি করতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হবে।

দেহ উদ্ধার

হিলি, ৩ ডিসেম্বর : হিলি থানার ত্রিমোহিনী বাজার থেকে মঙ্গলবার একটি মহিলার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের নাম পূর্ণিমা শীল (৫৫)। তিনি পতিরাম থানার গোপালবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের চকশীতল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বুধবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

বন্ধ গেট, হাজারবিবি ধান নিয়ে বিপাকে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : কাঁটাতারের ওপারে হিমেল হাওয়ায় দুলছে সোনালি হাজারবিবি ধান। অথচ বিগত তিন মাস ধরে লালন করা ধান ছুঁতে পারছেন না কৃষকরা। কারণ, বর্ডারের গেট তালাবন্ধ। বিএসএফের কড়া পাহারা। কবে গেট খুলবে সেই আশায় বসে আছেন রাধিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আবদুল মালেক, আবদুল রহমান, মগদুল আলম-রা। চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ- ধান আদৌ ঘরে উঠবে তো!

এনিয়ে বিএসএফ-এর আচরণেও তাঁরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ। চাঁদগাঁও সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১৩ নম্বর গেটটি বন্ধ রেখে, প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে বিএসএফ একটি গেট খোলা রেখেছে বলে তাঁদের অভিযোগ। শুধু তাই নয় রাধিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিএসএফ 'তুঘলকি' শাসন চালাতে চাইছে বলেও অভিযোগ উঠছে। আসলে বিএসএফ কর্তাদের কিছুমিছু উপঢৌকন দিতে পারলেই ডাল গলে বলে তাঁদের মনে হয়। কিন্তু তাঁদের করুণার জন্য বিনামূল্যে পসরা সাজিয়ে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

রাধিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা আবদুল রহমান বলেন, 'বিএসএফ কর্মীরা যা ইচ্ছে তাই করছে। মঙ্গলবার তাদের কিছু কর্মী আমার জমির ১২০টি ইউক্যালিপ্টাস গাছ কেটে নিয়ে গিয়েছে। তাদের অত্যাচারে বাড়ির মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও আমরা বেশ চিন্তিত।'

রাধিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন চাঁদগাঁও কৃষক সমৃদ্ধ গ্রাম। শ্রাবণ মাসে সীমান্তের ওপারে নিজেদের জমিতে, উত্তর দিনাজপুরবাসীর প্রাণের ধান হাজারবিবির চারা রোপণ করেছিলেন কৃষকরা। তারপর প্রায় তিন মাসের পরিশ্রমের পর অগ্রহায়ণ মাসে সেই ধান পেকেছে। কিন্তু সীমান্তের ওপারে নিজের জমির প্রায় দেড় বিঘা অংশের ধান এখনও কাটতে পারেননি মইদুল। তাঁর কথায়, 'কাঁটাতারের ওপারে আমার ৫ বিঘা জমিতে হাজারবিবি ধান বুনেছিলাম। এখনও অনেক ধান কাটা বাকি। কিন্তু বেশকিছু দিন ধরে চাঁদগাঁওয়ের গেট খুলছে না বিএসএফ। তবে কেন জানি না, দু'কিলোমিটার দূরের একটা গেট খুলে রাখা হয়েছে। তাই অনেকেরই ধান জমিতে পড়ে আছে। এতটা ঘুরপথে গিয়ে ফসল তুলে আনা সম্ভব নয়। পরিশ্রমও বেশি।' আরেক কৃষক আবদুল মালেকের কথায়, 'প্রতিদিন দু'বেলা নির্দিষ্ট সময় গেট খোলার কথা। কিন্তু বিএসএফ কর্তারা এখন সম্পূর্ণ নিজেদের ইচ্ছেমতো গেট খুলছেন।'

এনিয়ে রাধিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সমর্থিত প্রধান ভরনা রায় বলেন, 'অনেক চাষিই অভিযোগ জানিয়েছেন। শুনেছি এখনকার কোম্পানির কমান্ডান্ট চাঁদগাঁও এলাকায় ধান কাটতে দেওয়ার বিষয়ে অহেতুক কড়াকড়ি করছেন। কিন্তু তিনি অন্য দু'নম্বরি কাজে সহায়তা দিচ্ছেন বলেও খবর পেয়েছি। আগামীকাল বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হবে। আশা করি সমস্যা মিটবে।'

এনিয়ে কালিয়াগঞ্জের বিডিও বিদ্যুৎবরণ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'সীমান্ত নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। ওটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। চাষিদের স্বার্থে বিএসএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্টের সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

কবে খুলবে তালা, সেই অপেক্ষায় কৃষকরা

আশায় মরে...

- রাধিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকরা ধান কাটতে সীমান্তের ওপারে যেতে পারছেন না
- রাধিকাপুরের চাঁদগাঁও সংলগ্ন সীমান্তের ১৩ নম্বর গেটটি বেশ কিছুদিন ধরেই বন্ধ রেখেছে বিএসএফ
- শুধু নিয়মিত গেট খোলাই নয়, আরও নানা বিষয়ে বিএসএফ তুঘলকি আচরণ করছে বলে অভিযোগ

কোথাও বিতর্ক, কোথাও অভিযোগ

দুই নেতার পৃথক মিছিলে কোন্দল স্পষ্ট

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ ডিসেম্বর : বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, হরিশ্চন্দ্রপুরে শাসকদলীয় গোষ্ঠীকোন্দল তত স্পষ্ট চেহারা নিচ্ছে। এমনকি বুধবার যখন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো গাজোলে সভা করতে আসছেন, সেদিনও হরিশ্চন্দ্রপুরে শাসক প্রতিনিধিদের রেষারেষি প্রকাশ্যে এল। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রচারে আলাদা করে দুটি মিছিল করে হরিশ্চন্দ্রপুরে শাসকদলের যুযুধান দুই পক্ষ। তবে দু'দলই দ্বন্দ্বের কথা মানতে নারাজ। এই কাণ্ডের পর স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়িয়েছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় 'চোরেরা যাচ্ছে' বলে কটাক্ষ করেছে তারা।

এদিন দেখা গেল, নিজের অনুগামীদের নিয়ে আলাদা মিছিল করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তজমুল হোসেন ও জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খান। বুলবুলের দাবি, এখানে দ্বন্দ্বের কোনও প্রসঙ্গ নেই। তিনি সবসময় তাঁর 'স্টাইলেই' মিছিল করেন।

অন্যদিকে তজমুলেরও দাবি, দ্বন্দ্বের কোনও ব্যাপার নেই। তিনি 'দিদি'-র নির্দেশে চার হাজার লোক নিয়ে মিছিলে যাচ্ছেন। তবে মুখে স্বীকার না করলেও, হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূলের অনৈক্য নিয়ে ইতিমধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন ও এলাকার দাপুটে জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের কোন্দল নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিক অতীতেও দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব সামনে এসেছে।

মাস দুয়েক আগে বুলবুল-ঘনিষ্ঠ নেতা জিয়াউর রহমান হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতির পদ খুইয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় তজমুলের অনুগামী মোশারফ হোসেন দায়িত্ব পেলে তাঁদের দ্বন্দ্ব প্রায় সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

এমনকি দিন কয়েক আগে হরিশ্চন্দ্রপুরে বুলবুল খানের নেতৃত্বে সংগঠিত এসআইআর বিরোধী মিছিলকে, 'নতুন দল'-এর মিছিল বলে কটাক্ষও করেছিলেন তজমুল। যা নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছিল বুলবুল-ঘনিষ্ঠ নেতা-কর্মীদের। এদিনও ফের দু'পক্ষের শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টায়

মন্ত্রী তজমুল এবং জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুলের মিছিল।

সেই কোন্দলের সন্দেহই প্রমাণিত হল। এই ঘটনার তীব্র কটাক্ষ করে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, 'তাদের গোটা দলটাই চোরে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এরা একসঙ্গে মিছিল করলেই

বা কী, আলাদা আলাদা করলেই বা কী? সবাই তো যাচ্ছে সেই চোরেদের রানির সভাতেই। জেলার সাধারণ মানুষ সবই দেখছেন। আগামী বিধানসভায় তৃণমূল সেটা টের পাবে।'

মমতা আসবেন, গুজব কালিয়াচকে

কালিয়াচক, ৩ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার সভা করলেন মালদার গাজোলে। সেই সভা উপলক্ষ্যে কালিয়াচকের কালিকাপুর কারবালা ময়দানে বিকল্প হেলিপ্যাডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে তা নিয়েই এলাকায় রটে যায় গুজব। বুধবার সকাল থেকেই কালিয়াচকজুড়ে গুঞ্জন শুরু হয় যে গাজোলে সভা করার পরে মুখ্যমন্ত্রী কালিয়াচকেও আসবেন। এর জেরে কারবালা মাঠের পাশে প্রচুর উৎসাহী মানুষ ভিড় জমাতে থাকেন। যদিও পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, হেলিপ্যাডটি বিকল্প হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। কালিয়াচকের এসডিপিও ফায়জাল রেজা জানান, গাজোলের সভায় যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে আসছেন, তাই কালিয়াচকের কালিকাপুর কারবালা মাঠে একটি বিকল্প হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। এদিন বিকল্প হিসাবে গাজোলের সভা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে কালিয়াচকে হেলিপ্যাড তৈরি হয়েছিল। সেখানে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়। দমকলের ইঞ্জিন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের সারি সারি গাড়ি তৈরি ছিল। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও মজুত রাখা হয়। উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক ছাড়াও, শতাধিক সিভিক ভলান্টিয়ারও মাঠের চারপাশে মোতায়েন ছিলেন।

কটাক্ষ বিরোধীদের

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : মালদায় এসে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙন এবং বন্যা নিয়ে একাধিক দাবি করেছেন। তাঁর সেই দাবি নিয়ে পালটা কটাক্ষের সুর বিরোধীদের গলায়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'বারবার বলা সত্ত্বেও কেন্দ্র কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা আমাদের সাধ্যমতো এবছর ২০০ কোটি টাকা খরচ করেছি।'

এই মন্তব্যের পরই বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনি গঙ্গাভাঙন রোধের বিষয়ে কেন্দ্রকে জানিয়েছেন। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। ক্ষমতা থাকলে উনি শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন, কতবার কেন্দ্রকে চিঠি লিখেছেন।' কটাক্ষের সুর সিটুর জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিনহার গলাতেও।

সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। গাজোলে বুধবার পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

'ভাঙনে দায়ী ফরাক্কা'

গৌতম দাস

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : 'নদীভাঙন রুখতে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার।' বুধবার মালদার গাজোলের সভা থেকে এনিয়ে কেন্দ্রকে দুষলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা সম্পর্কে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা সোনালি বিবির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি তিনি। নদীভাঙন নিয়ে বললেন, 'এটি মালদা জেলার একটি বড় সমস্যা। অথচ তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই করছে না, টাকাও দিচ্ছে না। ফরাক্কাতে অবিলম্বে ড্রেজিং করা দরকার। তাও হচ্ছে না। সেই কারণেই গত দশ বছরে ১৩২৫০ বিঘা জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। ২১৮টি গ্রাম মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে। দিন-দিন ফুলহর এবং গঙ্গার দূরত্ব কমছে।' এছাড়া নদীভাঙন রোধে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫৯২ কোটি টাকার কাজ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এবার ২০০ কোটি টাকা রাজ্যের তরফে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র টাকা তো দিচ্ছেই না, উলটে জিএসটির টাকাও দিচ্ছে না।'

মালদা জেলায় নদীভাঙন ও পরিযায়ী শ্রমিক দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে গাজোলে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে নদীভাঙন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে তাঁর ওপরেই দায় চাপালেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তাঁর পালটা কটাক্ষ, 'নদীভাঙন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বারবার এনিয়ে রাজ্যকে প্রস্তাব পাঠাতে বললেও রাজ্য তা করেনি। প্রস্তাব পেলে তো কেন্দ্র তা বিবেচনা করবে।' সঙ্গে তিনি এও জানান, এই দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কিন্তু তাদের কোনও হেলদোলই নেই।

> এটি মালদার বড় সমস্যা। অথচ তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু করছে না, টাকাও দিচ্ছে না। ফরাক্কাতে অবিলম্বে ড্রেজিং করা দরকার।

তাঁর সংযোজন, 'আমি এর আগে ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেছি। রাজ্য সরকারের উদ্দেশে বলেছি, আপনারা যে চিঠি কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবেন, তার একটি কপি আমাকে দিন। সেই চিঠি নিয়ে আমি ফের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।'

অন্যদিকে এদিনের সভা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, 'এখনও যাঁরা এসআইআর ফর্ম পূরণ করেননি, তাঁরা বাড়িতে এসে অবিলম্বে তা করুন। ভোটার কার্ডে নাম না থাকলে অন্যান্য রাজ্যে আপনাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়বে।'

তাঁর ক্ষোভ, বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে ওদেশে পাঠানো হচ্ছে। তাঁর প্রশ্ন, 'বাংলা ভাষায় কথা বললেই সবাই বাংলাদেশি?' এপ্রসঙ্গে তিনি সোনালি বিবির উদাহরণও টেনে এনেছেন। বাংলাদেশি বলে ভারতীয় নাগরিক সোনালিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। মমতার দাবি, 'ইতিমধ্যে রাজ্যে ফেরা ৩৭ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে পাঁচ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্র ১০০ দিনের প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু আমরা জব কার্ড হোল্ডারদের ৭০ দিনের কাজ দিয়েছি। উত্তরবঙ্গে এই কাজ বেশি হয়েছে।'

আদালতের রায়ে স্বস্তি

'নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি' শিক্ষকদের

হরষিত সিংহ

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। তাই আদালতের নির্দেশে হাইস্কুল শিক্ষকদের একটি প্যানেল বাতিল হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে মামলা হতেই রাতের ঘুম উড়ে যায় তাঁদের। সরকারি চাকরি হওয়ার পর জীবনধারায় অনেকেরই বদল এসেছে। এই পরিস্থিতিতে চাকরি না থাকলে যে সমস্যায় পড়তে হবে সেটা ভেবেই আতঙ্কে ছিলেন তাঁরা। তবে বুধবার আদালতের রায় ঘোষণা হতেই স্বস্তি ফেরে।

'দীর্ঘ নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি' প্রশ্ন করার আগেই ফোনে বলে উঠলেন এক প্রাথমিক শিক্ষক। সকাল থেকেই আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন মালদার শহরের রিজেন পার্কের ওই শিক্ষক। তিনি বলেন, 'আমরা যে যোগ্য তা শেষপর্যন্ত প্রমাণ হল।'

এদিন প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি বহাল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতেই খুশির হাওয়া শিক্ষক মহলে।

প্রায় নয় বছর ধরে প্রাথমিক স্কুলে চাকরি করছেন ওই ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাঁদের নিয়ে মামলা হওয়ায় সমাজে নানা আলোচনা-সমালোচনার মুখেও পড়তে হয় তাঁদের।

অবশেষে আদালতের রায় সেসব কথায় ইতি টানল।

মালদার হবিবপুর ব্লকের প্রাথমিক শিক্ষক সমীর মণ্ডল। তাঁর ওপর নির্ভরশীল গোটা পরিবার। চাকরি পাওয়ার পর বিয়ে করেন তিনি। বর্তমানে পরিবারে মা, স্ত্রী ও এক সন্তান রয়েছেন। রয়েছেন দাদা ও তাঁর পরিবার। এদিনের রায়ের পর সমীর বলেন, 'খুব টেনশনে ছিলাম। কিছু না করেই আমরা দোষী হয়েছিলাম। সমাজের কাছে খারাপ হয়েছিলাম। এই রায় শোনার পর খুব ভালো লাগছে। আমরা ন্যায্য বিচার পেলাম।'

তিন বছর আগেই বিয়ে করেছেন পুরাতন মালদার এক শিক্ষক। এক সন্তানও রয়েছে। হঠাৎ এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েন তিনি। তবে শেষপর্যন্ত আদালতের রায়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

> খুব টেনশনে ছিলাম। কিছু না করেই আমরা দোষী হয়েছিলাম। সমাজের কাছে খারাপ হয়েছিলাম। এই রায় শোনার পর খুব ভালো লাগছে। আমরা ন্যায্য বিচার পেলাম।
>
> **সমীর মণ্ডল**

ওই শিক্ষকদের পাশাপাশি একটা চাপা টেনশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁদের পরিবারকে। হবিবপুরের এক স্কুল শিক্ষকের বাবা রতন মণ্ডল বলেন, 'ছেলে ছোট থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিল। কৃষিকাজ করে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়েছি। যোগ্য বলেই ছেলে চাকরি পেয়েছে। আজ সেটাই প্রমাণ হল।'

স্কুল ভবন ভাঙা নিয়ে অভিযোগ

আজাদ

মানিকচক, ৩ ডিসেম্বর : কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই শুধুমাত্র মোটা অঙ্কের টাকা লুটপাটের তাগিদে ভেঙে ফেলা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী স্কুল ভবন। মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুললেন স্থানীয় বিজেপি নেতা। মানিকচকের বিডিও এবং জেলা শাসককে লিখিত অভিযোগ করেছেন তিনি। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি স্কুলের পরিচালন সমিতির। ১৯৪২ সালে স্থাপিত হয় মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুল। ইংরেজ আমলের স্কুল ভবনটি অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। সেই ঐতিহ্যবাহী স্কুল ভবনই ভেঙে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন স্কুলের প্রাক্তনী সুভাষ যাদব। সুভাষ বর্তমানে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি। তাঁর কথায়, 'একটা মোটা অঙ্কের টাকা লুটের চেষ্টায় পরিকল্পনাহীনভাবে ব্রিটিশ আমলের স্কুল ভবনটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৫টি ক্লাসরুম ভাঙা শেষ। আরও ১৮টি ক্লাসরুম ভেঙে ফেলার জন্য ছক কষছে।' তাঁর সংযোজন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পরিচালন কমিটির সদস্যরা মিলিতভাবে এই ঘটনাটি ঘটাচ্ছেন।

বিষয়টি জানিয়ে মঙ্গলবার মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী এবং জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলকে লিখিত অভিযোগ করেন সুভাষ। এদিন মানিকচকের বিডিও-কে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। বিল্ডিং ভেঙে ফেলার প্রশাসনিক অনুমোদন আছে কি না, তা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

অন্যদিকে, অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অতীন্দ্রনাথ দাসের। তিনি জানান, বিপজ্জনক বলে দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল ভবনটি। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রায় ছয় বছর ধরে সেখানকার ক্লাসরুমগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, 'শেষে পরিচালন কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, পুরোনো বিল্ডিং ভেঙে নতুন বিল্ডিং তৈরি করা হবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদনের ভিত্তিতে পরিকল্পনামাফিক বিল্ডিং ভাঙা হয়েছে। এখানে টাকা লুটপাটের কোনও বিষয় নেই।'

Tender Notice

Online tenders are invited by the undersigned from the bonafide Contractors/ Agencies for the works having experience in similar nature of work. Details given in NIT No. 09,10,11,12 & 13/CFC/MSLDGP/2025-26. Further details will be available in the office of the undersigned and on **wbtenders.gov.in** portal.

Sd/-
Pradhan
Mashalda GP

বন্ধ স্কুল গেট, বাইরে আহত পড়ুয়া

মানিকচক, ৩ ডিসেম্বর : নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্কুলের তালা বন্ধ। স্কুলের মূল ফটকের বাইরে ভিড় জমায় পড়ুয়ারা। ঠিক সেই সময়ই স্কুলের গেটের সামনের রাস্তায় খেলতে গিয়ে বাইকের ধাক্কায় আহত হয় এক খুদে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি মানিকচকের জোতপাট্টা সিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। আর এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এলাকাবাসী। পরে স্কুলের শিক্ষকরা উপস্থিত হলে তাঁদের আটকে চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

স্কুলটির পড়ুয়া সংখ্যা ১৫০। পাঁচজন শিক্ষক। বুধবার স্কুল চালুর সময় পেরিয়ে গেলেও তালাবন্ধ থাকায় বন্ধ গেটের সামনে ভিড় জমায় ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলের সামনের মূল রাস্তায় খেলতে গিয়ে বাইকের ধাক্কায় আহত হয় প্রাকপ্রাথমিক শ্রেণির মনীষা মণ্ডল। তড়িঘড়ি তাকে মানিকচক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মনীষার মা নমিতা মণ্ডলের দাবি, 'স্কুল গেট তালাবন্ধ না থাকলে আমার মেয়ে এরকম দুর্ঘটনার শিকার হত না। তবে অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের দাবি মানতে নারাজ স্কুল শিক্ষক সুব্রত মজুমদার। তাঁর যুক্তি, 'স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিএলও'র কাজে ব্যস্ত। একজন ছুটিতে। মিড-ডে মিলের বাজার করতে গিয়ে আমার দেরি হয়েছে। গাড়ির সংখ্যা কম থাকায় বাকি দুজন স্কুলে দেরিতে পৌঁছান।'

বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এতদিন অন্যান্য কলেজের অধ্যাপকরাই ক্লাস নিচ্ছিলেন। তাই এবার পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের বিশেষ ক্লাস নেওয়ার আহ্বান করছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য প্রণব ঘোষ। সেই তালিকায় রয়েছেন যাদবপুর, কলকাতা, বিশ্বভারতী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণীর মতো রাজ্যের পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও।

বুধবার থেকে ক্লাস নিতে শুরু করেছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সঞ্জীবকুমার দত্ত। কর্তৃপক্ষের আহ্বানে আরও দু'দিন ক্লাস নেবেন তিনি। এদিন তাঁর ক্লাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া জয়া বর্মন বলেন, 'স্যর আজ আমাদের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অ্যালজেব্রার ক্লাস নিয়েছেন। তিনি এই বিষয়ে বিভিন্ন আইডিয়ালের ভাগগুলি আমাদের খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আগামী দু'দিন তিনি আরও বিশদে বলবেন। বিশ্ববিদ্যালয় খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে।'

ওই বিভাগেরই আরেক পড়ুয়া গৌরাঙ্গ মাহাতো বলেন, 'স্যর খুবই ভালো বক্তা। আমাদের বিষয়ের বিভিন্ন জটিল দিকগুলি তিনি খুব সহজ করে আজ বোঝালেন। আগামী দু'দিনও তাঁর ক্লাস করার জন্য মুখিয়ে থাকব।' এছাড়া শীঘ্রই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক জিনিয়া মিত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রমেস ডুরান-ও বিশেষ ক্লাস নিতে দক্ষিণ দিনাজপুরে আসছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীকান্ত গায়কোয়ারও বালুরঘাটে এসে পৌঁছেছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপকদের আসার কথা পাকা হয়ে গেলেও, কলকাতা, বিশ্বভারতী বা যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন কোন অধ্যাপকরা ক্লাস নিতে আসছেন তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

যাদবপুর, বিশ্বভারতী থেকে বালুরঘাটে

২০২১ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক, ইংরেজি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান— এই তিনটি বিষয়ে শুধুমাত্র স্নাতকোত্তর স্তরের পঠনপাঠন শুরু হয়। তারপর থেকে আর নতুন কোনও বিষয় পঠনপাঠনের অন্তর্গত হয়নি। একমাত্র উপাচার্য ছাড়া দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও স্থায়ী কর্মী বা স্থায়ী অধ্যাপকও নেই। তাই এতদিন বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক ও নেট কোয়ালিফায়েড সহকারী অধ্যাপক ও গবেষকদের দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস চালানো হচ্ছিল। তাই ক্লাসে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের দিয়ে ক্লাস করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উপাচার্যের কথায়, 'আরও অনেক অধ্যাপকের আসার কথা আছে। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।'

অভিযুক্তদের পাশে গ্রাম পঞ্চায়েত

হিলি, ৩ ডিসেম্বর : সরকারি নির্মীয়মাণ নিকাশিনালা ভাঙচুরের তিনদিন পরেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করল না ৩ নম্বর ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। বরং অভিযুক্তদের সঙ্গে বসে ঘটনাটি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রধান সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। এমনই অভিযোগ তুলে সরব স্থানীয়রা। রবিবার রাতে হিলি থানার ৩ নম্বর ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশমতদাপট গ্রামে নির্মীয়মাণ সরকারি নিকাশিনালা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পার্শ্ববর্তী জমির মালিকদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ধলপাড়া অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি উজ্জ্বল মণ্ডল ও পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তৃণমূল নেতা সুজন ঘোষ। সেসময় উজ্জ্বলের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ ওঠে ভাঙচুরের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত জমির মালিকদের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে মঙ্গলবার হিলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ঝন্টু ঘোষ। বুধবার জমি জরিপে স্পষ্ট হয়, নিকাশিনালা তৈরি হচ্ছিল সরকারি জমিতেই। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে অভিযুক্তদের সঙ্গে এদিনই বৈঠকে বসে তৃণমূল নেতৃত্ব মীমাংসার প্রস্তাব দেয় গ্রামবাসীদের। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বীথিকা ঘোষ বলছেন, 'অভিযুক্তরা ভুল স্বীকার করে আগামীতে এমন কাজ হবে না বলে হলফনামা দিয়েছে। কী আর বলব।' হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে।

বিদ্যুৎ চুরি

কুমারগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : বাড়িতে মিটার বাইপাস করে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগের ভিত্তিতে আলতাব মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরল কুমারগঞ্জ বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার কুমারগঞ্জের উচইট এলাকায় অভিযান চালানো হলে ধরা পড়েন তিনি। কোম্পানির স্টেশন ম্যানেজার নাজমুল হক কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

রাজনীতির ময়দানে এআই এখন 'নন্দ ঘোষ'

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৩ ডিসেম্বর : 'যত দোষ, এআই ঘোষ'- ইদানীং রাজনৈতিক মহলে এই পরিবর্তিত প্রবাদ ঘুরপাক খাচ্ছে! কোনও রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ছবি বা ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেই, অভিযুক্তের তরফে তা এআই-নির্মিত বলে দাবি করা হচ্ছে। সম্প্রতি করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পালের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হয়। তৃণমূল সেই ভিডিওকে 'এআই মেড' বলে দাবি করেছে। শুধু তাই নয়, এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুয়ো ভিডিও বানিয়ে বিধায়কের ভাবমূর্তি নষ্টের অভিযোগে সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

করণদিঘির বিধায়কের কাটমানি লেনদেন সংক্রান্ত কথোপকথনের ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়াতেই অস্বস্তিতে পড়েন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। রায়গঞ্জের আইনজীবী মনোতোষ সরকার জেলা প্রশাসনের কাছে ভিডিও নিয়ে তদন্তের আবেদন জানানোর পর তৃণমূল মহলে আরও তৎপরতা বাড়ে। মঙ্গলবার ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ ব্লক তৃণমূল যুব নেতা ইমাম হোসেন। এরপরই জেলার রাজনৈতিক মহলে

জল্পনা শুরু হয়েছে।

করণদিঘি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ভবেন ঘোষ বলেন, 'ঠিকাদারি কাজের কাটমানি নেওয়া তৃণমূলের রীতি। বিগত দিনে সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়কদের টাকা নেওয়ার ভিডিও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ওপরমহলে বিধায়কদের কাটমানি পাঠাতে হয়। না হলে টিকিট না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।' বিজেপির জেলা কমিটির সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের অভিযোগ, 'কাটমানি নেওয়ার অনুপ্রেরণা তো দিদিই। বিভিন্ন মঞ্চে তিনি বলেছেন, ৭৫% ওপরে দাও, ২৫% রেখে দাও।'

এর প্রতিবাদে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র সিনহা বলেন, 'বিধায়ক গৌতম করণদিঘির নব রূপকার। উন্নয়নের কান্ডারি। তাই বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করে এআই ভিডিও তৈরি করে ছেড়েছে। এভাবে বিধায়ককে কালিমালিপ্ত করে দমানো যাবে না।'

এদিকে যাকে কেন্দ্র করে এত বিতর্ক, সেই বিধায়ক গৌতমের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে 'মিটিংয়ে আছি' বলেই তিনি ফোন কেটে দেন।

ভিডিওতে শুনতে পাওয়া অন্যজনের কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গে করণদিঘি ব্লকের লাহুতারা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা আবু সামা বলেন, 'ভিডিওতে বিধায়কের সঙ্গে যার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, তিনি লাহুতারা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ফজলুর রহমানের ভাই বজলু রহমান। তাঁর বাড়ি দুলেপুর গ্রামে।'

যদিও বজলু রহমান ফোনে দাবি করেন, 'যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে আমার কণ্ঠস্বর নেই।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা মনোজ কুমার দে-কে 05.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44K 77029 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " মাঝে মাঝে আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতাম এবং ভাবতাম যে আমিও কোনও একদিন কোটিপতি হব। লটারির দোকানগুলির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি বিজয়ী বোর্ডগুলির দিকে তাকাতাম এবং জেতার আশা করতাম। এত অল্প খরচের বিনিময়ে আমি যা পেয়েছি তা এখন আমার জীবনের শক্তির একটি বড় উৎস হয়ে উঠেছে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

নজরদারি !

সরকার এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বা পদক্ষেপ করছে যাতে ভারত সরকার দেশের নাগরিকদের বিশ্বাস করতে পারছে কি না- এই প্রশ্নটা উঠছে। জনতার ভোটে জিতে জনতাকেই অগ্নিপরীক্ষার মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে যেন। কখনও নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য, কখনও রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রমাণের জন্য। যেন সব দোষ ও দায় আমজনতার।

দেশের মানুষের ওপর গিনিপিগের মতো সরকারি পরীক্ষানিরীক্ষার সাম্প্রতিকতম উদাহরণটির নাম সঞ্চার সাথী অ্যাপ। নামে সাথী হলেও অ্যাপটি বাস্তবে সাধারণ মানুষের না সরকারের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হবে, তা নিয়ে ধন্দ দেখা দিয়েছে। ধোঁয়াশার নেপথ্যে কেন্দ্রীয় টেলিকম দপ্তরের একটি নির্দেশ। যাতে বলা হয়েছে, দেশে তৈরি বা আমদানি করা সমস্ত মোবাইলে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চার সাথী অ্যাপটি আপলোড করতে হবে।

কেন্দ্রের যুক্তি, এই অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আর্থিক জালিয়াতির হাত থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারবেন। পাশাপাশি এই অ্যাপটি মোবাইল ব্যবহারকারীদের সাইবার সুরক্ষা দেবে। তাঁদের মোবাইল কখনও হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে খুঁজে বের করতে অত্যন্ত কার্যকরী হবে অ্যাপটি।

কিন্তু বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার আসলে অ্যাপটির মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারকারীর ওপর গোপনে নজরদারি চালাতে চাইছে। রাশিয়া, উত্তর কোরিয়ার মতো ভারতকে ক্রমশ নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত করা হচ্ছে। যদিও কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দাবি, সঞ্চার সাথী অ্যাপটি মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। কেউ না চাইলে অ্যাপটি ডিলিট করে দিতেই পারেন।

মন্ত্রীর যুক্তি, অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইলে আড়ি পাতা সম্ভব নয়, ফোন কলের ওপর নজরদারিও চালানো যায় না। মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী অ্যাপটি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করতে পারেন। বিজেপি একই কথা বলেছে। যদিও প্রথমে বলা হয়েছিল নতুন মোবাইল তৈরির সময় সঞ্চার সাথী শুধু ইনস্টল করলে হবে না, সেটি যাতে নিষ্ক্রিয় না করা যায়, তার বন্দোবস্তও রাখতে হবে। একমাত্র অ্যাপল এই সিদ্ধান্ত মানতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। তবে বিতর্কের মধ্যেই টেলিকম দপ্তর দাবি করেছে, সঞ্চার সাথী অ্যাপ ডাউনলোডের হিড়িক পড়েছে দেশে। তার জেরে মোবাইলে ওই অ্যাপটি প্রি-ইনস্টল করার পূর্ব নির্দেশিকাও সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কিন্তু তাতে নজরদারির ধোঁয়াশা কাটছে না।

সাইবার বিশেষজ্ঞ সংস্থা ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা অপার গুপ্তার সঞ্চার সাথীকে আধুনিক স্বৈরতন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। বছরখানেক আগে ইজরায়েলের তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়ার দিয়ে ভারতে একাধিক বিরোধী রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকের ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগ উঠেছিল। নোটবন্দি থেকে শুরু করে সমস্ত জরুরি নথি ও পরিষেবার সঙ্গে আধার ও মোবাইল নম্বর লিংক করার বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্তগুলি আসলে একপ্রকার ফাঁদ বলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে।

সরকার সবসময়ই যুক্তি দিয়েছে, চুরি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে এই সিদ্ধান্ত। বাস্তবে সেসব বন্ধ হয়নি। উলটে মানুষের হয়রানি কয়েকগুণ বেড়েছে। যে আধার কার্ডকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বঘটের কাঁঠালি কলায় পরিণত করা হয়েছে, সেই আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে বাম হস্তে মনসাপুজোর মতো আধার কার্ডকে নথি হিসেবে মান্যতা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সঞ্চার সাথী মানুষের হয়রানির তালিকার নতুন সংযোজন বলে অভিযোগ উঠছে। গোপনীয়তার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের মতে মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও দেশের সুরক্ষার নাম করে মানুষের মোবাইলে সঞ্চার সাথী ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে সব মানুষ কোথায় কী করছেন, কী আলোচনা করছেন, কাকে কী মেসেজ পাঠাচ্ছেন, সেসবের ওপর সরকার নজরদারি চালাতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠছে। বাস্তবে অভিযোগটি সত্যি হলে তা ভারতের নাগরিকদের কাছে বড় বিপদ।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট ও আদালত কথা

অনেক টানাপোড়েনের পর সিবিআই কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করল। ব্যাস। তারপর সিবিআই চুপ।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

গত কয়েকবছরের মধ্যে বেশকিছু বাংলা শব্দবন্ধ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মিডিয়ার কল্যাণে। আদালত সংক্রান্ত অনেক খবরই দেখতে পাওয়া যায়, মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই কিংবা ইডি। অন্যদিকে, আদালতে বিচারক কিংবা বিচারপতিদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্বের কথা। সিবিআই এবং ইডিও মাঝে মাঝে বলে, অমুক কেলেঙ্কারিতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র অথবা প্রভাবশালী-যোগ রয়েছে।

মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্ব ইত্যাদি আজকাল খুব প্রচলিত শব্দ হয়ে উঠেছে। এই শব্দগুলো আমজনতার কাছে চরম প্রহেলিকার মতো। একটি বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রে ছোট্ট একটা খবরে চোখ আটকে গিয়েছিল। তাতে লেখা, সন্দেশখালিতে মহিলাদের নির্যাতন ও জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতির দ্বিতীয় রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে পরবর্তী শুনানি।

আচ্ছা, পাঠক বলুন তো, এই মামলায় তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সিবিআইয়ের প্রথম রিপোর্টের কথা আপনাদের কারও মনে আছে? দ্বিতীয় রিপোর্ট যখন জমা পড়ছে, তখন ধরে নিতে হবে, সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির প্রথম রিপোর্টটি নিশ্চয়ই আদালতে পেশ করেছিল। সন্দেশখালিতে গত বছরের ৫ জানুয়ারি সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের ওপর স্থানীয় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাহিনী হামলা চালিয়েছিল। সেই ঘটনার সূত্রে সামনে আসে শাহজাহান বাহিনীর নানা কুকীর্তি।

সামনে আসে সেখানে দিনের পর দিন মহিলাদের ওপর শাসকদলের নেতাদের নির্যাতনের বহু ঘটনা। ওই নারী নির্যাতন এবং জমি দখলের অভিযোগে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করে। মামলার পরের শুনানি আগামী জানুয়ারি মাসে। তার মানে, ইতিমধ্যে দু'বছর কাটতে চলেছে ওই ঘটনার পরে। হয়তো পরের শুনানিতে সিবিআই আবার একটি মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতির তৃতীয় রিপোর্ট জমা দেবে কলকাতা হাইকোর্টে। তারপরেও মামলা কতদিন চলবে, তা দেবা ন জানন্তি...।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে নির্যাতন ও খুনের ঘটনা। সেই ঘটনার পরও দেড় বছর কেটে গিয়েছে। পুলিশ যে তদন্ত শুরু করেছিল, সিবিআই তাতে সিলমোহর দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, ঘটনায় মূল অভিযুক্ত একজনই। তার নাম সঞ্জয় রায়। পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। ডিউটি না থাকলেও যাঁর আরজি কর মেডিকেলে অবাধ যাতায়াত ছিল।

সেই সঞ্জয় রায় এখন শিয়ালদা আদালতের নির্দেশে যাবজ্জীবন বন্দিদশা কাটাচ্ছে। সে অবশ্য ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে আপিল করেছে। নিহত তরুণীর পরিবার কিন্তু পুলিশ এবং সিবিআইয়ের তদন্ত ও শিয়ালদা আদালতের রায়ের ওপর আস্থা রাখেনি। পরিবারটি ছাড়াও অভয়া মঞ্চ, চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন ন্যায়বিচারের দাবিতে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ওই মামলা এখন সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে বিচারাধীন। কবে নিষ্পত্তি হবে, কারও জানা নেই।

সারদা কেলেঙ্কারিতেও সুপ্রিম কোর্টে বারবার বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্বের অভিযোগ উঠেছিল। সিবিআই বা ইডি কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের হদিস করে উঠতে পারেনি। কোনও প্রভাবশালীর টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি সিবিআই বা ইডি। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত ধীরে ধীরে কার্যত শীতঘুমে চলে গিয়েছে। শুধু জেলে পচছেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়।

আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ওই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করেছিল। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় উদ্যোগী হয়ে মামলা করেছিলেন। সেই মামলার শুনানিতে দিনের পর দিন দেখেছি কী রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা! তখন অভয়ার বিচারের দাবিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন চলছিল কলকাতায়। কখনও ধর্মতলায় রাস্তার ওপর, কখনও স্বাস্থ্য ভবনের সামনে খোলা আকাশের নীচে।

আন্দোলনস্থলে অবস্থানরত চিকিৎসকরা উদ্বিগ্ন হয়ে মোবাইলে নজর রাখতেন শুনানির লাইভ স্ট্রিমিং দেখার জন্য। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে জমা পড়ত তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে মুখবন্ধ খামে সিবিআইয়ের রিপোর্ট। প্রধান বিচারপতি বলতেন, এই রিপোর্ট পড়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। এই ঘটনার পিছনে অনেক প্রভাবশালীর হাত রয়েছে। কাউকে ছাড়া হবে না।

তারপর একটা একটা করে কত যে মুখবন্ধ খামে সিবিআইয়ের রিপোর্ট জমা পড়েছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে, তার কোনও হিসেব নেই। সেই সব মুখবন্ধ খামের রিপোর্ট আজ পর্যন্ত দিনের আলো দেখেনি। ভবিষ্যতে দেখবে বলে মনেও হয় না। মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এখন বাড়িতে বসে আরজি করের ওই তরুণী চিকিৎসক এবং তাঁর অসহায় পরিবারের কথা ভাবেন কি না, জানি না।

আসুন, আর একটু পিছিয়ে যাই। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে পড়ছে, সারদা এবং নারদ কেলেঙ্কারির কথা? সারদা কেলেঙ্কারিতেও সুপ্রিম কোর্টে বারবার বৃহত্তর ষড়যন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্বের অভিযোগ উঠেছিল। সিবিআই বা ইডি কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের হদিস করে উঠতে পারেনি। কোনও প্রভাবশালীর টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি সিবিআই বা ইডি। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত ধীরে ধীরে কার্যত শীতঘুমে চলে গিয়েছে। শুধু জেলে পচছেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়।

একই হাল নারদ কেলেঙ্কারির। মাঝে কয়েকজন মন্ত্রী, নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁরা এখন জামিনে মুক্ত। সেই মামলা চলছে আদালতে। কবে শেষ হবে, বলা মুশকিল। এবার আসা যাক রাজ্যে শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি এবং কয়লা পাচার মামলার কথায়। এক্ষেত্রেও আদালত এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি বারবার প্রভাবশালী-যোগের কথা শুনিয়েছে। কিন্তু কোনও সংস্থাই মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি কখনও।

যদিও শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অনেক অভিযুক্ত ইতিমধ্যে জামিনে মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন। সিবিআই এবং ইডি বারবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষকদের চাকরি চুরির অন্যতম মাস্টারমাইন্ড বলে রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু তদন্তের কিনারা এখনও করতে পারেনি। অন্যদিকে, প্রায় সাড়ে তিন বছর জেলে কাটিয়ে জামিন পেয়ে পার্থ এখন কুণাল ঘোষকে ফোন করে সাফাই দিচ্ছেন, আমি চুরি করিনি। আমি মানুষটা অত খারাপ নই।

আবার এই শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের কাকুর বিষয়টা দেখুন। অনেক টানাপোড়েনের পর সিবিআই তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করল। ব্যাস। তারপর সিবিআই একদম চুপ, আদালত চুপ। কেউ আর কোনও কথা বলে না। পরীক্ষার কী হল, রিপোর্ট কী পাওয়া গেল ইত্যাদি নিয়ে আর কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না। আদালতও সিবিআইয়ের কাছে তা নিয়ে আর কখনও জবাবদিহি চায়নি। বরং সিবিআই হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। কালীঘাটের কাকু দিব্যি ঘরবন্দি হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন।

তাই বলছিলাম, এই মুখবন্ধ খামে ইডি, সিবিআইয়ের রিপোর্ট, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র, প্রভাবশালী যোগের মতো শব্দগুলো নানা দুর্নীতির তদন্ত ও মামলায় খুব ক্লিশে হয়ে উঠেছে। এগুলোকে এখন নিছক প্রহসন বলে মনে হয়। আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কান্না সুপ্রিম কোর্টে পেশ হওয়া মুখবন্ধ খামেই গুমরে গুমরে উঠবে। সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের ওপর চরম অত্যাচারের কাহিনীও সিবিআইয়ের মুখবন্ধ খামের ভিতরে থেকে যাবে। সারদা, নারদ, শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতির কুশীলবদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কোনও হদিস কি কখনও পাবে ইডি, সিবিআই?

(লেখক : সাংবাদিক)

আজ

২০১৭
আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা শশী কাপুর।

২০১৭
শিল্পী পুরবী মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি ভেবেছিলাম, দুর্নীতি যারা করেছে ও চাকরি যেভাবে বিক্রি হয়েছে, সেই পুরো সিস্টেমটাকে বিসর্জন দেব। তবে, ডিভিশন বেঞ্চ যদি মনে করে, এভাবেই মানুষকে রক্ষা করতে হবে, তাহলে ঠিকই করেছে। ডিভিশন বেঞ্চ যা ভালো বুঝেছে, সেটাই করেছে। এখানে আমার মত দেওয়ার অধিকার নেই।

- অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ব্যাংকে কেলেঙ্কারি! মধ্যপ্রদেশের একটি গ্রামীণ ব্যাংকের স্টাফরা কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ একটি সাপ ঢুকে পড়ায় হুলুস্থুল কাণ্ড বাধে। প্রাণীটিকে দেখে সকলে দৌড়োতে থাকেন। কেউ চেয়ারে, কেউ টেবিলে উঠে পড়েন। সাপের ভয়ে একজন লকারের ওপর বসে পড়েন।

ভাইরাল/২

মরেও শান্তি নেই! দিল্লির এক হাসপাতালে মৃতদেহ থেকে সোনার গয়না চুরির ভিডিও ভাইরাল। এক বৃদ্ধাকে গুরুতর অবস্থায় সেখানে আনা হয়েছিল। মারা যান তিনি। কিন্তু বডি নেওয়ার সময় গয়না উধাও। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে নার্সের কীর্তি সামনে আসে।

জনমন জনমত

পুলিশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজানোর আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে হারে এই রাজ্যে দুষ্কৃতীদের অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়েছে তাতে অত্যাধুনিকভাবে পুলিশি ব্যবস্থাকে না সাজালে দুষ্কৃতীদের অসামাজিক কার্যকলাপের মোকাবিলা করা এবং রোধ করা মোটেই সম্ভব নয়।

প্রথমত, সমাজবিরোধীরা অপরাধ করার সময় যথেষ্ট উন্নত ও অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে সেই ব্রিটিশ আমলের থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও পুরোনো রিভলভার রয়েছে, যা দিয়ে দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করা আদৌ সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এগুলি একেবারেই অচল। যদিও পুলিশের হাতে কিছু আধুনিক অস্ত্র এসেছে কিন্তু তা একেবারে অপর্যাপ্ত এবং দুষ্কৃতী মোকাবিলার জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ থানায় প্রয়োজনের তুলনায় গাড়ির সংখ্যা অনেক কম। তাছাড়া বহু থানায় পুরোনো গাড়ি মেরামত করে চালানো হচ্ছে। ফলে অপরাধের খবর পেয়ে ওইসব পুরোনো গাড়ি করে সময়মতো পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারছে না। তাই প্রতিটি থানায় আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন দ্রুতগামী গাড়ি পর্যাপ্ত সংখ্যায় দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত যাতে সঠিক গতি পায়, দুষ্কৃতীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি মহামান্য আদালত থেকে পায় সেজন্য তদন্তকারী অফিসারদের নিয়মিত বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়াও আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলির সংস্কারসাধন করা বিশেষ প্রয়োজন।

বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
মিলনপল্লি, ইসলামপুর।

কোচবিহার থেকে হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু বিমান পরিষেবা চাই

কোচবিহার-কলকাতা উড়ান বন্ধ হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু কোচবিহারবাসীর প্রয়োজন হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু বিমান পরিষেবা। উত্তরবঙ্গে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা না থাকায় কোচবিহার থেকে প্রতিদিন প্রচুর রোগী হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা করাতে যান। সেক্ষেত্রে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সকালের ফ্লাইট ধরতে হলে এঁদের একদিন আগে শিলিগুড়ি গিয়ে থাকতে হয়। তাতে সময় ও অর্থ দুই-ই নষ্ট হয়। রোগী নিয়ে হয়রানিও কম হয় না। সপ্তাহে দু'-তিনদিন হলেও এই পরিষেবা চালুর ব্যাপারে যৌথভাবে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

কোচবিহারবাসীর প্রকৃত উপকার করতে হলে রাজনীতি-বিবাদ না করে হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু বিমান পরিষেবা চালু করা নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উদ্যোগী হোক। তাতে যদি রানওয়ে বড় করতে হয়, পরিকাঠামো উন্নত করতে হয় সেটা কেন্দ্রীয় সরকার করুক।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অন্য এক লড়াইয়ে সবাইকে সঙ্গী চাই

হাতে হাত রাখলে বহু কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। সম্প্রতি বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস আবারও সেই বার্তা দিল।

অরিত্র রায়

সমাজে আমরা প্রায়ই 'প্রতিবন্ধী' শব্দটিকে দুর্বলতার প্রতীক মনে করি, কিন্তু প্রতিদিন অগণিত বাধার মুখোমুখি হওয়া এই মানুষগুলোই সবচেয়ে শক্তিমান। তাঁদের মধ্যে কেউ চোখের আলো হারিয়েছেন, কেউ হুইলচেয়ারে জীবনযাপন করছেন, আবার কেউ কথার উচ্চারণে আটকে যান— তবুও সকলের স্বপ্ন আছে, নিজের জায়গা তৈরি করার সাহস আছে।

প্রতিবন্ধকতার অসুবিধার চেয়েও বড় অসুবিধা হল সমাজের ভুল মানসিকতা। অনেকে তাঁদের দিকে করুণা নিয়ে তাকায়, যেন তাঁরা কিছু করতে পারেন না। তাঁদের প্রয়োজন করুণা নয়, বোঝাপড়া এবং সম্মান। সমাজের এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের মনকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। 'আহা-উঁহু' বলে সহানুভূতি প্রদর্শন নয়, পরিবর্তন আসে হাতে হাত রেখে পাশে দাঁড়ালে।

এই কঠিন যুদ্ধের মাঝে প্রকৃত বিশেষভাবে সক্ষমরা এক ভয়ানক শত্রুর মুখোমুখি। ভুয়ো প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটধারীরা সংখ্যায় বাড়ছে। যে সার্টিফিকেট একজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কঠিন বাস্তবতার প্রতীক, তাকেই অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অনেকে সরকারি সুবিধা, চাকরির রিজার্ভেশন, বা আর্থিক সাহায্য পাওয়ার লোভে ভুয়ো সার্টিফিকেট বানাচ্ছে। এর ফলে একজন প্রকৃত দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থী, একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী তরুণ বা একজন লার্নিং ডিজেবিলিটিতে ভোগা শিশুর সুযোগ ও অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। একজন প্রকৃত প্রতিবন্ধী দিনের

সহমর্মী।। 'তারে জমিন পর' সিনেমার একটি দৃশ্য।

পর দিন নিজেকে প্রমাণ করে বাঁচে, অথচ তার সুযোগটি পেয়ে যাচ্ছে একজন স্বাভাবিক মানুষ, যে শুধু কাগজে-কলমে 'প্রতিবন্ধী'। ভুয়ো সার্টিফিকেটধারীরা শুধু আইন ভাঙছে না, তারা এমন একটি শ্রেণির মানুষদের ক্ষতি করছে, যারা সমাজের সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় বেঁচে আছে।

একজন প্রতিবন্ধী প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার নিজের খরচ, চিকিৎসা ও প্রয়োজন বাড়ে। তবুও সরকার তার ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধী পরিচয়ের পরিবর্তে পরিবারের আয় দেখে টাকা বা স্কলারশিপ দেয়। এটা কোথায় যেন অন্যায়। কারণ প্রতিবন্ধকতার কষ্ট পরিবারের আয় দেখে কমে না; ওষুধ, থেরাপি, এবং অন্যান্য প্রয়োজন একই থাকে। জীবনের সত্যিটা খুব কঠিন। বিশেষভাবে সক্ষমদের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা থাকা উচিত সমাজ আর দেশের হাতে। কিন্তু বাস্তবে তাকে নির্ভর করতে হয় সেই পরিবারের ওপর, যা চিরস্থায়ী নয়। সরকার যদি একটুও ভেবে থাকে, তবে সাহায্য ও সুযোগ সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। কোনও অধিকারকে পরিবারের আয় দিয়ে মাপা বা কোনও লড়াইকে কাগজের সংখ্যার সঙ্গে বেঁধে রাখা আক্ষরিক অর্থেই অমানবিক।

'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস' কোনও বক্তৃতার দিন নয়, এটি এক নীরব সত্য। দিনটি সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলে : 'আজ আমরা সত্যিই মানুষ, নাকি শুধু মানুষ হওয়ার অভিনয় করে চলছি দিনের পর দিন?' আমাদের অন্ধত্ব চোখে নয়, চিন্তায়; বধিরতা কানে নয়, বিবেকে; পঙ্গুত্ব শরীরে নয়, আমাদের ব্যবহারে। আমরা সহানুভূতি দেখাই, কিন্তু সম্মান এবং পরিচয় দিতে এখনও কুণ্ঠাবোধ করি। এই দিনটি আমাদের ঘুম ভাঙানো এক চপেটাঘাত, যা বলে 'আমরা কি সত্যিই তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছি, নাকি শুধু দূর থেকে করুণার চোখে দেখছি?'

(লেখক অক্ষরকর্মী। বিশেষভাবে সক্ষম। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৯

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। নৌকার মাঝি অথবা বোকা লোক ৩। আবুল ফতে জালালউদ্দিন মহম্মদকে আমরা যে নামে চিনি ৪। গান্ধারির বাবা ৫। কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ৭। জলে ধুয়ে জামাকাপড় পরিষ্কার করা ১০। বড় সামুদ্রিক প্রাণী ১২। অকস্মাৎ বা হঠাৎ ১৪। স্বপ্নের ঘোরে শিশুদের হাসিকান্না ১৫। লক্ষ্মণ যার নাক কেটে দিয়েছিলেন ১৬। হাঁটুর ওপরের অংশ।

উপর-নীচ : ১। যে ফল গাছে পেকেছে ২। যে কন্দ রান্নায় লাগে ৩। এই জিভ আকারে খুবই ছোট ৬। প্রেয়ার বা প্রার্থনা করা ৮। রান্নার হাতার ছোট সংস্করণ ৯। বিয়ের সম্বন্ধ চূড়ান্ত করার অনুষ্ঠান ১১। এক ধরনের মিষ্টি ১৩। পৃথক করে রাখা।

সমাধান ■ ৪৩০৮

পাশাপাশি : ২। অনাবিল ৫। টুকলি ৬। কনকপ্রভ ৮। বড়ি ৯। আম ১১। কুটকচাল ১৩। সাধনা ১৪। পারিজাত।

উপর-নীচ : ১। চাটুকার ২। অলি ৩। বিমান ৪। সুলভ ৬। কড়ি ৭। কদম ৮। বটুক ৯। আল ১০। মেঘনাদ ১১। কুক্কুট ১২। চাকরি ১৩। সাত।

বিন্দুবিসর্গ

সোনালিদের ফেরাতে ‘মানবিক’ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংক্রান্ত এক অত্যন্ত সংবেদনশীল ও মানবিক মামলায় এবার হস্তক্ষেপ করল দেশের শীর্ষ আদালত। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ গর্ভবতী সোনালি খাতুন এবং তাঁর আট বছর বয়সি শিশুপুত্রকে বাংলাদেশ থেকে অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে ‘মানবিকতার খাতিরে’ সোনালি ও তাঁর শিশুপুত্রকে ফেরাতে রাজি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারও। সরকারি নিয়ম মেনেই সোনালিদের দেশে ফেরানো হবে। সেই কথা এদিন সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। বাংলাদেশ আদালত সোনালি বিবিকে মুক্তি দিয়েছে। তবে তিনি এখনও আছেন ওই দেশেই। সোনালিদের কবে ভারতে ফেরানো হবে, সেটা অবশ্য এদিন স্পষ্ট হয়নি।

সোনালি খাতুন ওরফে সোনালি বিবি ও তাঁর সন্তানকে কিছুদিন আগেই সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই মহিলার গর্ভধারণের বিষয়টি এবং সন্তানের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে অদ্ভুত আইনি জটিলতা তৈরি হয়। ঘটনাটি শীর্ষ আদালতের নজরে আসার পরেই বিচারপতিরা দ্রুত শুনানির ব্যবস্থা করেন এবং সরকারের কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চান।

শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট কঠোর ভাষায় মন্তব্য করে জানায়, ‘বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে।’ বিচারপতিদের মতে, ‘আইন ও প্রোটোকল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং এক শিশুর জীবনের অধিকার ও মানবিক মর্যাদার চেয়ে তা বড় হতে পারে না।’ আদালত নির্দেশ দেয়, মানবতা হল আইনের চেয়েও বড় ভিত্তি এবং এই দুর্বল দুই ব্যক্তির সুরক্ষাই এখন প্রশাসনের প্রধান কর্তব্য।

সোনালিকে সবরকম চিকিৎসা সহায়তা এবং তাঁর পুত্রের জীবনধারণের জন্য রাজ্যকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, সোনালিকে বীরভূমে তাঁর বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। বীরভূমের চিফ মেডিকেল অফিসারকে তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে রাজ্য সরকারকে। ১২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। আদালতের নির্দেশের পর, সোনালি ও তাঁর সন্তানকে দ্রুত বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার। তাদের ভারতে প্রবেশ ও যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। প্রথমে তাঁদের নিয়ে আসা হবে দিল্লিতে। পরে পাঠানো হবে বীরভূমের বাড়িতে।

সুপ্রিম রায়

- বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে
- আইন গুরুত্বপূর্ণ হলেও জীবনের অধিকার ও মানবিক মর্যাদার চেয়ে তা বড় নয়
- মানবতা আইনের চেয়েও বড় ভিত্তি এবং এই দুর্বলের সুরক্ষাই প্রশাসনের প্রধান কর্তব্য
- সোনালিকে সবরকম চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি তাঁর পুত্রের জীবনধারণের জন্য রাজ্যকে সহযোগিতা করতে হবে

নজরে তেল, প্রতিরক্ষা ও ভূ-রাজনীতি

আজ ভারত সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বিষয়গুলি পর্যালোচনার পাশাপাশি কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

ভারত তেল ও অস্ত্রের ব্যাপারে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। ট্রাম্পের হুমকি, পশ্চিমী দেশগুলির আপত্তির জন্য ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমিয়েছে বটে, কিন্তু বন্ধ করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া শুল্কের বোঝা কমাতে ও ট্রাম্পকে খুশি রাখতে ভারত কিছুটা আমেরিকার দিকেও ঝুঁকেছে। অন্যদিকে, পুতিনের সফরের আগেই ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতেরা এদেশের একটি প্রথম সারির ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে যৌথভাবে পুতিনকে তুলোধোনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, গোটা বিশ্ব চায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হোক। রাশিয়াই শান্তি চায় না। রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য মাথাব্যথা বাড়িয়েছে নয়াদিল্লির। এই পরিস্থিতিতে পুতিন আসছেন। পশ্চিমী দেশগুলির পাশাপাশি মস্কো ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে নয়াদিল্লির ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টার পরীক্ষা কিন্তু চলবে আগামী দু-দিন।

পুতিনের ভারত সফর তেল ও প্রতিরক্ষার পাশাপাশি ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। এদিক থেকে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক নতুন করে সংজ্ঞায়িত হওয়ার একটি সুযোগ তৈরি করেছে এই সফর। এবার দেখে নেওয়া যাক মূল বিষয়গুলি।

জনসংখ্যায় ভারত বিশ্বে প্রথম। জনগণের বিপুল চাহিদা মেটাতে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কম দামে ভারত অপরিশোধিত তেল কিনছে রাশিয়া থেকে। জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই দিল্লিকে এটি করতে হয়েছে। সেজন্য ভারতীয় পণ্যের ওপর বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে মোট শুল্কের হার ৫০ শতাংশ করেছে ট্রাম্প সরকার।

মোদি-পুতিন বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য, অপরিশোধিত তেলের দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ নিশ্চিত করা। তৃতীয় দেশের চাপ (মার্কিন নিষেধাজ্ঞা) থেকে ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে রক্ষা করতে একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করাও।

পুতিনের সঙ্গে মোদির আলোচনায় এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স-এর নয়া সংস্করণ সরবরাহ ও রাশিয়ার তৈরি যুদ্ধবিমানের আপগ্রেড করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে। সূত্রের খবর, রাশিয়া এস-ইউ ৫৭ স্টিলথ ফাইটার জেটও ভারতকে বিক্রি করতে আগ্রহী।

অপরদিকে রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারি বজায় রাখা এবং আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ রাখা নয়াদিল্লির উদ্দেশ্য।

পুতিনের জন্য ৫ স্তরের নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফরে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় থাকছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিসের উচ্চ প্রশিক্ষিত কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন এনএসজি কমান্ডোরা। থাকছে স্নাইপার, ড্রোন, জ্যামার ও এআই পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। খবর, চার ডজনেরও বেশি বিশেষ রুশ নিরাপত্তারক্ষী দিল্লিতে এসেছেন। পুতিনের গাড়ি যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে যাবে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন দিল্লি পুলিশ। বিশেষ ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালানো হবে। যাতায়াতের পথজুড়ে থাকবেন স্নাইপাররা। থাকছে জ্যামার, এআই নজরদারি, ফেসিয়াল রেকগনিশন ক্যামেরাও। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রতিটি দল কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখবেন।

পুতিনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দেখভাল করবে রুশ প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিস। পুতিনের সেই বিলাসবহুল ভারী সাঁজোয়া লিমুজিন অরাস সেনাট গাড়ি মস্কো থেকে দিল্লিতে আনা হয়েছে।

‘সেবাতীর্থ’ তকমা পিএমও দপ্তরের

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বাড়ির ঠিকানার পরে এবার নামও বদলে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দপ্তরের। পিএমও-র নতুন নাম হচ্ছে ‘সেবাতীর্থ’। নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকের ৭৮ বছরের পুরোনো পিএমও স্থানান্তরিত হয়ে সেন্ট্রাল ভিস্তায় নির্মীয়মাণ তিনটি ভবনের নতুন কমপ্লেক্সে যাচ্ছে বলে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে। বায়ুভবনের কাছে ‘এগজিকিউটিভ এনক্লেভ ওয়ান’-এর তিন ভবনের একটিতে হবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, যার নাম ‘সেবাতীর্থ’। বাকিগুলির নাম হবে ‘সেবাতীর্থ-২’ ও ‘সেবাতীর্থ-৩’, যেখানে থাকবে ক্যাবিনেট সচিবালয় ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দপ্তর। সরকারের দাবি, সরকারি কর্মীদের মধ্যে ‘জনসেবা’র চেতনা ছড়িয়ে দিতেই এই নামকরণ। ১৪ অক্টোবর থেকে স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৬ সালে রেস কোর্স রোডের নাম বদলে হয়েছিল ‘লোককল্যাণ মার্গ’।

রকেট স্লেড পরীক্ষায় পাশ ভারত

চেন্নাই, ৩ ডিসেম্বর : প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত বুধবার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। ডিআরডিও এদিন দেশের প্রথম ‘হাই-স্পিড রকেট স্লেড’ পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার এই সাফল্য ভারতকে বিশ্বের সেই বিশেষ অভিজাত ক্লাবভুক্ত করল, যাদের

নিজস্ব এই অত্যাধুনিক পরীক্ষামূলক পরিকাঠামো রয়েছে।

এই এইচএসআরএস ব্যবস্থাটি সুপারসনিক গতিতে উড়ন্ত বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রের উপাদানগুলির মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্ণাটকের চাল্লাকেরে স্থিত পরীক্ষার কেন্দ্রে এই ঐতিহাসিক কাজটি সম্পন্ন হয়। এই সাফল্যের ফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির জন্য এখন আর বিদেশি নির্ভরতা থাকবে না, যা দেশের সামরিক আত্মনির্ভরতার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পাক চর সন্দেহে গ্রেপ্তার আইনজীবী

গুরুগ্রাম, ৩ ডিসেম্বর : পেশায় আইনজীবী হলেও কাজ করতেন নাকি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে! অন্তত পুলিশের সন্দেহ এমনটাই। হরিয়ানার নুহ-এর আইনজীবী মোহাম্মদ রিজওয়ান খানের গ্রেপ্তারির পর পাকিস্তানি গুপ্তচরবৃত্তির তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, রিজওয়ান পাকিস্তান-ভিত্তিক হ্যান্ডলারদের নির্দেশ মতো একাধিকবার অমৃতসর সফর করেছেন।

তদন্তে জানা আরও জানা গিয়েছে, রিজওয়ান হাওয়ালার মাধ্যমে প্রায় ৪১ লাখ টাকা সংগ্রহ করেছেন। তিনি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আইএসআই অপারেটিভদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সংগৃহীত অর্থ তিনি পঞ্জাবের জলন্ধরের অজয় অরোরাকে সরবরাহ করতেন, যিনি নিজেও এখন গ্রেপ্তার। কমিশনের বিনিময়ে এই কাজটি করতেন রিজওয়ান।

বাবার কোলে চেপে শবরীমালা মন্দিরে যাচ্ছে এক খুদে ভক্ত। বুধবার কেরলের পাথানামথিত্তায়।

সঞ্চার সাথী আর বাধ্যতামূলক নয়

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বিতর্কের জেরে শেষমেশ সঞ্চার সাথী নিয়ে পিছু হটল কেন্দ্র। বুধবার কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘সঞ্চার সাথীর গ্রহণযোগ্যতা ক্রমাগত বেড়ে চলায় সরকার ঠিক করেছে এই অ্যাপটি আগে থেকে ইনস্টল করা মোবাইল নির্মাতাদের জন্য আর বাধ্যতামূলক নয়।’ এরপরই পূর্ববর্তী নির্দেশটি প্রত্যাহারই করে নেয় কেন্দ্র। বুধবার টেলিকম দপ্তর জানিয়েছে, এতদিন দৈনিক ৬০ হাজারের মতো ডাউনলোড হচ্ছিল অ্যাপটি। কিন্তু বিতর্কের আবহে আচমকা তা ১০ গুণ বেড়ে প্রায় ৬ লক্ষে পৌঁছেছে। টেলিকম দপ্তরের সচিব নীরজ মিত্তাল জানান, নির্দেশিকাটি প্রত্যাহারের কারণ হল অ্যাপটি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। একদিনে ৬ লক্ষ নাগরিক ওই অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন। কাজেই এই অ্যাপটিকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন নেই।

এদিন প্রেস বিবৃতি আসার আগে লোকসভাতেও কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়ে দেন, মানুষ যদি সত্যিই আপত্তি তোলেন, তাহলে নির্দেশিকাটি সংশোধন করতে সরকার প্রস্তুত। ২৮ নভেম্বর টেলিকম দপ্তরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, সমস্ত ফোন নির্মাতা যেন তাদের নতুন ফোনগুলিতে আগে থেকে সঞ্চার সাথী অ্যাপটি ইনস্টল করে রাখে। ওই অ্যাপটি ডিলিট করা যাবে না, সরিয়েও ফেলা যাবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়। তার জেরে দেশজুড়ে শুরু হয় বিতর্ক। সরকার সঞ্চার সাথীর মাধ্যমে নজরদারি চালাতে চাইছে বলে অভিযোগও ওঠে। সিন্ধিয়া অবশ্য দাবি করেন, ব্যবহারকারীর পছন্দ না হলে তিনি ফোন থেকে অ্যাপটি মুছে দিতে পারবেন। কিন্তু তাতে বিতর্ক থামেনি। এদিন লোকসভায় সিন্ধিয়া দাবি করেন, ‘সঞ্চার সাথী ব্যক্তিগত তথ্যের নাগাল পায় না। সঞ্চার সাথী অ্যাপের মাধ্যমে নজরদারি চালানো সম্ভব নয়। অন্য যে কোনও অ্যাপের মতোই এই অ্যাপটিও আমি ডিলিট করে দিতে পারি।’ তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার রয়েছে। সবাই যাতে এই অ্যাপটির সুবিধা পান তার জন্যই নতুন হ্যান্ডসেটে প্রি ইনস্টল করতে বলেছি। মানুষ কীভাবে এই অ্যাপটি গ্রহণ করছেন, তার ওপর সাফল্য নির্ভর করছে।’

ডাউনলোডের হিড়িক

আরাবল্লি নিয়ে সোনিয়ার নিশানায় মোদি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : রাজধানীর ভয়াবহ দূষণ মোকাবিলায় কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এবার এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। বুধবার একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত এক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি অভিযোগ করেন, মোদি সরকার আরাবল্লি পর্বতমালার মৃত্যু পরোয়ানায় প্রায় সই করে ফেলেছেন। তাঁর অভিযোগ, পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অশুভ ঔদাসীন্য দেখিয়েছে কেন্দ্র। সোনিয়ার দাবি, কেন্দ্র ‘ফরেস্ট (কনজারভেশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০’ এবং ‘ফরেস্ট কনজারভেশন রুলস, ২০২২’-এ যে সংশোধনীগুলি সংসদে বুলডোজ করে পাশ করিয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের একটি নতুন সংজ্ঞার ফলস্বরূপ, আরাবল্লি পর্বতমালার ১০০ মিটারের কম উচ্চতার প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা খননকার্যের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে, যা বেআইনি খননকারী এবং মাফিয়াদের জন্য উন্মুক্ত আক্রমণ। তাঁর সাফ কথা, ‘আরাবল্লি পর্বতমালা থর মরুভূমি থেকে গাঙ্গেয় সমভূমিতে মরুভূমি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে এবং দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘এই সময় যখন রাজধানী প্রতি বছর দূষণের শিকার হচ্ছে, তখন সরকারের এমন পদক্ষেপ পরিবেশের প্রতি গভীর ও ক্রমাগত অবজ্ঞার প্রতিফলন।’ গত এক দশকের পরিবেশ আইন ও নীতি পরিবর্তনে জরুরি পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছেন সোনিয়া। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ৬৯২ কিমি বিস্তৃত আরাবল্লি পর্বতমালা। উত্তর ভারতের দিল্লি থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ হরিয়ানা পেরিয়ে পশ্চিম ভারতের রাজস্থান ডিঙিয়ে গুজরাটে শেষ হয়েছে ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল এই পর্বতমালা।

ছেলে সহ ৪ জন খুন, ধৃত

চণ্ডীগড়, ৩ ডিসেম্বর : তার চেয়ে বেশি সুন্দর হলেই মহিলার ঈর্ষা গিয়ে পড়ত তার ওপর। ঈর্ষা থেকে নিজের ছেলে সহ চারজনকে জলে চুবিয়ে মেরে ফেলেছিল হরিয়ানার পানিপতের মাঝবয়সি মহিলা পুনম। এমনই অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। নিজের ছেলেকে বাদ দিলে বাকি তিনজনের প্রত্যেকেই তার আত্মীয়ের সন্তান। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত অপরাধ স্বীকার করেছে। সে জানিয়েছে, সে চায় না কেউ তার চেয়ে বেশি সুন্দর দেখাক।

শ্লোক আওড়ে চমকাল কিশোর

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর : সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে গোটা বিশ্বের নজর কেড়ে নিল এক বিস্ময় কিশোর। দেবব্রত মহেশ রেখে নামের মারাঠি ওই কিশোর একটানা ২,০০০ বৈদিক মন্ত্র নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করে এক বিরল কৃতিত্ব স্থাপন করেছে। এই সাফল্যের জন্য সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকেও ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। দুই নেতাই তারিফ করেছেন কিশোরের জ্ঞান, নিষ্ঠা ও প্রাচীন দেশীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টার। দেবব্রতর কৃতিত্ব তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে।

গুলির লড়াইয়ে হত ১২ মাওবাদী, শহিদ ৩ জওয়ান

বিজাপুর, ৩ ডিসেম্বর : ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে যৌথবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে মৃত্যু হল অন্তত ১২ জন মাওবাদীর। বুধবার সকালে পশ্চিম বস্তার ডিভিশনে এক বড় অভিযানে বিজাপুর ও দান্তেওয়াড়া জেলার সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। তাতে নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর গেরিলারা ছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর তিনজন জওয়ান নিহত হয়েছেন।

এদিন সকাল ৯টা নাগাদ দান্তেওয়াড়া-বিজাপুরের ডিআরজি, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), সিআরপিএফ এবং কোবরা কমান্ডোদের যৌথ বাহিনী গভীর জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান শুরু করলে বাধা দেয় মাওবাদীরা। দিনভর দফায় দফায় গুলি বিনিময় চলে দু’পক্ষের। এতে হেড কনস্টেবল মনু ভাদাদি এবং কনস্টেবল দুকারু গোন্দে ও রমেশ সোদি শহিদ হন। সোমদেব যাদব নামে আরেক জওয়ান আহত হলেও তিনি আশঙ্কামুক্ত। বিজাপুরের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, অভিযানটি ‘নির্ণায়ক পর্যায়ে’ রয়েছে এবং মাওবাদীদের বিরুদ্ধে ‘আক্রমণাত্মক’ পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয়েছে এবং এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। সংঘর্ষ এখনও চলছে।

এনকাউন্টারের স্থান থেকে ১২ জন মাওবাদী ক্যাডারের মৃতদেহ এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র (এসএলআর, .৩০৩ রাইফেল) উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। বস্তার রেঞ্জের আইজি সুন্দররাজ পি জানিয়েছেন, সূর্যাস্তের পরেও মাওবাদী বিরোধী অভিযান অত্যন্ত তীব্রভাবে চলছে।

এই এনকাউন্টারের ফলে চলতি বছরে ছত্তিশগড়ে নিহত মাওবাদীর সংখ্যা বেড়ে ২৭০-এ পৌঁছাল, যার মধ্যে ২৪১ জনই বস্তার ডিভিশনের। অভিযান শেষ হলে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।

ছত্তিশগড়

কল্যাণকে জবাব বৈষ্ণোর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে রেল ও মেট্রোর প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্য পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বুধবার লোকসভায় রেলমন্ত্রী বলেন, রেলমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের লাগাতার অসহযোগিতার কারণেই একাধিক মেট্রো করিডরের কাজ থমকে গিয়েছে। রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ায় মেট্রো প্রকল্প থেকে রেল লাইনের কাজ আটকে রয়েছে বাংলায়। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের অসহযোগিতা সত্ত্বেও আগের চেয়ে বরাদ্দ ৩ গুণ বেড়েছে। নতুন প্রকল্পগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু আছে। কলকাতা শহরতলিতে মেট্রো প্রকল্প সম্প্রসারণের বিষয়ে রেলমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন কল্যাণ। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ জানতে চেয়েছিলেন, হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা আদৌ চালু হবে কিনা। এর জবাবে স্পষ্ট করে অবশ্য কিছু বলেননি বৈষ্ণো।

তিনি জানিয়েছেন, কলকাতায় মেট্রো প্রকল্প শুরু হয় ১৯৭২ সালে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৪২ বছরে মেট্রো সম্প্রসারণ হয় ২৮ কিলোমিটার। সেখানে ২০১৪ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৪৫ কিলোমিটার মেট্রো সম্প্রসারণ হয়েছে। বৈষ্ণো জানান, কলকাতা ও তার আশেপাশে এই মুহূর্তে ৪টি মেট্রো করিডরের কাজ চলছে। রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণ সমস্যার জন্য সেই কাজ আটকে রয়েছে। জমি সমস্যার কথা আগেও একাধিকবার রাজ্যকে জানিয়েছিল রেল।

বন্যায় বিপর্যস্ত চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে চলছে যাতায়াত। বুধবার।

বিস্ফোরক ইমরানের বোন

মুনির ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চান

ইসলামাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : দাদা ইমরান খান বেঁচে আছেন। আদিয়ালা জেলে বন্দি দাদাকে মঙ্গলবার দেখে এসেছেন বোন উজমা খান। ইমরানের তিন বোনের অন্যতম আলিমা খান এবার পাক সেনাপ্রধান তথা সিডিএফ আসিম মুনিরকে নিয়ে মারাত্মক মন্তব্য করলেন। আলিমা বলেছেন, ‘আসিম মুনির ভারতের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ চান। আসিম উগ্র ইসলামপন্থী, ভীষণভাবে রক্ষণশীল। এই কারণেই তিনি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মরিয়া।’

আলিমার কথায়, ‘আসিমের চরমপন্থী ইসলামিক চিন্তাধারা ও রক্ষণশীল মনোভাবই তাঁকে সেই সব লোকের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য করে, যাঁরা ইসলামে বিশ্বাসী নন।’

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সম্পর্কে আলিমার দাবি, তাঁর দাদা একজন বিশুদ্ধ উদারপন্থী। ইমরান সম্পর্কে আলিমার মন্তব্য, ‘উনি ক্ষমতায় এসে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলেন। এমনকি বিজেপির সঙ্গেও। অন্যদিকে আসিম মুনিরের মতো মৌলবাদী ক্ষমতায় থাকলে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবেনই। তাতে ভুগতে হবে ভারতের বন্ধুদেশগুলিকেও।’ আলিমা ইমরানকে দেশের ‘সম্পদ’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর মুক্তির জন্য পশ্চিমী দেশগুলির কাছেও আহ্বান জানান।

ফের হারানো বিমানের খোঁজে মালয়েশিয়া

কুয়ালালামপুর, ৩ ডিসেম্বর : বিমান চলাচলের ইতিহাসে এক গভীর রহস্য মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এমএইচ৩৭০-এ। ১১ বছর আগে ২৩৯ জন যাত্রী নিয়ে কুয়ালালামপুর থেকে বেজিং যাওয়ার পথে বিমানটি নিরুদ্দেশ হয়।

একাধিকবার বিশাল তল্লাশি অভিযান চালানো হলেও বিমানের মূল ধ্বংসাবশেষের খোঁজ মেলেনি। তবে এবার মালয়েশিয়ার সরকার সেই রহস্যের জট খুলতে ফের নতুন করে তল্লাশি শুরু করার ইঙ্গিত দিয়েছে।

মালয়েশীয় পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন বিশ্লেষণে একটি নির্দিষ্ট এলাকার দিকে ইঙ্গিত মিলেছে, যেখানে ধ্বংসাবশেষ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

নতুন অভিযান সফল হলে প্রায় এক যুগ অপেক্ষার পর যাত্রীদের পরিবারগুলি অবশেষে মানসিক শান্তি খুঁজে পাবে। সারা বিশ্বের নজর এখন এই অভিযানের দিকে, যা হয়তো বিমান চলাচলের ইতিহাসে এই দীর্ঘতম রহস্যের পর্দা সরাতে পারে।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকায় বাদ দিনমজুর

মুরতুজ আলম

সামসী, ৩ ডিসেম্বর : কাঁচা বাড়ি রয়েছে। পার্মানেন্ট ওয়েটিং লিস্টে নামও ছিল। কিন্তু বাংলার বাড়ি প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকায় নাম নেই দিনমজুর আজাদ হোসেনের। অথচ তাঁর কাঁচা বাড়ির ছবি দেখিয়ে পাকা বাড়ি থাকা দুটি পরিবার প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকায় নাম তুলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে চাঁচল-১ ব্লকের মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাতলামারি গ্রামে। এক্ষেত্রে 'কলকাঠি' নাড়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হাবিবা খাতুনের স্বামী কংগ্রেসের মুক্তার আলির বিরুদ্ধে। যথারীতি ওই কংগ্রেস নেতা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমা শাসক ঋত্বিক হাজরা।

পেশায় দিনমজুর আজাদ হোসেন একটি কাঁচা বাড়িতে থাকেন স্ত্রী আমেলা বিবিকে নিয়ে। তাঁর দাবি, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের পার্মানেন্ট ওয়েটিং লিস্টে নাম

> আমার বাড়ির দেওয়াল কাঁচা মাটির। উপরের ছাউনিতে টালি রয়েছে। শুধু বারান্দায় দুটো পাকা ইটের খুঁটি। আমি যোগ্য হয়েও বঞ্চিত হলাম মুক্তারের জন্য। বিষয়টি ব্লক অফিসে জানালেও তদন্ত হয়নি।
>
> **আজাদ হোসেন**
> উপভোক্তা

ও আইডি নম্বর ছিল। কিন্তু গত মাসে শেষ সমীক্ষার পর যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে তাঁর নাম নেই। তাঁর অভিযোগ, সমীক্ষার সময় তিনি বাড়িতে না থাকার সুযোগ নিয়ে মুক্তার প্রতিবেশী দুজনকে তাঁর বাড়ির সামনে এবং পিছনে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলান। যাঁদের ছবি তোলা হয়েছিল, চূড়ান্ত তালিকায় ওই দুজনের নাম রয়েছে। ওই দুজনের পাকা বাড়ি রয়েছে বলেও তাঁর অভিযোগ। মারাত্মক অভিযোগ, বিডিও অফিসে এই সংক্রান্ত অভিযোগ করার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আজাদ বলেন, 'আমার বাড়ির দেওয়াল কাঁচা মাটির। উপরের ছাউনিতে টালি রয়েছে। শুধু বারান্দায় দুটো পাকা ইটের খুঁটি। আমি যোগ্য হয়েও বঞ্চিত হলাম মুক্তারের জন্য। বিষয়টি ব্লক অফিসে জানালেও তদন্ত হয়নি।' যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মুক্তার বলছেন, 'কংগ্রেস করি বলে তৃণমূল ষড়যন্ত্র করে আমাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে।'

তবে মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন বলছেন, 'প্রকৃত উপভোক্তা যাতে প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ না পড়ে, তাই বিষয়টি প্রশাসনকে দেখতে বলা হয়েছে।' অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন চাঁচলের মহকুমা শাসক ঋত্বিক হাজরা।

পৃথিবীর পাঠশালা

শিশুর কানে কানে কথায় মস্তিষ্কের বিকাশ

বাবা-মা যখন শিশুর সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলেন, তখন তা শুধু আদর নয়, এটি তার মস্তিষ্কের বিকাশে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। শান্ত এবং ধীর লয়ের কথা মস্তিষ্কের শ্রবণ, আবেগ এবং স্মৃতিশক্তির সঙ্গে যুক্ত অংশগুলিকে উদ্দীপিত করে। উচ্চস্বরে ভয় পায় শিশুরা। বরং শান্ত ও নরম কণ্ঠস্বরকে তারা নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত করে, যা হয়ে ওঠে তাদের আস্থার ভিত। মৃদু, সুরেলা কথা বলা প্রাথমিক ভাষা বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের মৃদুস্বরে কথা শিশুকে শেখায়, ভাষা শুধু শব্দ নয়, এটি স্নেহ ও নিরাপত্তার সঙ্গেও যুক্ত।

দ্রুত ভিডিও মনোযোগ কমায়

এটা রিলসের যুগ। কিন্তু গবেষণা বলছে, শর্টফর্মের ভিডিওগুলি দেখতে মজা লাগলেও এগুলি মস্তিষ্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই দ্রুতগতির ভিডিওগুলি আপনার মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে নষ্ট করে। অতিরিক্ত স্ক্রলিং আপনার মনোযোগের সময় কমিয়ে দিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আবেগের ভারসাম্যকেও প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্ক্রিনটাইম সীমিত রাখুন এবং বই পড়া বা ধাঁধার মতো মানসিকভাবে উদ্দীপক কাজে নিজেকে যুক্ত করুন। কীভাবে এই দ্রুত ভিডিওগুলি আপনার মনের ওপর প্রভাব ফেলছে, তা জানা আপনার মেধার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সকালে লেবু-মধুতে চর্বিমুক্তি

সকালের একটি সাধারণ অভ্যাস আপনার যকৃতের স্বাস্থ্য এবং চর্বি হজমের ক্ষমতাকে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। ইয়েল ইউনিভার্সিটির গবেষণা বলছে, ২১ দিন ধরে খালি পেটে লেবু ও মধু মিশিয়ে পান করলে ৬৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর যকৃতে থাকা চর্বি কমেছে এবং তা তার কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। সকাল ৬টার দিকে যখন শরীর প্রাকৃতিকভাবে দূষণমুক্তির জন্য সবচেয়ে প্রস্তুত থাকে, তখন এটি পান করা সবচেয়ে ভালো। লেবুতে থাকা ভিটামিন-সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যকৃতের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে। মধুতে থাকা প্রাকৃতিক এনজাইমগুলি জোরদার করে হজম ও বিপাক প্রক্রিয়াকে। এক গ্লাস হালকা গরম জলে অর্ধেক লেবুর রস ও এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করার এই রুটিনটি নিয়মিত মেনে চললে আপনার হজমশক্তি বাড়বে এবং শরীর থাকবে সতেজ।

ছুটির দিনে ঘুম হৃদয়ের রক্ষাকবচ

সপ্তাহের শেষে কিছুটা বেশি ঘুমানো শুধু মন ভালো করে না। এই অভ্যাস আপনার হৃদযন্ত্রকেও সুরক্ষা দিতে পারে। ৯০ হাজার মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, যাঁরা ছুটির দিনে বেশি ঘুমিয়ে সাপ্তাহিক ঘুমের ঘাটতি পূরণ করেন, তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি ১৯ শতাংশ পর্যন্ত কম হয়। সপ্তাহের ব্যস্ততার কারণে ঘুমের যে ঘাটতি হয়, এই অতিরিক্ত বিশ্রাম তা পুষিয়ে দিতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত ঘুমের সময় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রদাহ কমানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন হয়, যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। যদিও বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি প্রতিদিনের পর্যাপ্ত ঘুমের বিকল্প নয়, তবুও ব্যস্ত জীবনযাপনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক কৌশল।

নেপালের চায়ের মান পরীক্ষা হয় না

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : ভারতের বাজারে নেপালের চা আমদানি আটকাতে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে পারছে না চা পর্ষদ। এমনকি ওই দেশের চায়ের গুণগত মান পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পপতিদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। তাঁদের অভিযোগ, বারবার আর্জি জানানো হলেও ভারতে নেপালের চা আসা বন্ধ করতে পদক্ষেপ করছে না টি বোর্ড এবং রাজ্য সরকার। এছাড়া নেপালের চা পরীক্ষা এবং ভেজাল চা রপ্তানি আটকাতে রাজ্যের তরফে ভারত-নেপাল সীমান্তে একাধিক ল্যাবরেটরি তৈরির ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হয়নি। এক্ষেত্রে শ্রম দপ্তর এবং রাজ্যের টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। শ্রম দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা পার্থ বিশ্বাস বলছেন, 'ল্যাবরেটরি তৈরির বিষয়টি রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে।'

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে জমা দেওয়া টি বোর্ডের একটি হলফনামায় দেখা গিয়েছে, ২০২৫ সালে নেপালের চায়ের ৪৩টি নমুনার মধ্যে ২২টিই ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। দার্জিলিং চায়ের লেবেল সেঁটেও নেপালের চা ভারতের বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হচ্ছে। টি বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, নেপাল চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ভারতে ১৫.৯৫ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করেছে। যার মধ্যে এফএসএসএআই-এর গুণগত মান পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় ২৭ হাজার ৫৭০ কেজি চা বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করা হয়েছে।

রহস্যজনক মৃত্যু ছাত্রের

লালবাগ, ৩ ডিসেম্বর : প্রতিবেশী জেলা মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার বৈষ্ণবনগরের একটি বেসরকারি স্কুলের ৯৪ জন ছাত্র মুর্শিদাবাদ শহরে এসেছে শিক্ষামূলক ভ্রমণে। বুধবার হাজারদুয়ারি সহ অন্য ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে পরিদর্শন করে ছাত্ররা। এ পর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটে যায় বিপত্তি। দুপুরে সকলে হোটেলে খাবার খাওয়ার জন্য এসে হাজির হলেও অনুপস্থিত ছিল মেহমুদ রেজা (১৩)। তাকে বাসে বসে থাকতে দেখেন বাসকর্মীরা। তাঁদের দাবি, বাসের মধ্যে হঠাতই অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায় মেহমুদ। বাস কন্ডাকটর টেলিফোন করে ঘটনাটি জানান শিক্ষক সেলিম শেখকে। স্কুল শিক্ষকরা তড়িঘড়ি একটি টোটো করে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মেহমুদকে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। পরবর্তীতে পুলিশের তরফে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে পৌঁছে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত ছাত্রের আত্মীয় মাহফিজুর রহমান। তিনি বলেন, 'এমন ঘটনা আমরা মেনে নিতে পারছি না। কীভাবে একটি তরতাজা ছেলে এভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, বুঝতে পারছি না।'

দেহ উদ্ধার

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : সাইকেল সারাইয়ের দোকানে মেকানিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বুধবার বালুরঘাট শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে সাহেব কাছারিতে এই ঘটনা ঘটেছে। মৃত শংকর দাস (৫৪) সাহেব কাছারির মণিমালা এলাকার বাসিন্দা। এদিন সকালে পাশের এক দোকানি তাঁর দোকান খুলতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখতে পান। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলায় তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেটে কোচবিহারের ছেলে

বাংলা দলে সাগ্নিক

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : বাংলা ক্রিকেট দলে সুযোগ পেল কোচবিহারের সাগ্নিক কর। চলতি মরশুমে সে অনূর্ধ্ব-১৬ বাংলা দলের হয়ে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে খেলবে। বহুদিন বাদে কোচবিহার জেলা থেকে কোনও ক্রিকেটার বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ায় জেলার ক্রীড়া মহলে খুশির হাওয়া। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলছেন, 'কোচবিহারে ক্রিকেটের পরিকাঠামো আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে। ভালো অনুশীলন হচ্ছে। ফলে এখান থেকে ক্রিকেটার হিসেবে বাংলা দলে সুযোগ পাচ্ছে অনেকে। আগামীতে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে। পাশাপাশি সাগ্নিক অনেক ভালো খেলবে বলে আমরা আশাবাদী। ওর জন্য গর্বিত।'

কোচবিহারের বাবুরহাট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সাগ্নিক। ছোট থেকেই ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে সে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত ক্রিকেট খেলছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইতিমধ্যে অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব-১৮ জেলা দলেও খেলেছে। কঠোর পরিশ্রম শেষে রাজ্য দলে সুযোগ

> আমার এখন লক্ষ্য বাংলা দলের হয়ে নিজের সেরাটা দেওয়া। সেজন্য অনুশীলন করছি।
>
> **সাগ্নিক কর**

করে নিয়েছে। মঙ্গলবার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের (সিএবি) যুগ্ম সচিব মদনমোহন ঘোষ বাংলা দলের তালিকা প্রকাশ করেন। ওই তালিকাতেই রয়েছে সাগ্নিকের নাম। যা জানতে পেরে উচ্ছ্বসিত নবম শ্রেণির এই ছাত্র। সাগ্নিকের কথায়, 'আমার এখন লক্ষ্য বাংলা দলের হয়ে নিজের সেরাটা দেওয়া। সেজন্য অনুশীলন করছি।' কোচবিহার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বোলার সাগ্নিকের বাবা সন্টু কর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত। ছেলের সাফল্যে সন্টু বলছেন, 'ছেলে ভালো খেলুক সেটাই প্রার্থনা করি।'

ওড়িশার কটকে আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। প্রথম দিনই অসমের বিরুদ্ধে নামবে বাংলা দল। জয় ছিনিয়ে আনতে এখন কঠোর অনুশীলন চলছে। কোচবিহার জেলা থেকে অতীতে অনন্ত রায়, শুভম সরকাররা বাংলা দলে খেলেছেন। দীর্ঘদিন পর সাগ্নিক সেই সুযোগ পেয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার দাবি, কোচবিহার স্টেডিয়ামে ইন্ডোর ক্রিকেটের অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট কোনও মরশুম নয়, সারাবছরই ক্রিকেটের অনুশীলন হচ্ছে। বোলিং মেশিনের সাহায্যেও অনুশীলন চলে। যে কারণে সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে।

পুলিশকে দুষে কটাক্ষ মীনাক্ষীর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ ডিসেম্বর : বাংলা বাঁচাও যাত্রা-য় বুধবার মালদায় ঢুকলেন সিপিএমের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, রাজ্য কমিটির সদস্য শতরূপ ঘোষ সহ অন্যরা। সাদলিচকের পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মীনাক্ষী আক্রমণ করেন পুলিশকে। রাজ্যজুড়ে নৈরাজ্যের পরিবেশ চলছে বলে অভিযোগ করেন। বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় পুলিশ প্রশাসন সিপিএমের কর্মীদের হেনস্তা করছে, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দিচ্ছে।' তবে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'তৃণমূল পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সিপিএম কর্মীদের চাপে রাখার চেষ্টা করছে, আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করছে কিন্তু এটা সফল হবে না।'

গত ২৯ নভেম্বর থেকে তুফানগঞ্জ থেকে কামারহাটি পর্যন্ত সিপিএম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'। এদিন গাজোলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। সেদিনই হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় সকাল থেকে কর্মসূচি ছিল সিপিএমেরও।

হরিশ্চন্দ্রপুরের সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়। ভালুকা বাজার, কোরিয়ালি বাজার হয়ে এই পদযাত্রা হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের শহিদ মোড় এলাকায় প্রবেশ করে। সেখানে পথসভায় মীনাক্ষী,

হরিশ্চন্দ্রপুরে সিপিএমের বাংলা বাঁচাও যাত্রা। বুধবার।

শতরূপ ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুমিত দে, জামির মোল্লা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরের শহিদ মোড়ের সভায় দাঁড়িয়ে শতরূপ কড়া ভাষায় জেলার তৃণমূল নেতা রহিম বক্সী, সাবিনা ইয়াসমিন থেকে শুরু করে মমতাকেও আক্রমণ করেন। তৃণমূলকে চোরের দল বলে সম্বোধন করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেস এবং সিপিএমের দখলে। সেখানে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা পেতে গেলে কোনও টাকা দিতে হয় না। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের দখলে। সেখানে রাজ্য সরকারের যে প্রকল্পগুলো রয়েছে, সেগুলির সুবিধা পেতে গেলে নেতাদের এবং শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের টাকা দিতে হয়।' এরপরে শহিদ মোড় থেকে এই পদযাত্রা তুলসীহাটা কুশিদা হয়ে চাঁচল বিধানসভায় প্রবেশ করে।

যদিও এমন অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূলের হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক কমিটির সভাপতি তবারক হোসেন চৌধুরী। তিনি বলেন, 'সিপিএমের পায়ের তলায় কোনও মাটি নেই, তারা রাজ্যে শূন্য হয়ে গিয়েছে। তাই এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছে। এলাকায় সরকারি প্রকল্প পেতে গেলে কোনও টাকা দিতে হয় না। আর পুলিশও কোনও দলের রাজনৈতিক কর্মীকে হেনস্তা করে না।'

নির্দেশ নমোর

প্রথম পাতার পর

বৈঠকে উপস্থিত সাংসদদের সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি বলেছেন, এবার আর কোনও ঢিলেমির রাস্তা নেই, তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইটা হবে সংগঠনের শেষ স্তর পর্যন্ত।

এসআইআর নিয়ে অসন্তুষ্টির কথাই সাংসদরা শুনেছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখে। মোদির সঙ্গে বঙ্গের সাংসদদের বৈঠকের দিন বিকেলে আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হাতে ছিল একগাদা নথি। তিনি রাজ্যের নির্বাচনি দপ্তর সম্পর্কে একগুচ্ছ নালিশ ঠোকেন বলে জানা গিয়েছে।

তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে শুভেন্দু বোঝান, এসআইএর-এ ব্যাপক গরমিল হচ্ছে। পরে রাতে বিজেপির কেন্দ্রীয় দুই নেতা সুনীল বনসল ও ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু। ওই বৈঠকেও বলা হয়, এসআইআর চলাকালীন নেতারা যেন এমন মন্তব্য না করেন যাতে নীচুতলার কর্মীদের মনোবলে ধাক্কা লাগে।

আগামী ২০ ডিসেম্বর বাংলায় আসার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। রানাঘাটে জনসভা করার কথা রয়েছে। তাতে মনে হচ্ছে, মতুয়া এলাকায় বিশেষ নজর দিতে চাইছে বিজেপি। এদিনের বৈঠকে মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মোদি বলেন, 'খগেন মুর্মুর ওপর যা হয়েছে, তা যে কারও ওপর হতে পারে। এই ধরনের প্রবণতা ভয়ংকর। আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

হামলার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিবরণও জানতে চান তিনি। উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে সাংসদরা অভিযোগ জানান, কেন্দ্রের পাঠানো আর্থিক অনুদান রাজ্য সরকার তা সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি। বৈঠকের পর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, 'বাংলায় আমরা ইতিমধ্যেই বুথ লেভেলের বৈঠক শুরু করেছি। গতবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমাদের পুরো সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বুথ লেভেলে কিছু ভুল হয়েছিল। সেই ভুল আমরা আর করব না। দেখবেন, এবার আমাদের বড় বড় নেতারা বুথে গিয়ে বৈঠক করবেন।'

বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিতি, নিজ লোকসভা এলাকায় জনসংযোগ এবং সমাজমাধ্যমে জনপ্রিয়তা ও ফলোয়ার সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে সাংসদদের রিপোর্ট কার্ড। সেই মূল্যায়নে 'ফার্স্ট বয়'-এর তকমা পেয়েছেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে 'ফার্স্ট বয়' হয়েছেন শান্তনু ঠাকুর।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন এসআইআর-এর ওপর। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রত্যাশিত সাফল্য না আসায় সেই ক্ষত এখন শুকোয়নি। ২০২৬ সালের আগে বাংলায় জয়ের রূপরেখা নিজ হাতে আঁকতে তাই নিজেই মাঠে নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সাংসদদের নির্দেশ দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির সুফল বাংলার মানুষের না পাওয়ার দায় সরাসরি তৃণমূলের ওপর চাপিয়ে প্রচার করতে হবে। সেই প্রচারে সমাজমাধ্যমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশও দেন।

পুড়ল বাড়ি

মানিকচক, ৩ ডিসেম্বর : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মানিকচকের ভূতনিতে ছাই হয়ে গেল দুটি বাড়ি। পাশাপাশি ওই দুটি বাড়ি দুই ভাইয়ের। আসবাবপত্র, নগদ টাকা সবই পুড়ে গিয়েছে। ভূতনি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুলিনটোলায় জগন্নাথ মণ্ডল ও তাঁর ভাইয়ের দুটি বাড়ি রয়েছে। স্থানীয়দের অনুমান, জগন্নাথের বাড়ির রান্নাঘর থেকে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে গিয়ে দুটি বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালানোর পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

জন্মদিবস

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ ডিসেম্বর : হরিশ্চন্দ্রপুরে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবস পালন করল এসইউসিআইয়ের শিশু-কিশোরদের সংগঠন কমসমল। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার শিব মন্দিরপাড়ায় কমসমলের কার্যালয়ে ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

প্রৌঢ়ার মৃত্যুতে চর্চায় এসআইআর আতঙ্ক

তুফানগঞ্জ ও কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : ভোটার কার্ডে পদবির বানান ভুল থাকায় এসআইআর আতঙ্কে হাচনা বিবি (৫৮) নামে এক প্রৌঢ়া আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা জানাজানি হতেই রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে তুফানগঞ্জের মধ্য বালাভূত এলাকায় শোয়ার ঘর থেকে হাচনার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আধার কার্ডে তাঁর নাম 'হাচনা বিবি' থাকলেও ভোটার কার্ডে নাম ছিল 'হাচনা রিবি', যা নিয়েই বিভ্রান্তি।

পরিবারের দাবি, পদবি ভুল থাকায় তিনি এসআইআর-এর আতঙ্কে ভুগছিলেন। ভোটার কার্ডে থাকা পদবি সংশোধনের চেষ্টাও করছিলেন। কিন্তু সংশোধন না হওয়ায় আতঙ্কে তিনি আত্মঘাতী হন। ২০০২ সালের ভোটার কার্ডের তালিকায় তাঁর নাম ছিল। সেখানেও 'হাচিনা রিবি' উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে থাকা ভোটার কার্ড দিয়েই এতদিন তিনি ভোট দিয়েছিলেন বলে পরিবারের দাবি। তবে গোটা ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই প্রৌঢ়া এসআইআর-এর বিষয়টি ভালোভাবে জানতেন না। সামাজিক মাধ্যমেও তাঁর বিশেষ সংযোগ ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মধ্য বালাভূতের মতো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা তিনি। তাঁর মধ্যে এসআইআর-এর আতঙ্ক ঢুকল কীভাবে? স্থানীয় স্তরে কেউ তাঁকে ভুল বোঝানোর ফলে তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন বলে তদন্তকারীদের একাংশ মনে করছেন। তবে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেছেন, 'দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

হাচনার স্বামী আশরাফুল শেখ বলেন, 'স্ত্রীর ভোটার কার্ডে নামের পদবি ভুল থাকায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। আমাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এমনটাই বলত। বারবার বোঝানো সত্ত্বেও এসআইআর-এর আতঙ্কে ও আত্মহত্যা করল।' হাচনার বৃদ্ধ স্বামী ও দুই ছেলে ইটভাটায় কাজ করেন। মঙ্গলবার প্রতিদিনের মতো বাজারে গিয়েছিলেন স্বামী। বাড়ি তখন ফাঁকা ছিল। বাজার থেকে ফিরে ডাকাডাকি করেও স্ত্রীর কোনও সাড়া না মেলায় ঘরের দরজা খুলতেই হাচনার ঝুলন্ত দেহ চোখে পড়ে। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

চেয়ারম্যান পদ বিক্রি হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই ভিডিও-তে আবার 'ঘোষ তত্ত্ব' নিয়ে সরব হতে দেখা গিয়েছে বৈশিষ্ট্যকে। দুজন ঘোষ নাকি এই কাটমানির খেলা খেলছেন। এই দুজন ঘোষ কে? এব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়েছিল বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে। ভিডিও-তে তিনি যে ওই কথা বলেছেন, তা যেমন বর্ষীয়ান এই নেতা অস্বীকার করেননি, তেমনই আবার দুই ঘোষ কারা, সেব্যাপারে মন্তব্যও করতে চাননি।

তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, মহদিপুরের এক প্রভাবশালী ঘোষের সঙ্গে পুরাতন মালদার শহর তৃণমূল কংগ্রেসের আরেক 'ঘোষ' পদবির নেতার নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। বৈশিষ্ট্যর ইঙ্গিত হয়তো সেই দুজনের দিকেই, মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের শহর কমিটির সভাপতি বিভূতিভূষণ ঘোষ এসব কাটমানির অভিযোগ উড়িয়ে বলেন, 'কাটমানি আমরা কখনও দিইনি এবং নিইনি। কাটমানি দিয়ে কে চেয়ারম্যানের পদে এগিয়ে রয়েছে সেটা তিনিই (বৈশিষ্ট্য) বলতে পারবেন। আমার সেটা জানা নেই।'

বিজেপি আবার বলছে, এসবই তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। আর সেইসঙ্গে চেয়ারম্যান নিয়ে দরাদরির অভিযোগ সত্যি হতে পারে বলেও মত তাঁদের। বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক সভাপতি প্রতাপ সিংহ বলেন, 'অর্থের বিনিময়ে চেয়ারম্যান পদ বিক্রির ক্ষেত্রে দালালচক্র নিয়ে বৈশিষ্ট্যর বক্তব্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর তৃণমূল নেতারা তো গোষ্ঠীকোন্দলে ডুবে রয়েছেন।'

দলীয় নেতার এমন বিস্ফোরক মন্তব্যের পর পুরাতন মালদা তৃণমূলের অন্দরে বড়সড়ো ফাটল আরও স্পষ্ট হল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণার আগেই এই 'কাটমানি', 'দালালচক্র' এবং 'ঘোষ তত্ত্ব' নিয়ে বিতর্ক পুরাতন মালদার স্থানীয় রাজনীতিতে ঘাসফুল শিবিরে তীব্র অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে।

দুর্নীতি মানলেও মানবিক কোর্ট

প্রথম পাতার পর

আমাদের লক্ষ্য চাকরি দেওয়া, চাকরি কেড়ে নেওয়া নয়।'

সিঙ্গল বেঞ্চে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায় দিয়েছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এখন বিজেপি সাংসদ। বুধবার তিনি বলেন, 'গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাতে কেলেঙ্কারি ছিল। সেই কারণে আমি পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকে বাতিল করেছিলাম। তবে ডিভিশন বেঞ্চ নিশ্চয়ই কিছু চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' সংসদের ক্যান্টিনে বসে তিনি বলেন, 'কোন বিচারপতি কী রায় দেবেন, সেটা শুধু আইনি ফ্যাক্টরের ওপর নয়, তিনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন, সেটার ওপরও অনেক সময় নির্ভর করে। আমি আপসহীন পরিবারের ভাবধারায় বড় হয়েছি। তাই আমি সেই ধরনের রায় দিয়েছিলাম।'

ওই রায় দেওয়ায় রাজ্যের শাসক শিবির তখন তাঁর কম সমালোচনা করেনি। তবে বুধবার পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাননি মমতা। তাঁর কথায়, 'আমি এই মুহূর্তে অতীতের রায় নিয়ে বা কারও সম্পর্কে কিছু বলব না। আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের চাকরি বেঁচেছে- এটাই বড় কথা। আনন্দের কথা। বিচার বিচার অনুযায়ী হবে, আদালতকে আমরা সম্মান করি।'

বুধবার ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বলা হয়েছে, অনিয়মের কারণে সকলকে ভুগতে হলে নির্দোষদের প্রতি অবিচার হবে। ৯ বছর চাকরি করার পর তা বাতিল হলে কর্মরত শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের অস্তিত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'চাকরি করার সময় এই প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। পরীক্ষকদের অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বা টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে বলেও তেমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

এই পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের মন্তব্য, 'কয়েকজন অসফল প্রার্থীর জন্য গোটা প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে দেওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষের ভুলের দায় নির্দোষদের ওপর চাপানো উচিত নয়। নতুন করে নিয়োগের নির্দেশ দিলে সেটা 'ফেয়ার প্লে' হবে না।' অন্যদিকে, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে এসএসসি সংক্রান্ত রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কার্যত।

তাঁর কথায়, 'আজকের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের আগের রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, তাও কি ভুল ছিল?' মুখ্যমন্ত্রী এই রায় শুনে প্রকাশ্যে কাউকে দোষারোপ না করলেও তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়কে 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলে সমালোচনা করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী।

অভিজিতের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত দাবি করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার একই সুরে বলেন, 'ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে প্রমাণ হল একক বেঞ্চ সঠিক রায় দেয়নি।' যদিও ভিন্ন সুর সিপিএমের গলায়। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এই রায় আসলে ইডি, সিবিআইয়ের মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারীকে স্বস্তি দেওয়া। শুভেন্দুর মাধ্যমে তৃণমূলের আমলে যাঁরা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই বেঁচে গেলেন।'

১৪১ পাতার নির্দেশনামায় বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ। ১৪০ পাতার ১৯০ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়েছে, তদন্তের পর সিবিআই নিশ্চিত হয়েছিল, ২৬৪ জন প্রার্থীকে অতিরিক্ত ১ নম্বর দেওয়া হয়েছিল। ৯৬ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁরা চাকরিতে রয়েছেন। তার মানেই জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত প্রতারণা ও অপ্রমাণিত দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ ছাড়া গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় না। তবে তদন্ত যেমন চলছে, তেমন চলবে বলে আদালত জানিয়েছে।

এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন অসফল পরীক্ষার্থীদের আইনজীবীরা। মূল মামলাকারীর আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, 'মূল বিষয় ছিল আবেগ। এখানে দুর্নীতির জয় হয়নি। আমরা এবার সুপ্রিম কোর্টে যাব।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'চাকরি বাঁচল বটে। কিন্তু দিনের শেষে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিটা প্রশ্রয় পেয়ে গেল।'

(তথ্য সহায়তা : পরাগ মজুমদার)

ধর্মস্থানে হাত দিতে

প্রথম পাতার পর

যদিও তাঁর ভাষায়, 'কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হাত লাগানো হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রীর বয়ানকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।' ভাষণে প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়, তাঁর নিশানায় ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রসঙ্গ ছিল এসআইআর। তিনি বলেন, অমিত শা'র ইচ্ছা অনুসারে এসআইআর হচ্ছে। ভোটের আগে সরকারি কর্মীদের ব্যস্ত রেখে উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন অমিত শা। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না।'

তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'আমি কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না। কাউকে পুশব্যাকও করতে দেব না। আজকে আমি ভোট চাইতে আসিনি। আপনাদের মনের দুশ্চিন্তা দূর করতে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। আমি আপনাদের পাহারাদার। আপনারা কেউ ভয় পাবেন না।'

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমি এসআইআর কিংবা সেন্সাস-এর বিরুদ্ধে নই। আমি বলেছি সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে করতে।' সব নাগরিকের এসআইআর ফর্ম পূরণের উপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দেন, আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে 'মে আই হেল্প ইউ' নামে গোটা রাজ্যে ক্যাম্প করবে তৃণমূল। সেখানে এসআইআর সম্পর্কিত সব সমস্যায় সাহায্য করা হবে।

তৃণমূল নেত্রী অভিযোগ করেন, একসময় নোটবন্দি আর এখন এসআইআর-এর নামে ভোটবন্দি করতে সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে বাংলায় ৩৯ জন মারা গিয়েছে। তিনজন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশেই চাপ সহ্য করতে না পেরে মারা যাচ্ছেন বিএলও-রা।

ছোট্ট তারা

রায়গঞ্জ শহরের ৪ বছরের খুদে নৃত্যশিল্পী সৃজা মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র নৃত্য, নজরুল নৃত্য ও ক্রিয়েটিভ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার পেয়েছে।

দিনভর বাসের আকাল

মুখ্যমন্ত্রীর সভায় রিজার্ভ, যাত্রী ভোগান্তি

হরষিত সিংহ

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য দিনভর হয়রানির শিকার হলেন সাধারণ মানুষ। বুধবার গাজোলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। সেই সভায় যোগ দিতে মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যাতে সাধারণ মানুষ পৌঁছাতে পারেন, সেজন্য তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বেসরকারি বাস থেকে শুরু করে ছোট ও বড় গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল। ফলে সব রুটে এদিন অন্যদিনের তুলনায় বাসের সংখ্যা বেশ কম ছিল। গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে পরিবহণের একটি অন্যতম মাধ্যম হল বাস। কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুটে সরকারি বাস চলাচল করলেও অধিকাংশ রুটে সরকারি বাস চলাচল করে না বললেই চলে। তাই জেলার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে যাওয়ার জন্য সবাই বেসরকারি বাস পরিষেবার ওপর নির্ভর করেন। ফলে এদিন সকাল থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যাত্রীদের দুর্ভোগের ছবি ধরা পড়েছে।

বিভিন্ন রুটে সরকারি বাসের সংখ্যা একইরকম ছিল। প্রতিদিন কর্মসূত্রে ও অন্য প্রয়োজনে যেমন বহু মানুষ বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে আসেন তেমনি শহরের বহু মানুষ গ্রামীণ এলাকায় যান। বেশিরভাগ মানুষ বাসে যাতায়াত করেন। কিন্তু এদিন সকাল থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বেসরকারি বাস চলাচল না করায় এই সকল মানুষকে নাজেহাল হতে হয়।

বুনিয়াদপুরের বাসিন্দা কৌশিক রজক মালদা শহরে চাকরি করেন। তিনি বাসে যাতায়াত করেন। বুধবার বেসরকারি বাস কম থাকায় তাঁকে সমস্যায় পড়তে হয়। তাঁর কথায়, ‘প্রতিদিন বেসরকারি বাসে যাতায়াত করি। মালদা থেকে বুনিয়াদপুরে প্রচুর বাস চলাচল করে। কিন্তু এদিন বাস কম থাকায় অফিস আসার সময় সমস্যায় পড়তে হয়েছে। অফিসে ঢুকতেও দেরি হয়েছে।’

> মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য প্রায় প্রতিটি রুটের কিছু কিছু বাস ভাড়া করা হয়েছিল। আমাদের কিছু অতিরিক্ত বাস ছিল, সেগুলি এদিন বিভিন্ন রুটে চালানো হয়েছে। ফলে যাত্রীদের কোনও সমস্যা হয়নি।
>
> **অনন্ত চক্রবর্তী**
> *গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি*

> প্রতিদিন বেসরকারি বাসে যাতায়াত করি। মালদা থেকে বুনিয়াদপুরে প্রচুর বাস চলাচল করে। কিন্তু এদিন বাস কম থাকায় অফিস আসার সময় সমস্যায় পড়তে হয়েছে। অফিসে ঢুকতেও দেরি হয়েছে।
>
> **কৌশিক রজক**
> *বুনিয়াদপুরের বাসিন্দা*

হয়রানি

- গাজোলে মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বেসরকারি বাস থেকে শুরু করে ছোট ও বড় গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল
- অন্যদিন মালদা জেলার সব রুট মিলিয়ে প্রায় ৪০০টি বেসরকারি বাস চলাচল করলেও এদিন মাত্র ২০০টি বাস ছিল
- বাস কম থাকায় সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ পোহাতে হয়

কেউ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন অপেক্ষায়, কেউ আবার ঠেলে উঠলেন ভিড় বাসে। বুধবার রথবাড়ি মোড়ে।

গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রায় ২৫০টি বাস রিজার্ভ করা হয়েছিল। কিছু অতিরিক্ত বাস মিলিয়ে এদিন প্রায় ২০০টি বাস চলাচল করেছে। যা অন্যদিনের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। ফলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাধারণ যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

যদিও গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনন্ত চক্রবর্তীর দাবি, ‘মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য প্রায় প্রতিটি রুটের কিছু কিছু বাস রিজার্ভ করা হয়েছিল। আমাদের কিছু অতিরিক্ত বাস ছিল সেগুলি এদিন বিভিন্ন রুটে চালানো হয়েছে। ফলে যাত্রীদের কোনও সমস্যা হয়নি।’

এদিন সকাল থেকে অনেককে দেখা যায় শহরের রথবাড়ি ও সুকান্ত মোড়ে বাসের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ট্রেনে মালদা টাউন স্টেশন পর্যন্ত এসেছেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। কিছু কিছু রুটে বাস চলাচল করলেও প্রায় ৩০ মিনিট বা এক ঘণ্টা পরপর একটি করে বাস যাচ্ছিল। সেই বাসগুলিতে অন্যদিনের তুলনায় ভিড়ও বেশি ছিল। ফলে অনেকে বিশেষত মহিলারা বাসে উঠতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। পাকুয়ার বাসিন্দা সুমিত্রা বর্মন বলেন, ‘সকালে ডাক্তার দেখাতে শহরে এসেছিলাম। বাস খুব কম চলছে। দুটি বাসে এত ভিড় ছিল যে, উঠতে পারিনি। কীভাবে বাড়ি পৌঁছাব সেই কথা ভাবছি।’

বাড়ছে মানুষ ও গাড়ির সংখ্যা

পার্কিং-জটে নাভিশ্বাস মালদা শহরের

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, কেজে সান্যাল রোডের মতো মালদার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার একাধিক জায়গায় বেআইনি পার্কিং। সমস্যার এখানেই শেষ নয়, রথবাড়ি বাজারের প্রবেশপথ, ডিসিআর মার্কেট, মকদুমপুর বাজারের সামনে মোটরবাইকের জটলা সবসময়। যার প্রভাব পড়ছে শহরের প্রধান সড়কগুলিতে। শহরজুড়ে বাড়ছে তীব্র যানজট। এক সময়ের গতিশীল শহর যেন ক্রমেই শ্লথ হয়ে পড়ছে। নির্বিকার পুরসভা ও ট্রাফিক পুলিশ।

বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে গড়ে ওঠেনি দেড়শো বছরেরও বেশি সময়ের পুরোনো মালদা শহর। ইংরেজ শাসকদের হাতে তৈরি এই শহর মূলত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়া। ঘিঞ্জি রাস্তাঘাট, মূল সড়ক অনেকটায় অপ্রশস্ত। সময়ের সঙ্গে বেড়েছে জনসংখ্যা এবং শহরের পরিধি। উত্তরবঙ্গের করিডর হয়ে উঠেছে এই শহর। বর্তমানে মালদা শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৫ লক্ষেরও বেশি। আকাশ ছুঁতে চাইছে বহুতলের সারি। মূল সড়কের দুই ধার দখল করে ফেলেছে বহুজাতিক সংস্থার মলগুলি। বিভিন্ন কাজের সুবাদে প্রত্যেকদিন আরও মানুষ ভিড় জমান। স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে যানবাহনের সংখ্যা। সবকিছুর আধুনিকীকরণ হলেও রাস্তাঘাটের বদল ঘটেনি সেভাবে। গড়ে তোলা হয়নি পর্যাপ্ত পার্কিং জোন। পুরোনো হাসপাতাল ছাড়া বাকি পার্কিং লটগুলির বেশিরভাগ রয়েছে রাস্তার উপর। শহরজুড়ে বেলাগাম টোটো আর যানবাহনের দাপট অপ্রশস্ত রাস্তায় সৃষ্টি করছে যানজট। ৫ মিনিটের পথের দূরত্ব চলতে সময় লাগছে ১০ থেকে ১৫ মিনিট। কখনও তার চেয়েও বেশি সময় লেগে যায়। চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সাধারণ পথচারী থেকে বিভিন্ন কাজে এই শহরে পা রাখা মানুষদের।

শহরের বাসিন্দা নরেন্দ্রনাথ সাহার অভিযোগ, ‘রবীন্দ্র অ্যাভিনিউজুড়ে তো রাস্তার উপরেই পার্কিং চালাচ্ছে পুরসভা। রাস্তার উপরে মোটরবাইক রাখার চার্জ ঘণ্টায় ১০ টাকা। শপিং মলগুলোর নিজস্ব পার্কিং নেই। যার ফলে শহরে বাড়ছে যানজট।’ বাপন দাস নামে এক বাসিন্দার বক্তব্য, ‘রথবাড়ি ফোর লেন এখন সরকারি ও বেসরকারি বাসের পার্কিং। গুরুত্বপূর্ণ ১ নম্বর ও ২ নম্বর লেনে দাঁড়িয়ে থাকে সারিসারি বাস, সরকারি গাড়ি। ট্রাফিক পুলিশ মোটর বাইকচালকদের হেলমেটের কেস দেওয়া ছাড়া কোনও কাজ করে না। তাহলে যানজট সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে?’

কোথায় সমস্যা

- সময়ের সঙ্গে বেড়েছে জনসংখ্যা ও যানবাহন, চওড়া হয়নি রাস্তা
- শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রাস্তার ওপর বেআইনি পার্কিং
- রথবাড়ি ফোর লেনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকছে বাস ও সরকারি গাড়ি
- প্রত্যেকদিনের যানজটে ভোগান্তি শহরবাসীর, সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পুরসভার

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলছেন, ‘মালদা শহরের কলেবর যেভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে, তাতে মানুষের সঙ্গে বাড়ছে যানবাহনের মাত্রাতিরিক্ত চাপ। পুরসভার তরফে ফাঁকা জায়গাগুলিকে কাজে লাগিয়ে ছোট ছোট অনেক পার্কিং লট তৈরি করেছি। আমাদের লক্ষ্য রয়েছে শহরে বেশ কয়েকটা বহুতল পার্কিং জোন তৈরি করার। এনিয়ে আমাদের পরিকল্পনার কথা জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।’ যানজট নিয়ন্ত্রণ ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব, মনে করিয়ে দিচ্ছেন কৃষ্ণেন্দু।

নাড়ু, চানাচুর, আচারের স্টল দিয়েছেন সোনালি, মাম্পিরা। কর্ণজোড়ায়।

বাধা পেরিয়ে বাঁচার লড়াই

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : ওঁদের মধ্যে কারও কানে পৌঁছায় না প্রিয়জনের ডাক, কেউ আবার কোনওদিন প্রাণভরে পৃথিবীর সৌন্দর্যটাই উপভোগ করার সুযোগ পাননি। কয়েকজনের শরীরে আবার বাসা বেঁধেছে থ্যালাসিমিয়া। কিন্তু তা বলে কি জীবন থেমে থাকে! নিজেদের অক্ষমতা কিংবা রোগ কোনওটাই ওঁদের নতুন কিছু করার উদ্যম থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। ওঁরা বলতে সোনালি মণ্ডল, সংগীতা পাল, মাম্পি দাস, অনুজ ঘোষ, কঙ্কণ রায়দের মতো অনেকে। ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। সেই উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় সূর্যোদয় হোমে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল থেকেই তাঁরা ছিলেন ভীষণ ব্যস্ত। বিশ্ব বাংলা প্রতিবন্ধী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তরফে তাঁরা এই প্রথমবার নিজেদের বানানো নাড়ু, চানাচুর, আচারের স্টল দিয়েছিলেন।

এদিন জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে বিভিন্ন পরিবার তাদের বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির হয়। সকলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। তবে এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সক্ষম ও থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত বিভিন্ন বয়সি ছেলেমেয়েদের তৈরি জিনিসের স্টলের দিকে সকলেরই আকর্ষণ ছিল বেশি। প্রতিবন্ধকতা ও জীবনমৃত্যুকে উপেক্ষা করে তাঁদের এই প্রয়াসকে কুর্নিশ জানিয়েছেন উপস্থিত সকলেই। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তাঁরা স্টলে নানা সামগ্রী বিক্রি করেন। সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে নিজেদের পরিবারের সদস্য, সকলেই তাঁদের হাতের তৈরি জিনিস কেনেন। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, মহকুমা শাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিসিপিও অসিত দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি এদিন বিশেষভাবে সক্ষম ঋষি ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সবচেয়ে কম সময়ে ইংরেজি বর্ণমালা টাইপ করার রেকর্ড রয়েছে তাঁর। এছাড়া ২১ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশুকে ১৮ বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।

তবে সোনালি, সংগীতাদের অভিযোগ, এই কাজে তাঁরা কোনও ব্যাংক লোন বা সরকারি সাহায্য পাননি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দাদা-দিদিরা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জিনিসপত্রও তাঁরাই এনে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, সরকারি সাহায্য পেলে তাঁরা আরও সামগ্রী তৈরি করে বিভিন্ন মেলায় স্টল দিতে পারবেন। থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত মাম্পি দাসের কথায়, ‘আমরা দুই বোনই থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত। তবে ভয় পেয়ে বসে থাকলে হবে না। আমাদের বাঁচতে হবে।’

প্রশিক্ষক রুবি ঘোষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের বিভিন্ন হাতের কাজ শেখান। তিনি জানান, সরকারি সাহায্য ছাড়াই আমরা ওঁদের স্বনির্ভর করতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। ওঁরা এদিন প্রথম স্টল দিয়েছে। আরেক শিক্ষিকা রুমকি সরকার প্রায় দুই বছর ধরে বিশেষভাবে সক্ষমদের নাচ, গান শেখান। স্পেশাল এডুকেটর কুহেলি দে বললেন, ‘ওঁদের কোনও আর্থিক সাহায্য দিতে পারি না। এদিন সামগ্রী বিক্রি করে যা লাভ হবে সবটাই ওঁদের ভাগ করে দেব।’

কাজ শুরু

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের আওতায় প্রথম নির্মাণকাজের সূচনা হল বুধবার। রায়গঞ্জ শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ১৪৬ নম্বর বুথে কাজ শুরু হয়েছে। রায়গঞ্জ পুরসভার মূল বিল্ডিংয়ের উলটোদিকে রাস্তা, নিকাশিনালা সংস্কার এবং নির্মাণের জন্য ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৪১ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, ‘রায়গঞ্জ শহরের ৮৬টি বুথে মোট ৮ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে উন্নয়নের কাজ হবে। এখনও পর্যন্ত ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে।’

সরব ইশা

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : সংসদে মালদা বিমানবন্দরকে শীঘ্রই সচল করার দাবিতে জোরালো সওয়াল করেছেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বুধবার স্পিকারের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ বলেন, ‘মালদা বিমানবন্দর চালু করার বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মউ স্বাক্ষরের পর ৯ বছর কেটে গেলেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।’

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে মালদার অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে শীঘ্রই মালদা বিমানবন্দর চালু করা উচিত। বিমানবন্দর চালু হলে এই অঞ্চলের বাণিজ্য, পর্যটন ও আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটবে বলেই মনে করছেন তিনি।

কীটনাশকে মৃত্যু

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : কীটনাশক খেয়ে ফেলার জেরে মঙ্গলবার এক বধূর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম সংগীতা মার্ডি (২০)। তিনি বামনগোলা থানার নয়াপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। বুধবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংগীতা কীটনাশক খেয়ে ফেলার পর পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে গাজোল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় ওই বধূকে মালদা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। সেখানে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তাতেই মৃত্যু হয় সংগীতার। মৃত বধূর একটি ৩ বছর বয়সি পুত্রসন্তান রয়েছে। কী কারণে তিনি কীটনাশক খেয়েছেন, স্পষ্ট করে বলতে পারেনি পরিবার।

নির্মীয়মাণ প্ল্যাটফর্মের শেডে আলো দাবি

কালিয়াগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশনের উন্নয়ন চলছে। রেলস্টেশনের ১ নম্বর এবং ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারিত করা সহ নতুন প্ল্যাটফর্ম শেডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি নতুন প্ল্যাটফর্ম শেডে আলোর ব্যবস্থা থাকলেও ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের নতুন নির্মীয়মাণ শেডের তলায় আলোর ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি। ফলে রাতে ট্রেনে ওঠানামার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। যাত্রীদের অভিযোগ, যে হারে ট্রেনে, প্ল্যাটফর্মে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েই চলেছে তাতে কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশনের অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকাটাই আতঙ্কের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বুধবার রেলযাত্রী শ্রেয়া সাহার সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, ‘রাতে কলকাতা অভিমুখে ট্রেন ধরতে এসে অন্ধকার শেডের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে একটু ভয় করছিল। স্টেশনে অন্য স্থানে আলোর ব্যবস্থা থাকলেও এইটুকু স্থানে কেন আলোর ব্যবস্থা করল না তা বুঝতে পারছি না। আশা করি, রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।’

এবিষয়ে কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশন ম্যানেজার বিশ্বজিৎ বর্মনের বক্তব্য, ‘একটা হ্যালোজেন লাইট অস্থায়ীভাবে লাগানো রয়েছে। বৈদ্যুতিক আলো লাগানোর কাজ চলছে। আশা করছি দ্রুত ওই শেডেও আলোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।’

শুধু রেলযাত্রীরাই নন, কালিয়াগঞ্জ শহরের বাসিন্দারা চাইছেন সেখানে আলোর ব্যবস্থা করা হোক। শহরবাসী রামকুমার মোদকের কথায়, ‘রেলস্টেশনের সর্বত্রই আলোর ব্যবস্থা থাকলেও ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের নতুন শেড রাত নামলেই অন্ধকারে ডুবে থাকে। প্রচুর লাগেজপত্র নিয়ে খুব ভয়ের মধ্যেই যাতায়াত করতে হয়। রেল কর্তৃপক্ষের বিষয়টি দ্রুত দেখা উচিত।’

বিপ্লবী ক্ষুদিরামের জন্মদিন পালন

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : শ্রদ্ধার সঙ্গে বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্মজয়ন্তী পালিত হল গোটা গৌড়বঙ্গে। বুধবার সকালে কালিয়াগঞ্জে স্থানীয় ক্ষুদিরাম সংঘে বিপ্লবীর আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন ক্লাব সদস্যরা। সন্ধ্যায় ক্লাবের তরফে মশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে। দুপুরে কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, ভাইস চেয়ারম্যান জয়া বর্মন প্রমুখ।

এদিন গঙ্গারামপুরে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম মার্কেটে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র, গঙ্গারামপুর কলেজের অধ্যাপক ডঃ দীপককুমার জানা সহ বিশিষ্টজনেরা। পাশাপাশি প্রভাতফেরি এবং দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। পরে মার্কেটের সামনে অস্থায়ী মঞ্চে ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

বুধবার রায়গঞ্জ পুরসভার তরফে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস ও দুই বণিকসভার প্রতিনিধিরা। শ্রদ্ধা জানান শিক্ষাবিদ শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়। একই সঙ্গে বালুরঘাট শহর তৃণমূলের উদ্যোগে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের জন্মদিন পালিত হয়। সন্ধ্যায় শহরের ক্ষুদিরাম মোড়ে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে উপস্থিত নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের শহর সভাপতি সুভাষ চাকি সহ অন্য নেতাকর্মীরা।

শীতের সকালে ‘কাকস্নান’ রায়গঞ্জের

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি মোড় যেন ফোয়ারা মোড়! সাতসকালে শহরের ব্যস্ততম এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলের পাইপ ফেটে বিপত্তি। হুহু করে বেরোতে থাকে জলের ধারা।

শীতের সকালে সুদর্শনপুর এলাকার এক বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে দিতে যাচ্ছিলেন তপন রায়। শিলিগুড়ি মোড় পার হওয়ার পরেই অনুভব করেন, পিছনদিকে যেন জলের ঝাপটা এসে লাগল গায়ে। পিছনে তাকিয়েই চক্ষু চড়কগাছ। রাস্তার নীচ থেকে ফিনকি দিয়ে বিপুল পরিমাণে জল বের হওয়া শুরু হয়েছে। এরপর আর দাঁড়াননি ওখানে। ফেরার পথেও দেখেন একই অবস্থা। তবে তপন একা নন। পথচলতি অনেক রায়গঞ্জবাসী এদিন জল-যন্ত্রণায় বিড়ম্বনায় পড়েন। এত বিপুল পরিমাণ জল বের হতে থাকে যে শিলিগুড়ি মোড় এলাকা দিয়ে লোক চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম ডিসেম্বরে এমনিতেই শীত পড়ে গিয়েছে রায়গঞ্জ শহরে। শীতের সকালে এভাবে ঠান্ডা জল হঠাৎ করে গায়ে লাগা, নরকযন্ত্রণার থেকে কোনও অংশে কম নয়। মঞ্জু দাস নামের স্থানীয় এক মহিলার কথায়, ‘সকালে বাজার করতে এসে দেখি, শাওয়ারের মতো জল বেরোচ্ছে রাস্তার নীচ থেকে। অগত্যা অন্যদিক দিয়ে ঘুরে বাজার যাই। যদিও কিছুক্ষণ পরে ফাটা পাইপ মেরামত করে দেওয়া হয়।’

> মাস তিনেক আগে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ দপ্তর কিছু কাজ করে। কিন্তু আমাদের জানানো হয়নি। সেই ফল আজ ভুগতে হল শহরবাসীকে।
>
> **সন্দীপ বিশ্বাস**
> *পুর প্রশাসক*

আসলে শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার নীচ দিয়ে জলের পাইপ গিয়েছে। সেই জলের পাইপ ফেটে গিয়ে যত বিপত্তি। প্রায় আধ ঘণ্টার বেশি ভোগান্তি পোহাতে হয় পথচারীদের। পরে পুরকর্মীরা গিয়ে সেই জায়গা খুঁড়ে পাইপলাইন ঠিক করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। যদিও পুরসভার দাবি, বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজের জন্য পাইপ ফেটে গিয়েছিল। পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, ‘মাস তিনেক আগে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ দপ্তর কিছু কাজ করে। কিন্তু আমাদের জানানো হয়নি। সেই ফল আজ ভুগতে হল শহরবাসীকে।’

শিলিগুড়ি মোড়ে ফাটা পাইপের ‘ফোঁয়ারা’। বুধবার রায়গঞ্জে।

এদিকে, বিদ্যুৎ দপ্তরের উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রোজেক্ট অফিসার পঙ্কজশ্রী প্রধান বলেন, ‘গত অগাস্টে সমস্ত লাইনের চার্জিংয়ের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আগেও এই কাজ হয়েছে। পুরসভাকে জানিয়েই সব কাজ করা হয়েছে।’

এদিকে, যেখানে পাইপ ফেটে বিপত্তি বাধে সেটা আসলে রাজ্য সড়ক ও পুরোনো জাতীয় সড়ক সংযোগস্থলের কাছে। গাড়ি ধরতে যাত্রীরা প্রায়শই দাঁড়ান এই এলাকায়। মুন্না ঘোষ নামের এক গাড়িচালকের কথায়, ‘ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে আমি বালুরঘাট থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। দূর থেকে দেখতে পাই প্রচুর মানুষ ডিভাইডারের ভুল দিক দিয়ে যাতায়াত করছেন। সামনে গিয়ে বুঝতে পারি, কী ব্যাপার। ভিড় এড়াতে জলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। পথে বিপত্তির সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, ফাটা পাইপের জলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গাড়ি ধুয়ে বেরিয়ে যাই।’

স্বেচ্ছায় বিজয় হাজারেতে রোকো

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : পরামর্শ দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় কোচের সেই পরামর্শকে কার্যত নিয়মে পরিণত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে সবাইকে।

বোর্ডের এমন ফতোয়ার পরও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের

দাবি বিসিসিআইয়ের

নিয়ে ছিল সংশয়। তাঁরা কি আদৌ ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবেন? গতরাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, রোকো জুটি তাঁদের নিজেদের রাজ্য দলের হয়ে চলতি মাসের শেষে শুরু হতে চলা সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতা বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন। অন্তত তিনটি ম্যাচে বিরাটকে দিল্লির হয়ে, আর রোহিতকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে দেখা যাবে।

ফিল্ডিংয়ের মাঝে ঋষভ পন্থের সঙ্গে হালকা মেজাজে রোহিত শর্মা। রায়পুরে বুধবার।

রোকোর সিদ্ধান্তের কথা গতরাতেই জেনে গিয়েছে দুনিয়া। সঙ্গে শুরু হয়েছিল নয়া জল্পনাও। কোচ গম্ভীর বা বিসিসিআইয়ের চাপে পড়ে কি রোকো ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন? বাস্তব ঘটনা যাই হোক না কেন, আজ বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, কোনও চাপ বা কারও নির্দেশে রোহিতরা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন নয়। বরং ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা দুই ব্যাটার স্বেচ্ছায় বিজয় হাজারে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই বোর্ড কর্তা বলেছেন, 'রোকো স্বেচ্ছায় ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওদের কেউ জোর বা বাধ্য করেছে, এমন নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওদের।'

এদিকে, রোকো জুটি ঘরোয়া বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আচমকাই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা বিরাট-রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেটে দেখার জন্য দিন গোনা শুরু করে দিয়েছেন।

টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের জার্সি হাতে তিলক ভার্মা ও প্রতিযোগিতার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রোহিত শর্মা।

বিশ্বকাপের জার্সি উদ্বোধনে রোহিত

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : বছর ঘুরলেই ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপের আসর।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথ আয়োজক ভারত। কুড়িকুড়ির বিশ্বযুদ্ধের যে উত্তাপ আরও বাড়িয়ে বুধবার উদ্বোধন হল ভারতের বিশ্বকাপের জার্সি। রায়পুরে অনুষ্ঠিত ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচের ইনিংস ব্রেকে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে জার্সি প্রকাশ্যে আনেন রোহিত শর্মা। সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় টি২০ দলের সদস্য তিলক ভার্মা।

স্থানীয় স্কুলের ১০০ জন ছাত্রছাত্রী ভারতীয় দলের টি২০ বিশ্বকাপের জার্সির বিশাল রেপ্লিকা নিয়ে মাঠের মাঝখানে। মাঠের ধারের পোডিয়ামে নতুন আকর্ষণীয় ব্লু জার্সি হাতে কুড়িকুড়ি বিশ্বকাপের 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর' রোহিত। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া, সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। বিরাট-স্পেশালের পর বিশ্বকাপ জার্সির প্রথম ঝলক চেটেপুটে নিল হাউসফুল গ্যালারি।

জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে রোহিত বলেছেন, 'আমরা প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলাম ২০০৭ সালে। দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দেড় দশকের বেশি সময় (২০২৪) অপেক্ষা করতে হয়েছে। মাঝের লম্বা সময়ে অনেক ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ট্রফি হাতে তোলার অনুভূতি স্পেশাল। আসন্ন বিশ্বকাপ হবে ভারতের মাটিতে। দলের জন্য শুভেচ্ছা রইল। গোটা দেশ ওদের

গিলকে সরিয়ে একের পথে বিরাট

পাশে আছে। আমাদের বিশ্বাস, সবার সমর্থন ওদের সেরা খেলাটা খেলতে উদ্বুদ্ধ করবে।'

ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ খেলতে বর্তমানে লখনউয়ে রয়েছেন। সহ অধিনায়ক শুভমান গিল বেঙ্গালুরুতে রিহ্যাবে ব্যস্ত। দুইজনের কেউ তাই আজ অনুষ্ঠানে থাকতে পারেননি।

৭ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী ম্যাচে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত তাঁদের অভিযান শুরু করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ফাইনাল ৮ মার্চ। আহমেদাবাদ নাকি কলম্বো, কোথায় খেতাবি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে তা নির্ভর করবে পাকিস্তানের ওপর। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে মেগা ম্যাচ হবে কলম্বোতে।

এদিকে, চলতি সিরিজে দুরন্ত ফর্মের সুবাদে ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের পথে আরও এক ধাপ এগোলেন বিরাট কোহলি। শুভমান গিলকে সরিয়ে চার নম্বরে পৌঁছে গেলেন। শীর্ষস্থানে থাকা রোহিতের (৭৮৩ পয়েন্ট) থেকে ৩২ পয়েন্ট পিছিয়ে বিরাট। দুই ভারতীয় তারকার মাঝে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল (দ্বিতীয়), আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান (তৃতীয়)।

চোটের জন্য মাঠের বাইরে থাকা শ্রেয়স আইয়ার রয়েছেন নবম স্থানে। বোলারদের বিভাগে সেরা দশে একমাত্র ভারতীয় কুলদীপ যাদব (ষষ্ঠ স্থানে)। রবীন্দ্র জাদেজা ১৪ নম্বরে। প্রথম তিন স্থানে রশিদ খান, জোফ্রা আর্চার, কেশব মহারাজ।

সার্ভিসেস ম্যাচে আজ নেই শাহবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০-র এলিট গ্রুপ 'সি'-র লিগ টেবিলে বাংলা এখন দুই নম্বরে। চার ম্যাচে সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে গুজরাট। বাংলা পিছিয়ে রানরেটে।

রানরেট আরও ভালো করার পাশে জয়ের ছন্দ বজায় রাখার লক্ষ্যে কাল সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে

সৈয়দ মুস্তাক আলি

প্রতিযোগিতার পঞ্চম ম্যাচ খেলতে নামছে টিম বাংলা। তার আগে কিছুটা চাপ ও অস্বস্তিতে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। সৌজন্যে দলের অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। যিনি সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য আজ সকালে হায়দরাবাদ থেকে শ্রীনগর উড়ে গিয়েছেন। ফলে বৃহস্পতিবার সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচে থাকছেন না দলের সবচেয়ে

আজ শাহবাজ আহমেদের অভাব অনুভব করবে বাংলা।

ধারাবাহিক ক্রিকেটার শাহবাজ। তাঁর পরিবর্তে কাকে খেলানো হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে বাংলা শিবিরে। আগামীকাল সকালে খেলা শুরুর আগে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। সূত্রের খবর,অলরাউন্ডার শাহবাজের বদলে বাড়তি ব্যাটার খেলাতে পারে বাংলা। শাহবাজের অনুপস্থিতিতে গ্রুপে সবার শেষে থাকা প্রতিপক্ষকেও তাই বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'শাহবাজকে কালকের ম্যাচে পাচ্ছি না আমরা। ফলে দলে রদবদল করতে হবে। একজন ব্যাটার খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। সিদ্ধান্ত কাল খেলা শুরুর আগে হবে।'

পাঞ্জাব ম্যাচে চূর্ণ হওয়ার পর গতকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে জয়ে ফিরেছে বাংলা। ওপেনার করণ লালের শতরানে জয়ে ফিরেছে বাংলা। এবার নকআউট পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার পালা। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'আমাদের কাছে বাকি থাকা সব ম্যাচই এখন ফাইনালের মতো। ফলে সব ম্যাচই এখন জিততে হবে।'

অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে অনুশীলনে চলেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ। বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনের গাব্বায় গোলাপি বলের টেস্টে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। ম্যাচ শুরু সকাল সাড়ে ৯টায়। খেলা দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে।

প্রয়াত মহম্মদ রহমতুল্লা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : অতীতের নামী তারকা মহম্মদ রহমতুল্লা প্রয়াত। এদিন তাঁর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। দেশের জার্সি গায়ে তিনি মাত্র ১২টি ম্যাচ খেললেও তাঁর গোলসংখ্যা পাঁচ। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯৫৮ সালের এশিয়ান গেমস কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। হংকংয়ের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ভারতের ৫-২ গোলে জয়ের অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন রহমতুল্লা। ২টি গোল করেন তিনি। দেশের জার্সি গায়ে ওই বছরেই তাঁর অভিষেক হয় বার্মার (মায়ানমার) বিপক্ষে। তিনি ১৯৫৮ এবং '৫৯ সালে সন্তোষজয়ী বাংলা দলের সদস্য ছিলেন। এছাড়া ১৯৫৭ থেকে '৬২ পর্যন্ত খেলেছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে। মহমেডানের হয়ে ৬৯টি গোল তাঁর নামের পাশে। জিতেছেন কলকাতা ফুটবল লিগ, আইএফএ শিল্ড, ডিসিএম ট্রফি, রোভার্স কাপ, আগা খান গোল্ড কাপ সহ (ঢাকা) প্রচুর ট্রফি। মোহনবাগানের হয়ে ১৯৬৩ সালে এক বছর খেলেই জেতেন সিএফএল ও ডুরান্ড কাপ। এছাড়াও তিনি ঢাকা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলেন এবং খেলা ছাড়ার পর ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান জাতীয় দলের কোচও হন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

জেবিজি কলকাতা ম্যারাথন

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : গত রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে '১০কে জেবিজি কলকাতা ম্যারাথন ২০২৫'। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১০ হাজার দৌড়বিদ অংশ নেন এই রোড রেসে। প্রতিযোগিতার সূচনা করেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। ছিলেন বলিউড তারকা এবং জেবিজি রান ১০কে-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর বরুণ ধাওয়ান। এই রোড রেসকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ তৈরি হয় শহর কলকাতার রাজপথে।

শনিবার আসছেন দিমি

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বুধবারও অনুশীলনে গরহাজির মোহনবাগানের অজি তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, আরও দুইদিন ছুটি নিয়েছেন তিনি। সেই ছুটি কাটিয়ে শনিবার কলকাতায় পা রাখবেন দিমি।

আজ আলোচনায় আইএসএল ক্লাবগুলি

মেগা বৈঠকে অচলাবস্থা কাটানোর আশ্বাস ক্রীড়ামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : শীর্ষ আদালত দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছিল। তারমধ্যেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসলেও সত্যিই বেরিয়ে এল কোনও সমাধানসূত্র? পরিষ্কার নয় কোনও পক্ষের কাছেই।

এদিন দেশজুড়ে বিমান বিভ্রাট। এদিকে, দিল্লিতে এদিনই ক্রীড়া দপ্তর লিগ শুরু করার বিষয়ে আলোচনায় ডাকে এআইএফএফ, আইএসএল, আই লিগ, এফএসডিএল, ব্রডকাস্টার সহ যাবতীয় স্টেকহোল্ডারদের। শুরুতেই ছিল আইএসএলের ক্লাবগুলির সভা। এই সভায় মোহনবাগান ছাড়া বাকি ক্লাবগুলি ছিল। যদিও বিমান বিভ্রাটের জেরে দেরিতে পৌঁছে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে শেষের বৈঠকে যোগ দেন মোহনবাগানের প্রতিনিধি বিনয় চোপড়া। এছাড়া আসতে পারেননি এফএসডিএলের দেবাং ভিমজিয়ানি। শেষপর্যন্ত দিল্লির প্রতিনিধিকে মন্ত্রীর সামনে হাজির করানো হয়। ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য নিজেও আগের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি একেবারে শেষে সব স্টেকহোল্ডারকে নিয়ে মিলিত বৈঠকে প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা করে জানতে চান এইরকম পরিস্থিতি কেন হল? তাতে মোটামুটিভাবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নেন, গোটা বিষয়টি আদালতের অধীনে চলে যাওয়াতেই এতটা সমস্যা। কারণ তাতে প্রতিটি পদক্ষেপেই এগোতে দেরি হচ্ছে। এদিনের এই বৈঠকে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে এমনকি এও বলেন, টাকা কমিয়ে দরপত্র নিতে তাঁদের কোনও অসুবিধা নেই। যদি আদালতের অনুমোদন থাকে। সবার বক্তব্য শোনার পর মান্ডব্য ক্লাবগুলিকে লিগ খেলার প্রস্তুতি নিতে বলেন এবং তাঁরা যে দ্রুত আদালতের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট দেবেন, সেকথাও জানান। ক্রীড়া দপ্তরের একটি সূত্র সংবাদসংস্থাকে জানান, 'মন্ত্রী সবার বক্তব্য শুনেছেন এবং তিনি সবাইকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে এই অচলাবস্থা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হবে। এদিনের বৈঠকে সবার মতামত জানাটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল।' খুব সম্ভবত শুক্রবার বা আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতকে রিপোর্ট জমা দেবে ক্রীড়া দপ্তর।

এদিন আইএসএল ক্লাবগুলির মধ্যে এফসি গোয়া এবং বেঙ্গালুরু এফসি আলোচনার সময় নিজেরাই টাকা দিয়ে লিগ করার কথা বললে বাকিরা রাজি থাকলেও,

তাতে প্রতিবাদ করে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান কয়েকটি ক্লাব। আবার আই লিগ ক্লাবগুলি আর্থিক এবং সময়ের সমস্যা এড়াতে দুটো লিগকে মার্জনা করে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। তবে শেষপর্যন্ত কী হবে তা এদিনের এই মেগা বৈঠকের পরও পরিষ্কার নয়। ক্লাব সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারই নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসছেন আইএসএল ক্লাবের কর্তারা। এরপরই হয়তো পরিষ্কার হবে ক্লাবগুলির ভবিষ্যৎও।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের আনোয়ার আলি, নাওরেম মহেশ সিংরা। বুধবার ফতোরদায়।

সেমিফাইনালে নামছে ইস্টবেঙ্গল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার পর ঠিক ৩৫ দিনের বিরতি। বৃহস্পতিবার সুপার কাপ সেমিফাইনালে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে, মাঝের লম্বা বিরতির প্রসঙ্গ উঠতে তা একপ্রকার এড়িয়েই গেলেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তাঁর কথায় ঘুরে ফিরে এল ভারতীয় ফুটবলে টালমাটাল পরিস্থিতির কথা। কী বোঝাতে চাইলেন? দীর্ঘ বিরতির পর সেমিফাইনালে তাল কাটার আশঙ্কা করছেন কি তিনিও!

জয়কে নিয়ে ধোঁয়াশা

নকআউটের কথা মাথায় রেখে গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার পর সময় নষ্ট করেননি ব্রুজোঁ। গত প্রায় তিন সপ্তাহ প্রস্তুতিতে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিলেন কেভিন সিবলে, মিগুয়েল ফিগুয়েরো, বিপিন সিংরা। সেমিফাইনালের আগে সপ্তাহ খানের সময় হাতে নিয়ে গোয়ায় পৌঁছেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। এরমাঝে দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। ওই দুই ম্যাচে বড় জয় জানান দিচ্ছে, ছন্দেই রয়েছে মশাল বাহিনী। গোয়ায় অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন ব্রুজোঁর দলের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার জয় গুপ্তা। সেমিফাইনালে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও এদিন কোচের পাশে বসেই জয় জানালেন, তিনি খেলার মতো জায়গায় রয়েছেন। তবে সূত্রের খবর, জয়ের বিকল্প হিসাবে লালচুংনুঙ্গাকে তৈরি রাখা হচ্ছে। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সম্ভাবত সিঙ্গল স্ট্রাইকারেই দল সাজাবেন ব্রুজোঁ। সেক্ষেত্রে স্প্যানিশ কোচের প্রথম পছন্দ হামিদ আহদাদ। হিরোশি ইবুসুকিকে পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনাই বেশি। মাঝমাঠে মহম্মদ বশিম রশিদ, সাউল ক্রেসপো, মিগুয়েল ত্রয়ী। দুই প্রান্তে বিপিন ও নাওরেম মহেশ সিং। রক্ষণে কেভিন সিবিলে, আনোয়ার আলির সঙ্গে মহম্মদ রাকিপও একরকম নিশ্চিত। বৃহস্পতিবার ফতোরদার নেহরু স্টেডিয়ামে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ফেবারিট হিসাবেই নামবে ইস্টবেঙ্গল। মুখোমুখি সাক্ষাতে পরিসংখ্যান লাল-হলুদের পক্ষে। যদিও এই মরশুমে বেশ ভালো ছন্দে রয়েছে প্যানাজিওটিস দিলেম্পেরিসের পাঞ্জাব। বেঙ্গালুরু এফসির মতো কঠিন প্রতিপক্ষকে ৯০ মিনিটে রুখে দিয়ে টাইব্রেকারে ম্যাচ জিতেছিল তারা। তাই সেমির লড়াইয়ে নামার আগে আরও সতর্ক অস্কার।

বিপক্ষকে নিয়ে লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ যে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেছেন তা বোঝা গেল। পাঞ্জাবকে নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ, 'প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলে ওরা। শেষ দুই সাক্ষাতে আমরা পাঞ্জাবকে হারিয়েছি, তা ভুলে মাঠে নামতে চাই।' নাম না করেই ব্রুজোঁ বললেন, প্যানাজিওটিসের দলের দুই ফুটবলারের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে মাঠে। তাদের একজন সম্ভাবত পাঞ্জাব আক্রমণের অন্যতম সেরা অস্ত্র নসুঙ্গুসি এফিয়ং। আরও একটা বিষয় ইস্টবেঙ্গলের জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে সেমিফাইনালে। গ্রুপ পর্বে কোনও গোল হজম করেনি পাঞ্জাব। সেখানে ঝুড়ি-ঝুড়ি সুযোগ নষ্ট করেছে ব্রুজোঁর দল।

একইদিনে অপর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে এফসি গোয়া-মুম্বই সিটি এফসি। গ্রুপ পর্বে কেরালা ব্লাস্টার্স ও দিল্লি এফসিকে হারালেও রাজস্থান এফসির কাছে হেরে যায় মুম্বই। অন্যদিকে, এফসি গোয়া সম্প্রতি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ খেলায় ম্যাচের মধ্যেই রয়েছে। এই ব্যাপারটা কিছুটা হলেও এগিয়ে রাখবে গোয়াকে।

সুপার কাপ সেমিফাইনালে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম পাঞ্জাব এফসি

সময় : বিকেল ৪টে

এফসি গোয়া-মুম্বই সিটি এফসি

সময় রাত ৮টা

স্থান : ফতোরদা

সম্প্রচার : সম্প্রচার স্টার স্পোর্টস খেল ও জিও হটস্টার

দিল্লিতে আটকে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বিমান বিভ্রাটের জেরে ব্যাহত ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দলের নেপাল যাত্রা।

দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি ক্লাব নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ'। প্রতিযোগিতার আসর বসেছে নেপালে। যেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে গতবারের ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। উইমেন্স সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে লাল-হলুদ প্রমীলা বাহিনীর প্রথম ম্যাচ ৮ ডিসেম্বর। প্রতিপক্ষ ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসি। ওই ম্যাচ খেলতে বুধবারই কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে কাঠমান্ডু পৌঁছানোর কথা ছিল অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গলের। তবে বিমান বিভ্রাটের জেরে দিল্লিতে আটকে পড়েছে লাল-হলুদের মহিলা দল। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে নেপালের উদ্দেশে রওনা হবে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল।

যুব বিশ্বকাপের কোয়ার্টারে ভারত

চেন্নাই, ৩ ডিসেম্বর : সুইৎজারল্যান্ডের বিপক্ষে ড্র করলেই চলত। সেই ম্যাচ ৫-০ গোলে জিতে যুব হকি বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করল ভারত।

বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ থেকেই প্রতিপক্ষকে গোল-বন্যায় ভাসিয়েছে ভারত। চিলিকে ৭-০ গোলে হারিয়ে শুরু। পরের ম্যাচে ওমানকে ১৭ গোল। পুলের শেষ ম্যাচে গোলসংখ্যা কমলেও একইরকম দাপট দেখাল ভারতের অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। এদিন জোড়া গোল করেন মনমিত সিং ও সারদানন্দ তিওয়ারি। একটি গোল করলেন ওমান ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা অর্শদীপ সিং। অন্যদিকে, গোলের নীচে প্রিন্স দীপ সিংয়ের ক্ষিপ্রতায় দুর্গ অক্ষত রাখল ভারত।

এই জয়ের সুবাদে সব ম্যাচ জিতে পুল 'বি'-এর শীর্ষে থেকে যুব বিশ্বকাপের শেষ আটে জায়গা নিশ্চিত করল ভারত। কোয়ার্টারে টিম ইন্ডিয়ার সামনে বেলজিয়াম। হকিতে বেলজিয়াম বরাবরই ভারতের শক্ত গাঁট। সম্প্রতি সুলতান আজলান শা কাপে বেলজিয়ামের কাছে দুইবার হেরেছে ভারতের সিনিয়ার হকি দল। ঘরের মাঠে তারই বদলা নেওয়ার সুযোগ যুব দলের সামনে।

অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে দাপুটে জয় বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ৩ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে পিছিয়ে পড়ে দুরন্ত জয়। লা লিগার শীর্ষস্থান আরও পাকাপোক্ত করে নিল বার্সেলোনা। লা লিগায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা। ম্যাচের ১৯ মিনিটেই অ্যালেক্স বায়েনা গোল করে মাদ্রিদের ক্লাবটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চলতি মরশুমে একাধিকবার পিছিয়ে পড়ে জয় ছিনিয়ে এনেছে কাটালান ক্লাবটি। এই ম্যাচেও তাঁর অন্যথা হয়নি।

২৬ মিনিটে পেদ্রির পাস থেকে বার্সাকে সমতায় ফেরান রাফিনহা। ৩৬ মিনিটে পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট করেন লেওয়ানডস্কি। তবে ৬৫ মিনিটে ড্যানি ওলমোর গোলে প্রথমবার লিড নিয়ে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে ফেরান টোরেস অ্যাটলেটিকোর কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন।

দলের পারফরমেন্সে খুশি কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে মরশুমের অন্যতম সেরা পারফরমেন্স করেছে ছেলেরা। গোল খাওয়ার পর আমরা হাল ছাড়িনি। শেষপর্যন্ত ম্যাচে ফিরে এসেছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'শনিবার রিয়াল বেটিসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে। এই পারফরমেন্স ধরে রাখতে চাই। আমাদের লক্ষ্য এই মরশুমের বাকি সবক'টি ম্যাচ জেতা। সেটা খুব কঠিন হলেও আমরা চেষ্টা করব।'

গোলের পর বার্সেলোনার রাফিনহা। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে।

বিরাট মৌতাতে জল ঢাললেন মার্করামরা

ভারত-৩৫৮/৫
দক্ষিণ আফ্রিকা-৩৬২/৬
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ উইকেটে জয়ী)

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : ৩৫৮ রানের পুঁজি নিয়েও হার!

বিদেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সবাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজিরে ফিকে বিরাট কোহলি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের স্বপ্নের ব্যাটিং। রবিবার প্রথম ম্যাচে সাড়ে তিনশো টার্গেট দিয়েও কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিল ভারত।

মঙ্গলবার রেহাই মেলেনি। ৩৫৮/৫ টার্গেট ছুঁড়ে দিয়েও ম্যাচ হাতছাড়া! প্রায় অসম্ভব কাজটাই করে দেখালেন আইডেন মার্করাম (১১০), টেম্বা বাভুমা (৪৬), ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (৫৪), ম্যাথু ব্রিৎজকেরা (৬৮)। কুইন্টন ডি কক (৮) ফেরার পর বাভুমা-মার্করামের ১০১ রানের জুটি লড়াইয়ের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়।

লোকেশ রাহুলরা শত চেষ্টা চালিয়েও যা নেভাতে পারেননি। কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় ছন্নছাড়া ফিল্ডিং। একঝাঁক মিস ফিল্ডিং, ওভার থ্রোয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কুলদীপ যাদবের বলে যশস্বী জয়সওয়ালের মার্করামের (৫৩ রানের মাথায়) ক্যাচ মিসের ভালোমতো খেসারতও চুকোতে হয়। দলগত প্রয়াসে যার ফায়দা তুলতে ভুলচুক করেনি একদা 'চোকার্স' দক্ষিণ আফ্রিকা।

দুর্ভাগ্য কুলদীপের। তিলক ভার্মা একবার মার্করামের ক্যাচ ধরেও ছক্কা আটকাতে তা মাঠের ভিতরে ছুঁড়ে দিতে বাধ্য হন। কথায় আছে ভাগ্য সাহসীদের সঙ্গ দেয়। আজ যা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে। হর্ষিত রানা-রুতুরাজ কম্বিনেশনে মার্করাম যখন ফেরেন ততক্ষণে সেঞ্চুরি পূরণ। ১৯৭/৩।

মার্করামকে ফেরানোর স্বস্তি সাময়িক। অসম্পূর্ণ কাজ পূরণের দায়িত্ব তুলে নেন ব্রেভিস, ব্রিৎজকে। ৩৬.১ (২৪৭/৩) ওভারে বল পরিবর্তনের 'ট্রিকস'-ও কাজে আসেনি। নিটফল, ভারতের জয় দেখতে আসা হাউসফুল গ্যালারিকে চুপ করিয়ে বিরাটের মঞ্চ দখল মার্করামদের। ভারতের সিরিজ জয় আশায় জল ঢেলে ৪ উইকেটে ভারত-বধে স্কোরলাইন ১-১ করে নিল বাভুমার দল।

অথচ, বিরাট-রুতুরাজের জোড়া শতরানের দৌলতে রায়পুরের দ্বৈরথে প্রথমপর্বে ভারতের একবাগ্গা দাপট। গ্যালারিতে 'কিং ইজ ব্যাক', 'বিরাট কোহলি থাকলে সুপারম্যানের প্রয়োজন নেই' ব্যানার। কারও মতে, কোহলিয়ানা ছাড়া অসম্পূর্ণ ক্রিকেট!

মহেন্দ্র সিং ধোনির শহর রাঁচিতে প্রথম ম্যাচে করেছিলেন ১৩৫। এদিন ১০২। ৫৩তম ওডিআই শতরানের পরতে পরতে 'ভিনটেজ' বিরাটের স্পর্শ। বর্তমান প্রজন্মকে ওডিআই ইনিংস গড়ার পাঠ পড়ানো। অনায়াসে ফিল্ডিংয়ে ফাঁকফোকর খুঁজে নিলেন। হাতিয়ার করলেন বলের গতিকে। ঝুঁকিহীন শটের ফুলঝুরি। ৫৩তম সেঞ্চুরির পর 'বিরাট-লাফে' বার্তা 'বিরাটরা সহজে ফুরিয়ে যায় না'।

দোসরের ভূমিকায় রুতুরাজ। মার্কো জানসেনদের শর্টবলের শুরুর অস্বস্তিটুকু সরিয়ে রাখলে স্পেশাল ইনিংস। পুরস্কারস্বরূপ অষ্টম ওডিআই ম্যাচে প্রথম শতরান। বিরাট (৯৩ বলে ১০২), রুতুরাজের (৮৩ বলে ১০৫) জোড়া সেঞ্চুরি, ১৯৫ রানের ম্যারাথন যুগলবন্দিতে আগাগোড়া ভারতের ব্যাটিং বিক্রম।

ম্যাচের শুরুটা ভারতের চলতি টস-কাহিনি দিয়ে। একটানা ২০টি ম্যাচে টসে হার! হতাশা নিয়ে লোকেশ রাহুলের মজার জবাব-টস জয়ের প্র্যাকটিসও করেছি। কিন্তু...। টসে জিতে ফিল্ডিং নিতে দুইবার ভাবেননি বাভুমা। ফলে, রাতের দিকে শিশিরের উপদ্রব, সহজ হয়ে আসা ব্যাটিং পরিস্থিতি হাতছাড়া। রায়পুরের দ্বৈরথে যা ভারতের কাঁটা হয়েও হাজির।

রাঁচিতে প্রথম ম্যাচে ৩৪৯ রানের পুঁজিও একসময় কম মনে হচ্ছিল। প্রোটিয়া বিগহিটারদের সামনে কত স্কোর নিরাপদ, দোলাচল স্বাভাবিক। চিন্তা বাড়িয়ে দ্রুত ফেরত রোহিত শর্মা (১৪), যশস্বী (২২)। ৬২/২। এখান থেকে বিরাট-রুতুরাজের ১৯৫ রানের ম্যারাথন যুগলবন্দি।

রুতুরাজের সবে অষ্টম ম্যাচ। প্রায় ২ বছর পর দলে ফেরার চাপ সরিয়ে সমান তালে তাল ঠুকলেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক। ফলস্বরূপ, বিরাটের সঙ্গে স্বপ্নের জুটি, প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ। ৩৪তম ওভারে পরপর দুই বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে শতরানে পা।

চার ওভার পর মাহেন্দ্রক্ষণ। লং অনে বল ঠেলে দিয়েই বিরাটের ৮৪ নম্বর আন্তর্জাতিক শতরানের দৌড়, আকাশ ছোঁয়া লাফ। গলায় ঝোলানো বিয়ের রিংয়ে চুম্বন। টানা দুই ম্যাচে শতরানে-কিং ইজ ব্যাকের হুংকার। শুধু শতরানে যে ইনিংসকে মাপতে যাওয়া ভুল।

হাফ সেঞ্চুরির পর শুধু ব্যাট তুলেছিলেন। উচ্ছ্বাসটুকু তুলে রেখেছিলেন শতরানের জন্য। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া ছাপিয়ে রুতুরাজকে নিয়ে সাড়ে তিনশো পারের মঞ্চ গড়ে দেওয়া। বাউন্ডারির সঙ্গে খুচরো রানের ডালি সাজিয়ে ঘেঁটে দেন বাভুমাদের যাবতীয় বোলিং পরিকল্পনা।

কিন্তু বিরাটরা ফিরতেই রানের গতিতে ব্রেক। লোকেশ ডেথ ওভারে (৪৩ বলে অপরাজিত ৬৬) চেষ্টা চালালেও পুরোনো বলে জানসেনদের স্লোয়ার স্ট্যাটেজিতে আটকে যান ওয়াশিংটন সুন্দর (৮ বলে ১), রবীন্দ্র জাদেজারা (২৭ বলে অপরাজিত ২৪)। একসময় ৩৭৫-৩৮০ সম্ভাবনা থমকে যায় ৩৫৮/৫ স্কোরে। রুদ্ধশ্বাস টক্করে যা ব্যবধান গড়ে দেয়।

আরও একটা শতরান। ফের একবার এনগেজমেন্ট রিংয়ে চুমু। চেনা সেলিব্রেশনে বিরাট কোহলি।

ওডিআই কেরিয়ারের প্রথম শতরানের পর রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

শতরান করে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করেন আইডেন মার্করাম।

ফিরলেন হার্দিক, শর্তসাপেক্ষে দলে গিল

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : চলতি একদিনের সিরিজের মাঝেই আজ ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টি২০ সিরিজের দামামা বেজে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা হয়ে গেল আজ। এশিয়া কাপের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়লেন রিঙ্কু সিং। চোট সারিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজের দলে ফিরেছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। কুড়ির ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক শুভমান গিলের নামও রয়েছে ১৫ সদস্যের ভারতীয় স্কোয়াডে। সঙ্গে রয়েছে শর্তও। মাঠে ফেরার জন্য শুভমানের প্রয়োজন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ফিটনেসের শংসাপত্র। সিরিজ শুরুর আগে গিল সেই শংসাপত্র দিতে পারলে তবেই তাঁকে প্রথম একাদশের জন্য বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা। টিম ইন্ডিয়ার বাকি স্কোয়াডে তেমন চমক নেই।

বাদ রিঙ্কু

ঘোষিত ভারতীয় দল

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমান গিল (সহ অধিনায়ক, সিওই-র তরফে ফিটনেসের শংসাপত্র প্রয়োজন), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

প্রথম টি২০
৯ ডিসেম্বর, কটক
দ্বিতীয় টি২০
১১ ডিসেম্বর, নিউ চণ্ডীগড়
তৃতীয় টি২০
১৪ ডিসেম্বর, ধরমশালা
চতুর্থ টি২০
১৭ ডিসেম্বর, লখনউ
পঞ্চম টি২০
১৯ ডিসেম্বর, আহমেদাবাদ

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিংয়ের সময় ঘাড়ে চোট পেয়েছিলেন শুভমান। তারপর থেকেই তিনি মাঠের বাইরে। দুইদিন আগে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব শুরু হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়কের। কিন্তু তিনি এখন একশো শতাংশ ফিট কিনা জানা নেই কারোর। শুভমানের ফিট হওয়ার অপেক্ষায় জাতীয় নির্বাচকরাও। তাই তাঁকে শর্তসাপেক্ষে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, ৯ ডিসেম্বর সিরিজ শুরুর আগে শুভমান ফিট হতে না পারলে অভিষেক শর্মার সঙ্গে সঞ্জু স্যামসন টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস ওপেন করবেন।

ফুলহ্যাম-সিটি ৯ গোলের থ্রিলার

প্রিমিয়ার লিগে ইতিহাস হাল্যান্ডের

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর : ৯ গোলের থ্রিলার। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ৫ গোলের পালটা ফুলহ্যামের ৪ গোল।

ফুলহ্যামের মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধে দাপট ছিল সিটির। ১৭ মিনিটে গোল উৎসবের শুরুটা করেন নীল ম্যাঞ্চেস্টারের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। জেরেমি ডোকুর পাস বক্সের মধ্যে থেকে জোরালো ভলিতে জালে পাঠান তিনি। এই গোলেই ইতিহাস গড়লেন সিটি তারকা। ইংলিশ কিংবদন্তি অ্যালান শিয়েরারের নজির ভেঙে প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে দ্রুততম ১০০ গোলের মালিক হলেন হাল্যান্ড। শুধু শিয়েরারই নয়, এই মাইলফলক গড়ার পথে হ্যারি কেন, থিয়েরি অাঁরি, মহম্মদ সালাহর মতো একঝাঁক তারকাকে পিছনে ফেললেন নরওয়ের তারকা ফুটবলার।

এদিকে, ম্যাচের ২৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান সিটির তিজ্জানি রেইনডার্স। প্রথমার্ধের একেবারে শেষবেলায় গোল করে ম্যান সিটিকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ফিল ফোডেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময় অবশ্য একটি গোল শোধ করে ফুলহ্যাম। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর দশ মিনিটের মধ্যে আরও দুই গোল সিটির। ৪৮ মিনিটে ফোডেন ও ৫৪ মিনিটে ফুলহ্যামের স্যান্ডার বার্গ আত্মঘাতী গোল করায় ম্যান সিটির পক্ষে ব্যবধান দাঁড়ায় ৫-১।

ঠিক যে সময় মনে হচ্ছিল বিপক্ষের ম্যাচে ফেরার সব পথই বন্ধ হয়ে করে দিয়েছে সিটি, তখনই প্রত্যাবর্তন ফুলহ্যামের। ৫৭ মিনিটে ব্যবধান কমান অ্যালেক্স আইওবি। এরপর ম্যাচ যত এগোল পেপ গুয়ার্দিওলার দলের রক্ষণে নাভিশ্বাস তুলে দিল ফুলহ্যাম। ৭২ ও ৭৮ মিনিটে পরপর দুই গোল করেন স্যামুয়েল চুকুয়েজা। শেষপর্যন্ত ১ গোলের ব্যবধান ধরে রেখে ৫-৪ গোলে ম্যাচ জিতল সিটিজেনরা।

এদিন অবশ্য হাল্যান্ডের দুটি শট পোস্টে প্রতিহত হয়। নইলে আরও গোল যেমন হত, তেমন বেশি ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়তে পারত ম্যান সিটি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দ্রুততম ১০০ গোল করার পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

ম্যাচের সেরা সোনুকুমার সিং।

১৯ রানে আটকাল দেশবন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার জিটিএসসি ৯ উইকেটে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের

৬ উইকেট সোনুর

মাঠে টসে জিতে দেশবন্ধু ১১.৪ ওভারে ৯ উইকেটে মাত্র ১৯ রানে আটকে যায়। তাদের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৫৫ মিনিটে। দেশবন্ধুর কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কের রান পাননি। সোনুকুমার সিং ১৫ রানে ফেলে দেন ৬ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অনিকেত সিংও (২/২)। জবাবে জিটিএসসি ১.৪ ওভারে ১ উইকেটে ২২ রান তুলে নেয়। প্রতাপ ঘটক ১২ রান করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে নবীন সংঘ ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ। সিয়াম কলেজের মাঠে মুখোমুখি হবে নবোদয় সংঘ ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব।

৫ উইকেট নিয়ে জ্যাকব ডাফি।

প্রথম টেস্টে সুবিধায় কিউয়িরা

ক্রাইস্টচার্চ, ৩ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৯৬ রানের লিড পেয়েছে নিউজিল্যান্ড। গতকাল প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল ৯ উইকেটে ২৩১ রান। দ্বিতীয় দিনে কোনও রান যোগ হওয়ার আগেই শেষ উইকেটটি হারায় কিউয়িরা। এরপর প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১৬৭ রানে গুটিয়ে যায় ক্যারিবিয়ান ব্রিগেড। শাই হোপ (৫৬) ও তেগনারায়ণ চন্দ্রপল (৫২) ছাড়া কেউ লড়াই করতে পারেননি। ৩৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট দখল করেন জ্যাকব ডাফি। প্রথম ইনিংসে ৬৪ রানের লিড নিয়ে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ৩২/০। ক্রিজে ডেভন কনওয়ে (১৫) ও টম ল্যাথাম (১৪)।

'কুলিগিরি' ভরসা রাজ্য চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগিরের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : শিয়ালদহ স্টেশনের ঠিক পিছনে বেলেঘাটা কুস্তি সংঘের আখড়ায় সকাল ও বিকেল দুই বেলায় দেখা মিলবে অনুশীলনে মগ্ন রাজ্য চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগির মনু রাইয়ের। কিন্তু রাত বাড়লেই তাঁকে দেখা যাবে অন্য ভূমিকায়। জীবনযুদ্ধে লড়াই চালাতে স্টেশন ও তাঁর সংলগ্ন এলাকায় 'কুলিগিরি' করতে হয় মনুকে।

ছোটবেলায় বাড়ির কাছে বেলেঘাটা কুস্তি সংঘে অন্যদের অনুশীলন করতে দেখে কুস্তির প্রতি আগ্রহ জন্মায় মনুর। তাই মাত্র ৯ বছর বয়সে কুস্তির আখড়ায় পা রাখেন তিনি। কোচ ভরত রায়ের কাছে অনুশীলন করে মনু অনূর্ধ্ব-২০, ২৩ ও সিনিয়ার তিন পর্যায়েই পদক জিতেছেন। চলতি বছর ৭০ কেজি ফ্রি স্টাইলে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন। ফ্রি স্টাইল ছাড়াও ৭২ কেজি গ্রিকো রোমান কুস্তিতেও পদক রয়েছে মনুর।

কুস্তির পাশাপাশি পেট চালাতে কুলিগিরি করতে হয় মনুকে। রাত দশটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত সবজির বস্তা মাথায় নিয়ে এখানে-ওখানে দৌড়োতে হয় তাঁকে। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মনু বলছিলেন, 'বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। পরিবারে বাবা, মা ও একটা ছোট ভাই রয়েছে। বাবা ঘনশ্যাম রাই কুলিগিরি করেন। বাবার মতো আমিও কুলিগিরি করে নিজের খরচের পাশাপাশি সংসারে কিছুটা সাহায্য করি।'

কিন্তু এইভাবে আর কতদিন চলবে? উত্তরে একরাশ আক্ষেপ নিয়ে মনু বলেছেন, 'কতদিন চালাতে পারব জানি না। সারা রাত কুলিগিরি করে তারপর দিনে অনুশীলন করা কঠিন বিষয়। পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাই না। একটা চাকরি পেলে হয়তো এই সমস্যা মিটবে।'

১২ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে জাতীয় কুস্তির আসর বসছে। সেখানে ৭২ কেজি গ্রিকো রোমান ক্যাটিগোরিতে পদক জেতাই লক্ষ্য মনুর। জাতীয় পর্যায়ে পদক জিতলে হয়তো আর্থিক সুরাহা হবে, এমনটাই আশা রাজ্য চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগিরের।

বোঝা মাথায় কুস্তিগির মনু রাই।

টাটা স্টিল রোড রেস

বৈচিত্র্যে ভরা প্রতিযোগী তালিকা

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : প্রোক্যাম ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত 'টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা' রোড রেসে অংশগ্রহণকারীর তালিকা এবার বৈচিত্র্যে ভরা। প্রতিযোগিতার ১০ কিলোমিটার বিভাগে এমন ২২ জন মহিলা প্রতিযোগী থাকছেন যাঁদের জীবনযাপন অনুপ্রেরণাদায়ী। তাঁদের কেউ দেশের সীমানায় দায়িত্ব পালন করা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য আবার কেউ বা নিজের ব্যস্ত পেশা, জীবনের হাজারো প্রতিবন্ধকতাকে পাশে রেখেও আপন করে নিয়েছেন দৌড়কে।

কলম্বোয় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : আগামী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জুন-জুলাইতে হবে এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। শেষবার চ্যাম্পিয়ন ভারত নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে পারে কিনা সেটাই দেখার। সাফ থেকে দলের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করাতে চাইবেন কোচ খালিদ জামিল। তবে এই টুর্নামেন্টে জুনিয়ার দলের খেলার সম্ভাবনাই বেশি।

ওয়াইএমএ-কে হারাল উল্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বুধবার শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ৩-২ গোলে হারিয়েছে ওয়াইএমএ-কে। ২০ মিনিটে টোকা আচুমি এবং ২৫ মিনিটে মুকেশ তামাংয়ের গোলে ২-০ স্কোরে এগিয়ে যায় উল্কা। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ৩-০ করেন লাইভাং বোহাম। ওয়াইএমএ-র গোলস্কোরার সুরচন্দ্র সিং ও সোনাম জাংপো ভুটিয়া।

দ্বিতীয় জয় শিলিগুড়ির

ম্যাচের সেরা দিয়া সিংহ। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের এক দিনের ক্রিকেটে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শিলিগুড়ি এমকেপি ৮ উইকেটে কোচবিহার ডিএসএ-কে হারিয়েছে। বুধবার বালুরঘাট স্টেডিয়ামে কোচবিহার প্রথমে ৪৫ ওভারে ৮৫ রানে অল আউট হয়। পিয়ালী রায় ২৬ রান করে। দিয়া দত্তর অবদান ১৭। ম্যাচের সেরা দিয়া সিংহ ১১ রানে ৪ উইকেট ফেলে দেয়। ভালো বোলিং করে শিঞ্জিনী সরকারও (২২/৩)। জবাবে শিলিগুড়ি ১৭.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। শিঞ্জিনী ২৮ রান করে। পূর্বিতা মণ্ডলের অবদান ১৪। সমৃদ্ধি গুহ রায় ১০ রানে পেয়েছে ১ উইকেট।

বকুলের ৩ শিকার

ক্রান্তি, ৩ ডিসেম্বর : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রয়্যাল ক্রান্তি ক্যাপিটাল ৪৫ রানে হারিয়েছে ফিনিক্স একাদশকে। প্রথমে রয়্যাল ক্রান্তি ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে। মমিনুল ইসলাম ৪০ ও আজগর আলি ২৮ রান করেন। অভিজিৎ সেন পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে ফিনিক্স ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০০ রানে আটকে যায়। অর্ণব দাসের অবদান ২৯ রান। ম্যাচের সেরা মহম্মদ বকুল ৩ উইকেট নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার নামবে রিফাত এন্টারপ্রাইজ মসজিদ মোড় ও ভৌকাল ব্রিগেড।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে প্রেয়সী পান্ডে। বারুইপুরে বুধবার।

প্রেয়সীর শতরানে জয়ী মালদা

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের এক দিনের ক্রিকেটে বুধবার নদিয়া ৮ উইকেটে হারিয়েছে জলপাইগুড়িকে। টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে জলপাইগুড়ি ৩০.৫ ওভারে ৮০ রানে অল আউট হয়। মুসকান রাউথ ২২ রান ও স্নেহা সাহা ১১ রান করে। নন্দিনী বিশ্বাস ১৬ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছে। জবাবে নদিয়া ২২ ওভারে ২ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। অন্যদিকে, বারুইপুরে প্রেয়সী পান্ডের (৮৮ বলে ১১৩) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় পেল মালদা। টসে জিতে বীরভূম ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৭ রান করে। জবাবে মালদা ২৯.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৮ রান তুলে নেয়। প্রেয়সী ম্যাচের সেরা হয়েছে।

বোলিং মেশিন

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : সিএবি-র তরফে উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে বোলিং মেশিন প্রদান করা হয়েছে। আগামী শুক্রবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে এই মেশিন উদ্বোধন করা হবে। এর ফলে ব্যাটিং অনুশীলনে সুবিধা পাবেন ব্যাটাররা।

২০২১ ব্যাচকে হারাল ২০০৮

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার ২০০৮ ব্যাচ ৯৬ রানে হারিয়েছে ২০২১ ব্যাচকে। ২০০৮ প্রথমে ১০ ওভারে ২ উইকেটে ১৬২ রান তোলে। ২০২১ জবাবে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৬৬ রানে আটকে যায়। শামিম ইসলাম ২৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা দীপক মহন্ত ৩৫ রানের পাশাপাশি ২ উইকেট নিয়েছেন।

ম্যাচের সেরা দীপক মহন্ত। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

ক্যারাটেতে সোনা জিতে শ্রীতনা মুখোপাধ্যায়।

ক্যারাটেতে সোনা শ্রীতনার

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া ইন্টার জোনাল ক্যারাটেতে সোনা জিতল কোচবিহারের শ্রীতনা মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সে ৩৫ কেজি বিভাগে নেমেছিল। ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন শ্রীতনার কোচ রাহুল হরিজন।

প্রথম ডিভিশনে জয়ী আসাম মোড়

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার আসাম মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাব ৫ উইকেটে হারিয়েছে ধূপগুড়ি ডিসিএ-কে। প্রথমে ধূপগুড়ি ১০৭ রানে সব উইকেট হারায়। অভিকাদিত্য রায়ের অবদান ৩৭ রান। সুদর্শন বিশ্বাস এবং ধীরাজ রায় ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে আসাম মোড় ২১তম ওভারে ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অর্ণব দাস ২৯ রান করেন। সজীব দাস ৩০ রানে ৩ উইকেট নেন।

প্রথম ডিভিশন শুরু ৭ ডিসেম্বর

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুরু হবে ৭ ডিসেম্বর থেকে। এবার আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, বীরপাড়া মিলিয়ে ৪টি মাঠে খেলা হবে। অংশ নেবে ৩২টি দল। উদ্বোধনী ম্যাচে আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাবের মাঠে খেলবে প্লেয়ার্স ইলেভেন ওআইসিসিসি ও রাইজিং স্টার।

নীতীশের শতরান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার তরুণ তীর্থ ২১৭ রানে বান্ধব সংঘকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে তরুণ তীর্থ ৩৯ ওভারে ৫ উইকেটে ২৬৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নীতীশ কুমার ১৩৮ রান করেন। আমন রাউত ও সৌরভ দাশগুপ্তের অবদান যথাক্রমে ৫৭ ও ৪৮। কৃষ্ণেন্দু রায় ৪০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বান্ধব ৩০.৪ ওভারে ৪৬ রানে গুটিয়ে যায়।

Gifty
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম

জন্মদিনে হড়োহড়ি উপহারে ছড়াছড়ি!

৩০ নভেম্বর থেকে 7 ডিসেম্বর

তেত্রিশ বছর ধরে বাঙালির মন জুড়ে
অঞ্জলির জন্মদিন
33
বছর উদ্‌যাপন
সূচনা ১৯৯২

গ্রহরত্নে 10%** ছাড়!

কাস্টমাইজড গয়নায় 20%# পর্যন্ত ছাড়!

পুরনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন

গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় 30% +3%* ছাড়! (মজুরিতে)

হিরের গয়নার মজুরিতে 50%# পর্যন্ত ছাড়!

রুপোর গয়নায় 10%** ছাড়!

অঞ্জলি জুয়েলার্স

সবার জন্য

অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন

QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন

আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি আউটলেট নেই

নতুন শোরুম বারুইপুর ♦ ৭৯০, কুলপি রোড, শিবানীপীঠ, ২১৮ বাস স্ট্যান্ডের পাশে, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন: ৯১৪৭৩ ৮৬০৯২

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ৯১৪৭১ ৮২০১৪ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বউবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়্যা বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া রঘুনাথপুর - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ তমলুক - ৬২৯২৩ ৩৪২৭২ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ৯৩১১২ ৩০৬৭১। এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

গয়না কিনুন অনলাইনে www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata | anjalijewellersbharat | anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন

Page29/AJ/1125